পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 16 Tuesday, 16 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা ✱ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

আচার্য হওয়া হল না মুখ্যমন্ত্রীর বিল নাকচ করলেন রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বড়সড় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের আবহে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত দু'টি সংশোধনী বিলে সম্মতি দিলেন না রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ফলে আপাতত কার্যকর হচ্ছে না রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ওই দুই সংশোধনী আইন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। রাজ্য সরকারের তরফে পেশ করা এই সংশোধনী বিলগুলির মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্য-সহায়তাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজ্যপাল তথা আচার্যের ক্ষমতা পরিবর্তন করা। বর্তমান ব্যবস্থায় রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে রয়েছেন রাজ্যপাল। সংশোধনী বিলগুলির মাধ্যমে সেই ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস বা সীমিত করার প্রস্তাব ছিল বলে জানা গেছে। তবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পাওয়ায় এই প্রস্তাবগুলি আপাতত বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা আরও বাড়তে পারত। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তে সেই পথ আপাতত বন্ধ থাকল। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার ও রাজভবনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ে টানাপড়েন চলছেই। উপাচার্য নিয়োগ, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে একাধিকবার। সংশোধনী বিলগুলিকে সেই প্রেক্ষাপটেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছিল। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্য সরকার যে সংশোধনী বিল দুটি পেশ করেছিল, সেগুলি সংবিধানগত কাঠামোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। সেই কারণেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া কোনও রাজ্য আইন কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে যখন তা সংবিধান নির্ধারিত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত।

অফিসারদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রাক্কালে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা মঞ্চেও উঠে এল যুবভারতী কাণ্ড। সোমবার কলকাতার লোকভবনে রাজ্যপালের উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই মঞ্চ থেকেই যুবভারতীতে মেসি-ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের গ্রেফতার ও গোটা ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল। ভাষণের শুরুতে রাজ্যপাল বিজয় দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ''বিজয় দিবস শুধু একটি তারিখ নয়। এটি সাহস, আত্মত্যাগ এবং অন্যায়ের উপর ন্যায়ের জয়ের প্রতীক। ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের সামনে জন্ম নিয়েছিল এক স্বাধীন বাংলাদেশ, যা

মানুষের অপরাজেয় সংকল্পের ফল।'' অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুবভারতী কাণ্ড প্রসঙ্গে রাজ্যপাল স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ''সেদিন যুবভারতীতে যা ঘটেছে, তা হওয়া উচিত ছিল না। ফুটবলপ্রেমীদের আবেগ এর সঙ্গে জড়িয়ে। আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় অনুষ্ঠানের জন্য কোনও নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল না। এটা নিছক ম্যানেজমেন্ট ফেলিওর নয়, সম্পূর্ণ সিস্টেম ফেলিওর।'' তাঁর দাবি, দর্শকদের কাটা টিকিটের সমস্ত টাকা ফেরত দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, গ্রেফতারের প্রশ্নেও কড়া অবস্থান নেন রাজ্যপাল। উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''এটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সকলকেই গ্রেফতার করতে হবে।'' উল্লেখ্য, শনিবার শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সোমবার আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্যপাল আরও বলেন, ''স্টেডিয়াম পাবলিক প্রোপার্টি। যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাঁর মতে, এই ঘটনার নেপথ্যে আরও অনেকে জড়িত এবং তাঁদের বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যপাল জানান, বিষয়টি তিনি সাংবিধানিক প্রধানদের গোচরে আনবেন। প্রসঙ্গত, শনিবার যুবভারতীতে মেসিকে দেখার আশায় হাজার হাজার দর্শক মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু উদ্যোক্তাদের লোকজন, মন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্তাদের ঘিরে রাখার জেরে দর্শকাসন থেকে মেসিকে কার্যত দেখা যায়নি। ঠেলাঠেলিতে বিরক্ত মেসিও নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠ ছাড়েন। এরপরই ক্ষুব্ধ দর্শকদের একাংশ স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালায়। সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি।

হুগলিতে হবে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সমাবেশ 'বিশ্ব ইজতেমা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ 'বিশ্ব ইজতেমা'র আয়োজন করা হয়েছে। আগামী বছরের শুরুতেই হুগলিতে এই সমাবেশ হবে। এই সমাবেশ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেজন্য কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, সোমবার নবান্নে ইমামদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। সেখানেই এই সমাবেশের বিষয় নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে হুগলিতে এই ধর্মীয় সমাবেশ শুরু হবে। ৫ তারিখ পর্যন্ত এই সমাবেশ চলবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, অংশ থেকে মানুষজন ওই ধর্মীয় সমাবেশে অংশ নেবেন বলে ইমামদের তরফে জানানো হয়েছে। চারদিনের ওই ধর্মীয় সমাবেশে প্রায় ১৮ থেকে ২০ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। হুগলির পোলবার দাদপুর এলাকায় ওই সমাবেশ হবে। সেই কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে। আজ মুখ্যমন্ত্রী ইমামদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেছিলেন। ইমাম সংগঠনের নেতারা ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী-সহ অন্যান্যরা। ওই সমাবেশ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, সেই বিষয়ে হুগলি জেলাশাসক ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সমাবেশ

হাজির হবেন। তাঁদের থাকা, খাওয়ায় যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থাও যাতে ঠিক থাকে, সেই নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। এই সমাবেশ চলাকালীন কোনও অশান্তির আবহও যাতে না তৈরি হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেন। বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সকল ধর্মের প্রতি সম্মান, উদারতার বার্তা দেন। সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলেন তিনি। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি হয়েছে। মহাকাল মন্দিরেও গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার 'বিশ্ব ইজতেমা'ও যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, সেই নির্দেশ দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খসড়া তালিকা বেরনোর আগেই টাঙানো হল তালিকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৫ ডিসেম্বরঃ খসড়া তালিকা প্রকাশের আগের দিন ক্যাম্প করে নথি জমা নিচ্ছেন বিএলও! যা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় ডানকুনি পৌরসভার ২০নং ওয়ার্ডের মাথুরডাঙ্গি এলাকায়। এদিকে, আবার ওই এলাকায় খসড়া তালিকা প্রকাশের আগেই নাম বাদ যেতে পারে এমন সম্ভাব্য তালিকা প্রকাশ করছে তৃণমূল। বিএলও কেন ক্যাম্প করেছেন? কেন আবার নথি জমা নেওয়া হচ্ছে ? কেনই বা খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে লিস্ট টাঙানো হল? এসবের কোনও সদুত্তর দেননি সংশ্লিট বুথের বিলএলখসও সন্ধ্যা ধারা। ইতিমধ্যেই এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ বা ফর্ম জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বাংলায়। ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রকাশিত হবে খসড়া তালিকা। তার আগেই কাদের নাম বাদ পড়েছে একটি তালিকা তৈরি করে সেই লিস্ট দেওয়ালে সাঁটানোকে কেন্দ্র তৈরি হয়েছে জল্পনা। এমনকি ওই এলাকায় সংশ্লিষ্ট বিএলও জমা নিচ্ছেন একাধিক নথি যা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সংবাদমাধ্যমকে খবর করতে বাঁধা দেওয়া হয়। খবর সংগ্রহ করতে বাধা দেন এলাকার তৃণমল নেতা সৈয়দ নাজিবুর রহমান। খসড়া তালিকা প্রকাশের আগের দিন বিএলও-র ক্যাম্প ও তালিকা প্রকাশ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তালিকা দেখতে এসেই এক যুবক বললেন, ''আমাদের নাম এসেছে কিনা, দেখতে এসেছিলাম। আমার আর মায়ের নাম আসেনি। নাজিবুর লিস্টটা টাঙিয়ে দিয়েছিল। এই লিস্টে যাঁদের নাম আসেনি, তাঁদের তথ্যে ভুল আছে।'' সিপিএম নেতা মনোজ গায়েনের অভিযোগ, এসআরআই স্বচ্ছভাবে হয়নি। তৃণমূল কীভাবে তালিকা প্রকাশ করল? নির্বাচন কমিশনের খতিয়ে দেখা উচিত। বিজেপি নেতা প্রণব পাল বলেন, ''২৯৫ নম্বর অর্থাৎ ওই বুথ বাংলাদেশি ধরা পড়েছিল। তালিকা প্রকাশ করে মানুষকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে। বেআইনি তালিকা। এই তালিকা কীভাবে প্রকাশ করতে পারে? তালিকা মঙ্গলবার প্রকাশ হবে, তার আগে সম্ভাব্য তালিকা কীভাবে বার করতে পারেন? নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ করা উচিত।'' যদিও এবিষয়ে ডানকুনি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ রাহা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ''তালিকা কারা টাঙিয়েছে জানা নেই, যারা করেছেন, তাঁরা এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছেন। যাঁরা করছেন, তাঁরা তৃণমূল কবে করেছে জানা নেই তৃণমূল দায়িত্বও নেবে না। যদি করে থাকে সেটা দল বিরোধী এবং স্পর্শকাতর।''

যাদবপুরে সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত! এক সময়ের 'হট ফেভারিট', এখন আবেদনেই ভাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও কি তবে সাংবাদিকতা শিক্ষার দিন ফুরোচ্ছে? এ বছরের ছবিটা অন্তত সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আশাব্যঞ্জক আবেদন না পড়ায় ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে 'পিজি ডিপ্লোমা ইন মাস কমিউনিকেশন' কোর্সটি না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। এর ফলে ১৯৮৯ সাল থেকে টানা চলা এই কোর্সে এবছর ইতি পড়তে চলেছে। তা সাময়িক না স্থায়ী-সেই প্রশ্নের উত্তর আপাতত অনিশ্চিত।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, ৩ ডিসেম্বর ভর্তির আবেদন গ্রহণের শেষ দিন ছিল। কিন্তু আগ্রহের ছবিটা ছিল রীতিমতো ফিকে। আবেদন জমা পড়েছে মাত্র ৬০টি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, এত কম আবেদনের মধ্যে থেকে কার্যকর ব্যাচ গড়ে তোলা কঠিন বলেই এ বছর কোর্স না চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ, ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইএসএলএম) ফ্যাকাল্টির অধীন অ্যাডাল্ট অ্যান্ড কন্টিনিউইং এডুকেশন অ্যান্ড এক্সটেনশন বিভাগের স্কুল অব মিডিয়া কমিউনিকেশন অ্যান্ড কালচার এই কোর্সটি পরিচালনা করে। আইএসএলএমের ডিন পার্থসারথি চক্রবর্তী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, আশাব্যঞ্জক আবেদন না পড়ায় এ বছর কোর্সটি চালানো হচ্ছে না। যদিও সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই এবং তিনি খোঁজ নেবেন। তবে ফ্যাকাল্টি স্তরে যে সিদ্ধান্ত কার্যত হয়ে গিয়েছে, তা ডিনের বক্তব্যেই পরিষ্কার। অথচ এক সময় এই সাংবাদিকতার কোর্সে ভর্তির জন্য লম্বা লাইন পড়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। জানা যাচ্ছে, শুরুর দিকে ১৪০-১৫০ জন পড়ুয়া ভর্তি হতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংখ্যা কমেছে ঠিকই, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরেও ৭০-৮০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়মিত ছিল। গত বছরই তা নেমে আসে ৫০-৫৫ জনে। আর এ বছর আবেদনই পড়েছে মাত্র ৬০টি। ফলে ঝাড়াই-বাছাই তো দূরের কথা, ভর্তি প্রক্রিয়া চালানোই কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু, আবেদনকারীদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত ভর্তি হন না। পড়ুয়াদের অর্থেই চলা (সেলফ-ফিনান্সড) এই কোর্স চালানো তাই আর বাস্তবসম্মত নয় বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের। কোর্সটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সুবীর ঘোষের মতে, সমস্যার গোড়ায় রয়েছে পাঠক্রমের চরিত্রেই। তাঁর কথায়, ''সাংবাদিকতা বই মুখস্থের বিষয় নয়। এর ব্যবহারিক দিকটাই আসল। অন্তত ৫০ শতাংশ প্র্যাকটিক্যাল না থাকলে চলবে না। ডিজিটাল টুল, নতুন প্রযুক্তি-সব শিখতে হবে। আর যাঁরা পড়াবেন, তাঁদের মধ্যে পেশাদার সাংবাদিক বেশি থাকলে পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন। হয়তো সেই জায়গাতেই ঘাটতি রয়ে গিয়েছে।'' তবে আর একটি অস্বস্তিকর দিকও ঘুরেফিরে আসছে। গত কয়েক বছরে সাংবাদিকতা বিভাগ একাধিক বিতর্কে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। খাতা না দেখেই নম্বর দেওয়ার অভিযোগ, পরে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন, ফাইনাল মার্কশিট পেতে পড়ুয়াদের দীর্ঘ ভোগান্তি, সব মিলিয়ে বিভাগের ভাবমূর্তি যে ধাক্কা খেয়েছে, তা মানছেন অনেকেই। সিনিয়রদের এই অভিজ্ঞতা শুনেই কি নতুন প্রজন্ম আস্থা হারাচ্ছে? সেই প্রশ্নও উঠছে জোরালভাবে। ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা, এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে, তা হলে ২০১৭ সাল থেকে চালু হওয়া মাস কমিউনিকেশনের এমএ কোর্সের ভবিষ্যৎও প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। যাদবপুরের মতো প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার এমন পরিণতি নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে গভীর চিন্তার কারণ।

যুবভারতীতে তাণ্ডবের ঘটনায় গ্রেফতার আরও ২

ছ'টি সংস্থার প্রতিনিধিকে তলব বিধাননগর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার জেরে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ভন্ডুল হয়ে যাওয়ার পর গ্রেফতার করা হয়েছিল মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে। এবার আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হল। নাগেরবাজার থেকে ওই দু'জনকে পাকড়াও করেছে দক্ষিণ বিধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম গৌরব বসু এবং শুভ্রপ্রতিম দে। এরমধ্যেই সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসির অনুষ্ঠানে বিপর্যয়ের ঘটনায় ছ'জনকে তলব করেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। তাঁরা ছ'টি পৃথক সংস্থার প্রতিনিধি। পুলিশ সূত্রে খবর, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভাঙচুরের ঘটনায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করা হয় এই পুলিশ কমিশনারেট। তাঁরা ছ'টি পৃথক সংস্থার প্রতিনিধি। তাঁদের মধ্যে শতদ্রু দত্তের সংস্থার কর্তারাও রয়েছেন বলে খবর। মঙ্গলবার তাঁদের থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ সূত্রে খবর, যাঁদের তলব করা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই শনিবারের অনুষ্ঠানের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত ছিলেন। ওই ছয় সংস্থা কোনও না কোনও দায়িত্বে ছিল। অনুষ্ঠানে জল ও ঠান্ডা পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে যারা ছিল, টিকিট বিতরণের দায়িত্বে যারা ছিল, তাদের প্রতিনিধিকেও তলব করেছে পুলিশ। টিকিট সরবরাহকারী সংস্থাকে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে বলেছে পুলিশ। শতদ্রুর সংস্থার কাছে যাতে টাকা না পৌঁছোয়, তাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। আয়োজনে

দু'জনকে। সেই সূত্র ধরেই নাগেরবাজার থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আটটি নির্দিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। সরকারি কর্মীকে কাজে বাধা দেওয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে সরকারি কর্মীকে আহত করা, কর্তব্যরত সরকারি কর্মীকে গুরুতরভাবে জখম করা, গোলমাল পাকানোর মতো অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই ধারাগুলি যুক্ত করেছে পুলিশ। পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে এবং শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগেও নির্দিষ্ট আইনের ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। যুবভারতীতে তাণ্ডবের পর শনিবারই দমদম বিমানবন্দর থেকে পাকড়াও করা হয় মেসির কলকাতা সফরের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে। হিংসায় উস্কানি দেওয়া, আঘাত করা, সম্পত্তির ক্ষতি, সরকারি কাজে বাধা, সরকারি কর্মীদের হেনস্থার মতো অভিযোগে মামলা দায়ের করে বিধাননগর পুলিশ। তাঁকে ইতিমধ্যে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এবার ভাঙচুরের ঘটনাতেও দু'জনকে পাকড়াও করল পুলিশ। সব মিলিয়ে যুবভারতীকাণ্ডে এই নিয়ে তিন জনকে গ্রেফতার করা হল। যুবভারতী স্টেডিয়ামে বিপর্যয়ের ঘটনায় ছ'জনকে তলব করেছে বিধাননগর তাঁদের ভূমিকা কী ছিল, তাঁদের তরফে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, খতিয়ে দেখা হবে। মেসি এসেছিলেন সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ এবং রদ্রিগো ডি'পলকে নিয়ে। ভিড়ের ধাক্কাধাক্কিতে সুয়ারেজের পেটে কনুইয়ের গুঁতো লাগে। হাতে নখের আঁচড় লাগে ডি'পলের। অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন তাঁরা। মেসিকে বার করে নিয়ে যান তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। এরপরেই ক্রুদ্ধ জনতা যুবভারতীতে ভাঙচুর চালায়। চেয়ার উপড়ে ছোড়া হয় মাঠে। হাজারো মানুষ মাঠের ভিতর ঢুকে পড়েন। পুলিশকে তাড়া করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছিল। এই ঘটনার তদন্তের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটিতে আছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীরা। রবিবার যুবভারতীর ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন তাঁরা। নমুনা সংগ্রহ করেছেন। হয়েছে ভিডিওগ্রাফি। দীর্ঘক্ষণ স্টেডিয়ামের ভিতরে বৈঠক করেছে তদন্ত কমিটি। পরে সেখান থেকে বেরিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি জানান, তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে। কমিটির রিপোর্টে তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল বিশদে উল্লেখ থাকবে।

রাজ্যপালের অনুমতি! মানিক-রত্নার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ অবশেষে কাটল জট। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচীর বিরুদ্ধে এবার শুরু হতে চলেছে বিচার প্রক্রিয়া। গত ৩ অক্টোবর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এছাড়াও পর্ষদের তৎকালীন সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচীর বিরুদ্ধেও ব্যাঙ্কশাল আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যপালের অনুমোদন না থাকায় চার্জগঠন সম্ভব হয়নি। আদালত সূত্রের খবর, রাজ্যপাল সেই অনুমোদন দিয়েছেন। ফলে মানিক ও রত্নাদেবীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুতে আর কোনও বাধা রইল না। আগামী ১৪ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি। নিয়ম মোতাবেক, কোনও সরকারি পদাধিকারীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার আগে রাজভবনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। কারণ, সরকারি পদে থাকা অবস্থায় কোনও অপরাধের অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে সাংবিধানিক অনুমোদন লাগে। মানিক ভট্টাচার্য তখন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন, রত্না ছিলেন পর্ষদের সচিব। এই চার্জশিটে বীরভূমের নলহাটির প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি বিভাস অধিকারীর নামও রয়েছে। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পর্ষদের সভাপতির পদ হারান মানিক ভট্টাচার্য। পরে তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। দীর্ঘদিন জেলে থাকার পর বর্তমানে জামিনে মুক্ত মানিক। রত্না চক্রবর্তী বাগচী এবং বিভাস অধিকারীকেও একাধিকবার তলব করেছে সিবিআই। কয়েক মাস আগে নয়ডা থেকে বিভাস অধিকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ, তিনি ভুয়ো অফিস খুলে প্রতারণা করছিলেন- যার নাম রাখা হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন। ওই মামলায় বিভাসের ছেলে অর্ঘ্য অধিকারী-সহ মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়। কয়েকমাস আগেই জামিনে মুক্ত হয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য। মানিকের গ্রেফতারির পর পরেই ইডি আধিকারিকেরা উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়েছিলেন। সেই ফ্ল্যাটের সঙ্গে বিভাসের যোগ রয়েছে বলে দাবি করেছিল ইডি।

অশোকনগর থেকে ৪৫ হাজার কোটির তেল উঠবে, এ মাসেই চিঠি পেয়েছি, সংসদে জানালেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বরঃ উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থেকে প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস তোলার ব্যাপারে বড় আশার কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। সোমবার রাজ্যসভায় এই বিষয়টি তোলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সোজাসুজি প্রশ্ন ছিল, অশোকনগর থেকে তেল তুলতে এত দেরি হচ্ছে কেন? তারই জবাবে হরদীপ পুরী জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সঙ্গে এ মাসের ১০ ও ১২ তারিখ কেন্দ্রের চিঠি আদানপ্রদান হয়েছে। অশোকনগরে যে পরিমাণ তেল রয়েছে তার বাজারমূল্য প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্য সরকার পাবে ৪৫০০ টাকা। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বলা যাবে যে, কবে থেকে তেল তোলা যাবে। এদিন সংসদে প্রেটোলিয়াম মন্ত্রী বলেন, ''তেল তোলা তথা অয়েল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন সহজ কাজ নয়। ওএনজিসি এরই মধ্যে অশোকনগরে ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। সেখানে ২৪ কোটি ব্যারেল তেল রয়েছে। এর ৩০ শতাংশও যদি রিকভার করা যায়, তাহলে তার মূল্য দাঁড়াবে ৪৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বিনিয়োগের উপর ফেরত বিপুল। মানে কষ্টেসৃষ্টে একবার তেল তোলা শুরু করে দিতে পারলে আনন্দই আনন্দ।'' অশোকনগরের অয়েল ফিল্ড থেকে তেল তোলার ব্যাপারে ২০০৮ সালে প্রোডাকশন এগ্রিমেন্ট হয়েছিল। তার দশ বছর পর ২০১৮ সালে পেট্রোলিয়াম ও মাইনিং লিজ চুক্তি হয়। এ বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি অশোকনগরে ওএনজিএস-র বৃহৎ তেল খনন প্রকল্পে ছাড়পত্র দেয় রাজ্য সরকার। কেন্দ্র আগেই আশোকনগরের জন্য মাইনিং লিজে অনুমোদন দিয়েছিল। এই লিজ নতুন অনুসন্ধান লাইসেন্স নীতি-র আওতায় পড়বে। এদিন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কাছে শমীক জানতে চান,

রাজ্য সরকার কি ইচ্ছা করে দেরি করছে? কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ হল, হরদীপ সেই বিতর্ক ও চাপানউতোরে ঢুকতে চাননি। বরং জানিয়েছেন, এ মাসে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের 'এক্সচেঞ্জ অফ লেটার' হয়েছে। অর্থাৎ কাজ এগোচ্ছে। লিজের জন্য রাজ্য সরকার স্ট্যাম্প ডিউটি পাবে। লিজের মেয়াদ ৩০ বছর, সুতরাং এক সঙ্গে ৩০ বছরের জন্যই স্ট্যাম্প ডিউটি পাবে রাজ্য। স্ট্যাম্প ডিউটি কত হবে তা রয়্যালটির উপর নির্ভর করবে। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বলা যাবে যে কবে থেকে অশোকনগরে তেল তোলা শুরু হবে। ওএনজিসি-র হিসেব অনুযায়ী, আশোকনগরের অয়েল ফিল্ড থেকে দিনে ৪৫ থেকে ৫০ হাজার ঘনমিটার প্রাকৃতিক গ্যাস উপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এই রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি সূত্রে বলা হচ্ছে, রাজ্য সরকার আর একটু সাহায্য করলে কাজ এতদিনে শুরু হয়ে যেত। এই দেরির জন্য ১৭,৯২২ ঘনমিটার তেল উৎপাদন হাতছাড়া হয়েছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম চার বছরে ১৮,২৭৪ ঘনমিটার তেল উত্তোলনের লক্ষ্য ছিল। ফলে রাজস্ব ক্ষতির পাশাপাশি দেশের জ্বালানি মানচিত্রে বাংলার জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনাও কিছু পিছিয়ে পড়েছে। তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তেল ও গ্যাস যখন আছে তখন তা তোলা হবেই। ওএনজিসি এরই মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ১৩টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩টি, নদিয়ায় ১টি এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট ৫টি খনন ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় জমি লিজ নেওয়া ও প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ প্রায় শেষ। দেগঙ্গার চাপাটলা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর-২ ব্লকে অতিরিক্ত জমি নেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে। প্রতিটি খনন ক্ষেত্রের জন্য প্রায় ৫ একর জমি প্রয়োজন হয়। ওএনজিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডার রয়েছে প্রায় ২,৫০০ থেকে ৬,০০০ মিটার গভীরে। সমস্ত প্রযুক্তিগত সমীক্ষা শেষ হওয়ার পরই পূর্ণমাত্রায় উত্তোলন শুরু হবে। অনুমোদিত ফিল্ড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী, ১০ মাসের মধ্যে তেল উৎপাদন এবং প্রায় ১৭ মাসের মধ্যে গ্যাস উৎপাদন শুরু হতে পারে।

পুণ্যতিথিতে সর্দার প্যাটেলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ পুণ্যতিথিতে সর্দার প্যাটেলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সর্দার প্যাটেল। তাঁর অবদান দেশ কখনই ভুলবে না। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ৭৫-তম পুণ্যতিথিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। একটি কৃতজ্ঞ দেশ ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠনে তাঁর অতুলনীয়. অবদান কখনও ভুলবে না।লখনউতে, পুণ্যতিথিতে লৌহপুরুষ সর্দার প্যাটেলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার সকালে লখনউতে সর্দার প্যাটেলের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন যোগী আদিত্যনাথ। যোগী এদিন বলেন, আজ সমগ্র দেশ লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে স্মরণ করছে এবং দেশের প্রতি তাঁর সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন, তিনি একজন সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছিলেন, যার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসনব্যবস্থায় চাকরি করা নয় বরং দেশ ও বিশ্বকে বুঝে ভারতমাতার চরণে নিজের প্রতিভার সুফল উৎসর্গ করা। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বহুবার জেলের নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। তিনি ভারত বিভাজনেরও তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক ‘ দ্য আসাম ট্রিবিউন’-এর স্বত্বাধিকারী প্রফুল্ল গোবিন্দ বরুয়া

গুয়াহাটি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ চলে গেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, বহুল প্রচারিত ‘ দ্য আসাম ট্রিবিউন’-এর স্বত্বাধিকারী পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত প্রফুল্ল গোবিন্দ বরুয়া। গত শনিবার রাত সাড়ে নয়টায় গুয়াহাটির বেসরকারি অ্যাপলো হাসপাতাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বিশিষ্ট সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।জানা গেছে, বার্ধক্যজনিত কারণে জীবনাবসান ঘটেছে ‘সিংহপুরুষ’ রাধাগোবিন্দ বরুয়া সুযোগ্য সন্তান প্রফুল্ল গোবিন্দ বরুয়ার। তিনি দ্য আসাম ট্রিবিউন গ্রুপের পরিচালন সঞ্চালকও ছিলেন।সাংবাদিকতা, শিক্ষা এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৮ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে ভারতের চতুর্থ অসামরিক সম্মান পদ্মশ্রী লাভ করেছিলেন প্রফুল্ল গোবিন্দ বরুয়া। এচাড়া গত ৩ ফ্রেরুয়ারি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রফুল্ল গোবিন্দ বরুয়াকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছিল।

সম্পাদকের প্রয়াণে শাহর শোকবার্তা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি নামী সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠীর সম্পাদকের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, দ্য অসম ট্রিবিউন গ্রুপের সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পি জি বড়ুয়া জির মৃত্যুতে আমি শোকাহত। সাংবাদিকতার মাধ্যমে অসমের সংস্কৃতিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং প্রচারের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর পরিবারের সদস্য, দ্য অসম ট্রিবিউন গ্রুপ এবং তাঁর অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

উত্তাল সংসদে শীতকালীন অধিবেশন, মোদী-বিরোধী স্লোগান ঘিরে তীব্র বাদানুবাদে মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সোমবার ফের উত্তেজনার পারদ চড়ল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের ভাষা ও স্লোগান নিয়ে তীব্র আপত্তি তোলে শাসক শিবির। তার জেরে সকাল থেকেই লোকসভা ও রাজ্যসভায় শুরু হয় তুমুল হইচই, যা ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত লোকসভা দুপুর দু’টো পর্যন্ত এবং রাজ্যসভা দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।দিনের শুরুতেই উভয় কক্ষে শাসক ও বিরোধী সাংসদদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। বিজেপির অভিযোগ, গত রবিবার কংগ্রেসের একটি সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অভদ্র ও অশালীন ভাষায় স্লোগান তোলা হয়েছে, যা সংসদীয় গণতন্ত্রের শালীনতার পরিপন্থী। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শাসক দলের সাংসদরা প্রতিবাদে স্লোগান তুলতে শুরু করলে বিরোধীরাও পাল্টা আওয়াজ তোলে। ফলে কক্ষের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কংগ্রেসকে সরাসরি কাঠগ।ায় তোলেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের ওই সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিন্দনীয় এবং এটি দলের রাজনৈতিক মানসিকতারই প্রতিফলন। নাড্ডার বক্তব্য অনুযায়ী, একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন স্লোগান শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, দেশের প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিও অসম্মান। তিনি আরও দাবি করেন, এই ঘটনার জন্য কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।নাড্ডার এই মন্তব্যের পর রাজ্যসভায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস সাংসদরা তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে উঠে দাঁড়ান, পাল্টা স্লোগান ওঠে কক্ষ জুড়ে। শাসক শিবিরও তাতে যোগ দিলে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়। চেয়ার থেকে বারবার শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানানো হলেও তাতে পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রাজ্যসভা দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করা হয়।লোকসভাতেও ছবিটা ছিল প্রায় একই রকম। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান ও ভাষা ব্যবহারের অভিযোগে বিজেপি সাংসদরা তীব্র আপত্তি জানান। বিরোধীরা এই অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে পাল্টা আক্রমণ শানায়। উভয় পক্ষের স্লোগান ও হইচইয়ে লোকসভার কাজকর্ম এগোনো সম্ভব হয়নি। স্পিকার একাধিকবার কক্ষের সদস্যদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানান, কিন্তু উত্তেজনা না কমায় লোকসভা দুপুর দু’টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।এই ঘটনায় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন বিল ও আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময় নষ্ট হওয়ায় উভয় শিবিরের মধ্যেই চাপ বাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান ও ভাষা নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়, তবে সংসদের ভিতরে এই ধরনের সংঘাত ক্রমেই অধিবেশনের স্বাভাবিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করছে।দিনের শেষে স্পষ্ট, মোদী-বিরোধী স্লোগানকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্ক শুধু একটি মন্তব্য বা বক্তব্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক সংঘাতেরই প্রতিচ্ছবি, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সংসদের কার্যক্রমে। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় এবং পরবর্তী অধিবেশনে আদৌ স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা যায় কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বাস্থ্যসচেতনতা ও চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার আগরতলার নতুন নগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় স্থানীয় ছাত্র বৃন্দ ক্লাব। সকাল থেকেই শিবিরে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক ও বিশিষ্ট চিকিসক ডাঃ দিলীপ দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজি সাহা সহ সংগঠনের একাধিক কর্মকর্তা ও সদস্যরা। শিবিরে আগত সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন অতিথিরা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতার বার্তা তুলে ধরেন।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী ২৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরজুড়ে একাধিক কর্মসূচি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই মেগা স্বাস্থ্য শিবির সেই কর্মসূচিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সংগঠনের সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে সমাজের জন্য কিছু করার অঙ্গীকার থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা। শিবির পরিচালনায় ছাত্র বৃন্দ ক্লাবের সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সক্রিয়. ভূমিকা পালন করেন।উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস এই ধরনের সমাজসেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে. স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে এ ধরনের সেবামূলক কাজ আরও বেশি করে হওয়া প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও সংগঠনটি মানুষের পাশে থেকে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিযেশন শুধু নিজেদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সংগঠনটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। রাজধানীর জিবিপি ও আইজিএম হাসপাতালে রাত্রিকালীন পরিষেবা প্রদান থেকে শুরু করে ট্রেড লাইসেন্স ও ফুড লাইসেন্স সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সহায়তার কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। সংগঠনের কর্মকর্তারা জানান, মানুষের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের মূল লক্ষ্য।মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং এমন কর্মসূচি আরও নিয়মিতভাবে আয়োজনের দাবি তোলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকেও আশ্বাস দেওয়া হয়, সমাজের স্বার্থে ও মানুষের কল্যাণে এই ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম আগামী দিনেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে।

অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ শমীক ভট্টাচার্যর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়ে জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার এক্স হ্যান্ডলে একটি ছবি পোস্ট করেছেন শমীক। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের রাজ্যসভা সাংসদ দীপক প্রকাশকে নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহেরর সঙ্গে দেখা করেছেন। ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে বলে পোস্টে জানিয়েছেন শমীক।

শিমলায় বরফের সাদা চাদর,পর্যটকেরা মেতে উঠেছেন পাহাড়ে

কুল্লু, ১৫ ডিসেম্বর ঃ হিমাচলের লাহৌল-স্পিতি জেলার তুষার বিন্দু শিনকুল পাসে বরফে ঢেকে যাওয়ায়. পর্যটকরা ভিড় জমিয়েছেন। ফটোগ্রাফি, ভিডিও ও খেলার মধ্যে দিয়ে বরফে ঢাকা পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন তাঁরা।পাহাড়ি এলাকায় শীত তীব্র, লাহৌলে তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্পিতিতে আরও কম। শীতের কারণে নদী ও জলাধার বরফে ঢেকে গেছে, যার জেরে জল সংগ্রহে সমস্যা হচ্ছে। কিছু রাস্তা বরফের জেরে বন্ধ থাকলেও সীমা সড়ক সংস্থা প্রধান পথ খোলা রাখার চেষ্টা করছে। জেলা প্রশাসন পর্যটক

লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে সোমবার এক শোক বার্তায় তিনি লিখেছেন যে,-ভারতের ‘ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি-তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। দেশের প্রতি তাঁর অসামান্য সেবাকে আমরা স্যালুট জানাই।উল্লেখ্য, জাতীয়তাবাদী নেতা ও ভারতীয় পন্ডিত হলেও তিনি সর্দার প্যাটেল নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তাঁকে ভারতের লৌহমানব বলা হয়। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ - প্রধানমন্ত্রী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলনের সঙ্গে ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৯১ সালে ভারতরত্ন পুরস্কার পান।

ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছে ডুবলো মাছ ধরার ট্রলার

কাকদ্বীপ, ১৫ ডিসেম্বর ঃ ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছে সোমবার সকালে ডুবে গেল একটি ভারতীয় মাছ ধরার ট্রলার। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমা পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে প।ছিল ট্রলারটি। সেই সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তাড়া খেয়ে দ্রুত আসার পথে কিছুতে ধাক্কা লেগে ট্রলারটি ডুবে যায়। এফবি পারমিতা নামে ওই ট্রলারে ছিলেন ১৬ জন মৎস্যজীবী। দুর্ঘটনার পর বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকেন তাঁরা। কাছাকাছি থাকা কাকদ্বীপের অন্য ট্রলার ১১ জনকে উদ্ধার করে। এখনও নিখোঁজ ৫ জন। ট্রলারটি পাঁচ দিন আগে কাকদ্বীপ থেকে গভীর সমুদ্রে রওনা দিয়েছিল বলে খবর সূত্র আজকে জানা গিয়েছে। অবশেষে ১১জনকে মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে খবর সূত্র থেকে।

লোকভবনে বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন, মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বন্ধনের বার্তা রাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে সোমবার কলকাতার লোকভবনে এক আবেগঘন ও মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বরের স্মৃতিকে সামনে রেখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং দুই দেশের অটুট বন্ধনের কথা উঠে আসে বারবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের একাধিক বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা এবং বিশিষ্ট অতিথিরা। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর তকালীন পশ্চিম পাকিস্তান মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মরণেই প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। লোকভবনের অনুষ্ঠানে সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় গভীর আবেগের সঙ্গে।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, গভীর কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সঙ্গে বিজয় দিবসের এই দিনে বাংলাদেশের বীর সন্তানদের আন্তরিক স্বাগত জানানো হচ্ছে। তাঁদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং অটল সংকল্পের ফলেই ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। রাজ্যপাল বলেন, বিজয় দিবস আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতা কখনও সহজে আসে না। ত্যাগ, শৃঙ্খলা এবং ন্যায়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জিত হয়।রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিকটিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের গভীর বন্ধনে আবদ্ধ এই দুই ভূখণ্ড। মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য অংশ লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি শরণার্থীকে আশ্রয় ও সহানুভূতি দিয়েছিল। সেই মানবিক ভূমিকা আজও এই অঞ্চলের মানুষের গর্বের অংশ। তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া সকল বীরের স্মৃতির প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।সিভি আনন্দ বোস তাঁর বক্তব্যে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও গভীর করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা, বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে এই সম্পর্ক আগামী দিনেও আরও শক্তিশালী হবে বলেই তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।লোকভবনের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের আতিথেয়তায় আপ্লুত বলে জানান বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা। তাঁরা বলেন, এই সম্মান ও ভালোবাসা দুই দেশের মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ককেই আরও মজবুত করে। বিজয় দিবসের এই উদযাপন শুধুমাত্র অতীতের স্মরণ নয়, বরং ভবিষ্যতের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার এক শক্তিশালী বার্তাও বহন করছে।

ভারতীয় স্কোয়াশ দলকে অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ স্পোর্টস ডেভলপমেন্ট অথরিটি অফ তামিলনাড়ু (এসডিএটি) আয়োজিত বিশ্বকাপ স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সোমবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, ২০২৫ সালের এসডিএটি স্কোয়াশ বিশ্বকাপে ইতিহাস সৃষ্টি এবং প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের জন্য ভারতীয় স্কোয়াশ দলকে অভিনন্দন!জোশনা চিন্নাপ্পা, অভয় সিং, ভেলাভান সেন্থিল কুমার এবং অনাহত সিং অসাধারণ নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের সাফল্য সমগ্র জাতিকে গর্বিত করেছে। এই জয় আমাদের তরুণদের মধ্যে স্কোয়াশের জনপ্রিয়তাও বাড়িয়ে তুলবে।প্রসঙ্গত, চেন্নাইয়ের এক্সপ্রেস অ্যাভিনিউ মলে দেশীয় কোর্টে শীর্ষ বাছাই হংকংকে হারিয়ে আয়োজক ভারতকে গত রবিবার এসডিএটি স্কোয়াশ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে।

ত্রিদেশীয় সফরে রওনা প্রধানমন্ত্রী মোদী, প্রথমে যান জর্ডন

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার তিন দেশ সফর শুরু করলেন। সোমবার সকালে নতুন দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে তিন দেশ সফরে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সফরের প্রথম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জর্ডনে গিয়ে রাজা আবদুল্লা বিন আল হুসেনের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ক, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা করবেন। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্কের এটি ৭৫ তম বর্ষ।এরপর ১৬ তারিখ তিনি ইথিওপিয়া যাবেন। এটি হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেদেশে প্রথম সফর। দক্ষিণী বিশ্বের অংশীদার হিসেবে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক শক্তিশালী করাই এর উদ্দেশ্য। সফরের শেষ পর্বে প্রধানমন্ত্রী ওমানে যাবেন। সফরকালে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, কৃষি, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হবে। এটি প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় ওমান সফর।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন এক্স মাধ্যমে জানান, আজ আমি জর্ডনে থাকব। এই সফর এমন এক সময়ে যখন আমরা আমাদের দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছি। আমি রাজা আবদুল্লা এবং প্রধানমন্ত্রী জাফর হাসানের সঙ্গে বৈঠক করব। আমি ক্রাউন প্রিন্স আল হুসেন বিন আবদুল্লাহ দ্বিতীয়ের সঙ্গে আলাপচারিতা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

ভজনলালকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, মন্দিরে দিলেন পুজো

নয়াদিল্লি ও জয়পুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা জি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। রাজ্যের উন্নয়ন যাত্রায় প্রাণশক্তি যোগাতে এবং যুবসমাজের স্বপ্ন পূরণে তিনি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং তাঁর স্ত্রী গীতা শর্মা এদিন সকালে জয়পুরের গোবিন্দ দেব জি মন্দিরে পূজার্চনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী শর্মা সোমবার তাঁর জন্মদিন উদযাপন করছেন এবং রাজ্যে তাঁর সরকারের দুই বছর পূর্ণ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে কুকথা বলা কোনও সভ্য সমাজের শোভা পায় না ঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানের সমাবেশকে থেকে বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে উপর্যুপরি আক্রমণ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এ প্রসঙ্গে এবার রাহুল ও কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে কুকথা বলা কোনও সভ্য সমাজের শোভা পায়.না।সোমবার রিজিজু বলেন, আমরা সর্বদা সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। সংসদ থেকে পালানো এবং প্রধানমন্ত্রীকে কুকথা বলা কোনও সভ্য সমাজের শোভা পায় না। আমি আবারও বলতে চাই, কংগ্রেস সভাপতি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।রিজিজু আরও বলেন, এটা কোন ধরণের মানসিকতা যা প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যার ঘোষণা করা হচ্ছে? যদি কিছু বিরোধী নেতা প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার কথা বলেন, তাহলে তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। কেবল নিন্দা করা যথেষ্ট নয়। কংগ্রেস সভাপতি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতার সংসদে ক্ষমা চাওয়া উচিত তাদের দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি মনে করি যদি তাদের মধ্যে কোনও মানবতা অবশিষ্ট থাকে এবং কংগ্রেস দল যদি দেশকে সম্মান দিতে চায়, তাহলে তাদের বিলম্ব করা উচিত নয় এবং সংসদের ফ্লোর থেকে দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তবেই আমরা একমত হব যে, তারা ভুল করেছে এবং কংগ্রেস দল ভুল স্বীকার করেছে।

রাহুলকে বিশেষ পরামর্শ শমীক ভট্টাচার্যর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃকংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে বিশেষ বার্তা দিলেন বিজেপি সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন সংসদে বক্তব্য রাখেন, রাহুল গান্ধী সবার আগে পালিয়ে যান।’ভোট চুরি’-র স্লোগানে কংগ্রেসের মেগা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার বিষয়ে.বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন সংসদে বক্তব্য রাখছিলেন, তখন তারা পালিয়ে যায়, এবং রাহুল গান্ধীই প্রথম পালিযে.যান। রাহুল গান্ধীর কাছে আমার একটি বিনীত অনুরোধঃদয়া করে পশ্চিমবঙ্গে যান, অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বাড়িতে যান, তাঁর সঙ্গে চা খান এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন কেন তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ভোট চুরি নয়, ভোট ডাকাতি হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি চমকার দিন হতে চলেছে। আপনার শক্তি এবং উসাহ আপনার প্রতিটি কাজে ফুটে উঠবে। ইতিবাচক অনুভূতি আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও ছড়িয়ে পড়বে। পারিবারিক সম্পর্ক আনন্দে ভরে থাকবে এবং আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করবেন। শুভ দিন হবে

বৃষঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা কঠিন হতে পারে। আপনার তীক্ষ্ণ চিন্তাভাবনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনি মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ অনুভব করতে পারেন। আপনার মন অস্থির থাকবে, যার ফলে আপনার পক্ষে নিজের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা কঠিন হবে।

কর্কট রাশি ঃ কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং আশাব্যঞ্জক দিন। আপনার চারপাশের পরিবেশ ভালবাসা ও সম্প্রীতিতে পূর্ণ থাকবে, যা আপনার সম্পর্ক গুলোকে সতেজ করে তুলবে।

সিংহঃ হাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে।

কন্যা ঃ কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি কঠিন দিন হতে পারে। এটি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময়.হতে পারে, যা আপনার মানসিক এবং আবেগিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিবাহের যোগ।

তুলাঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিয়োগ স্কিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত। আপনার পদ্ধতিতে উদার হোন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সুন্দর ভালোবাসার মুহূর্ত কাটান।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উসাহব্যঞ্জক দিন হবে। আপনার চারপাশে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে, যা আপনার সম্পর্কগুলোকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। সন্তান হতে পারে।

ধনুঃ যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

মকরঃমকর রাশির জাতক জাতিকারা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার জীবনে হঠাৎ কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে, যা আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করবে। কাজের সুযোগ হবে

কুম্ভঃযোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে। শুভ দিন।

মীনঃমীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা কঠিন হতে পারে। আপনি আপনার চারপাশের পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনশীল থাকবেন। এই সময়টি আপনাকে আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ

আবহাওয়া

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এসে গেল। কিন্তু এখনও জাঁকিয়ে শীতের দেখা মেলেনি দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা কোথাও এখনও ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামেনি। এই মুহূর্তে ঝপ করে পারদ নেমে যাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। আপাতত তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে। খুব ঠান্ডা না থাকলেও, শীতের আমেজ রয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আগামী সাত দিন তাপমাত্রার হেরফেরের সম্ভাবনা নেই। কলকাতার আকাশ পরিষ্কার এবং মেঘমুক্ত থাকবে। তবে একাধিক জেলায় কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে কলকাতাতেও। এ ছাড়া, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় ঘেঁষা জেলা গুলিতে অবশ্য ঠান্ডা ভালোই রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভোর ০৫টা ১২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৪মনিটে হতে পারে।

কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুন, ৩ জন দোষী সাব্যস্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর অনুপম দত্ত খুনের ঘটনায় আজ সোমবার বারাকপুর মহকুমা আদালত তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। দোষীরা হলেন অমিত পণ্ডিত, সঞ্জীব পণ্ডিত ও জিয়ারুল মণ্ডল। খবর অনুযায়ী, বিচারক বুধবার সাজা ঘোষণা করবেন। সঞ্জীব পণ্ডিত জামিনে ছিলেন। তবে আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার সাড়ে তিনবছর পর দোষী সাব্যস্ত হল এই তিনজন। ঘটনাটি ঘটে ২০২২ সালের ১৩ মার্চ। তিনি তখন পানিহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। বাইকে করে আসা দুষ্কৃতীরা খুব কাছ থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। মামলার তদন্ত চলাকালীন সঞ্জীব পণ্ডিত কলকাতা হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করেন। হাই কোর্টের নির্দেশে তিনি জামিনে মুক্ত হন। সোমবার তিনজনই বারাকপুর আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বিচারকের নির্দেশে আদালতের বাইরে থেকে সঞ্জীবকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। অনুপম দত্ত খুনের তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছিলেন সঞ্জীবই খুনের জন্য সুপারি দিয়েছিলেন। সেসময় অন্য একজনকে সুপারি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই দুষ্কৃতী 'কাজ' না করায় অমিতকে সুপারি দেওয়া হয়। আজকের রায় শোনার সময় অনুপম দত্তের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্তও আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় শুনে তিনি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করেছেন। অনুপম দত্ত খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বাংলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুটারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ শুটারের মোবাইলের সূত্র ধরেই আগরপাড়ার বাসিন্দা বাপি, যার আসল নাম সঞ্জীব পণ্ডিত, শনাক্ত করা হয়। তাকে বর্ধমানের কালনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেরা ও তদন্তের মাধ্যমে পুলিশ বহু তথ্য সংগ্রহ করে। ধৃতদের কাছ থেকে জানা যায়, অনুপম দত্তকে হত্যার জন্য তিন থেকে চার লক্ষ টাকা সুপারি দেওয়া হয়েছিল। শুটার অমিত ও সঞ্জীব পরস্পরের আত্মীয়। পুলিশ তাদের জেরা করে হত্যাকাণ্ডে তাদের ভূমিকা নিশ্চিত করে। তদন্তে উঠে আসে যে, খুনের পরিকল্পনা ও সুপারি দেওয়ার ক্ষেত্রে সঞ্জীবের মূল হাত রয়েছে। আদালতে এই তথ্যগুলি প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

দুঃসাহসিক চুরি, নগদ ও দামি মদের সঙ্গে উধাও সিসিটিভি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ হুগলি জেলার দাদপুর থানার অন্তর্গত হারিট এলাকায় একটি মদের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একাধিক দামি মদের বোতলের পাশাপাশি নগদ টাকা এবং সিসিটিভি ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। সোমবার সকালে দোকান খুলতে এসে এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান দোকানের কর্মীরা। ঘটনার পরই দাদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালেও নির্দিষ্ট সময়ে দোকান খোলার প্রস্তুতি চলছিল। সকাল প্রায় ১১টার পর কর্মীরা দোকানে এসে দেখেন, সামনের তালা বাইরে থেকে বন্ধ থাকলেও দোকানের ভিতরে জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরে খোঁজখবর করতেই জানা যায়, দোকানের পিছনের দিকের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছিল চোর। দোকানের মালিকের দাদা সমিত ঘোষ এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, সকালে তিনি ভাইয়ের দোকানের সামনে এসে প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল সব ঠিকই আছে। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখতেই চোখে পড়ে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। ক্যাশ বাক্স খোলা, তাক ফাঁকা এবং বেশ কিছু মদের বোতল উধাও। তাঁর দাবি, ক্যাশ বাক্সে রাখা নগদ টাকা, পাশাপাশি দোকানে রাখা একাধিক দামি বিদেশি ও দেশি মদের বোতলও চুরি হয়েছে। কতগুলি বোতল খোয়া গিয়েছে, তার হিসেব দেখার কাজ চলছে বলে জানান তিনি। চুরির ঘটনায় আরও উদ্বেগ বাড়িয়েছে সিসিটিভি সংক্রান্ত অভিযোগ। দোকান মালিকপক্ষের অভিযোগ, চোর অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করেছে। সিসিটিভি ক্যামেরার তার কেটে দেওয়া হয়েছে, যাতে ঘটনার কোনও ফুটেজ না পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, দোকানে রাখা সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআর বা হার্ডডিস্কও খুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতী। ফলে আপাতত চুরির দৃশ্য কোনও ক্যামেরায় ধরা পড়েনি বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে দাদপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দোকান চত্বর ঘিরে রেখে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কীভাবে দোকানের পিছনের তালা ভাঙা হল এবং চোর একা নাকি একাধিক ব্যক্তি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের দোকান ও এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে চোরের গতিবিধি জানার চেষ্টা চলছে।

ফ্যামিলি পেনশনে নতুন সিদ্ধান্ত - সরকার পোষিত কলেজের শিক্ষক-কর্মীদের পেনশনের পরিধি বাড়ল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্য সরকার পোষিত কলেজগুলিতে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ফ্যামিলি পেনশন সংক্রান্ত নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর। সম্প্রতি জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকার পোষিত কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং মানসিকভাবে অসুস্থ সন্তানদেরও এবার ফ্যামিলি পেনশনের আওতায় আনা হচ্ছে। এতদিন এই সুবিধা তাঁরা পেতেন না। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্য সরকার পোষিত কোনও কলেজে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষক কিংবা শিক্ষাকর্মীর যদি এমন সন্তান থাকেন, যিনি মানসিক বা শারীরিক দিক থেকে বিশেষ ভাবে সক্ষম এবং ২৫ বছর বয়স অতিক্রম করার পরেও রোজগার করতে অক্ষম, তাহলে তিনি আজীবনের জন্য ফ্যামিলি পেনশন পাওয়ার অধিকারী হবেন। এই নতুন নিয়ম কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল, কোনও সরকার পোষিত কলেজের শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী ফ্যামিলি পেনশন পেতেন। পরবর্তী সময়ে সেই স্ত্রী প্রয়াত হলে পেনশন বন্ধ হয়ে যেত। ফলে নির্ভরশীল বিশেষ ভাবে সক্ষম সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় অনিশ্চয়তা থেকে যেত। গত বছর এই নিয়মে প্রথম বড় পরিবর্তন আনা হয়। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সরকার পোষিত কলেজের শিক্ষক বা কর্মীর অবিবাহিত, বিধবা অথবা ডিভোর্সি কন্যা সন্তানরাও ফ্যামিলি পেনশনের আওতায় আসবেন। সেই নিয়ম অনুযায়ী, ওই কন্যা সন্তানরা ২৫ বছর বয়স পার করার পরেও ফ্যামিলি পেনশন পাওয়ার সুযোগ পান। এ বার আরও এক ধাপ এগিয়ে রাজ্য সরকার ফ্যামিলি পেনশনের পরিধি বিস্তৃত করল। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শারীরিক বা মানসিক বিশেষ ভাবে সক্ষম সন্তানদেরও এই পেনশনের সুবিধার মধ্যে আনা হল। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, এই সন্তানদের বয়স ২৫ বছর অতিক্রম করলেও, যদি তাঁরা উপার্জনে অক্ষম হন, তাহলে তাঁদের জন্য বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা থাকবে না। অর্থাৎ তাঁরা আজীবনের জন্য ফ্যামিলি পেনশন পাবেন।

মঙ্গলবার প্রকাশ পাচ্ছে খসরা ভোটার তালিকা - আপনার নাম কিভাবে দেখবেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এস. আই. আর. নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পরে এবার দ্বিতীয় পর্ব। মঙ্গলবার প্রকাশ পেতে চলেছে নতুন খসরা ভোটার তালিকা। কিভাবে আপনার নাম আপনি খুঁজবেন? জানালেন নির্বাচন কমিশন। কোন কোন ওয়েব সাইটে দেখা যাবে নাম? eci.gov.in বা ceowestbengal.wb.gov.in ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। এই দুই ওয়েবসাইটেই খসড়া ভোটার তালিকা দেখতে পাবেন। এই দুই সাইটে গিয়ে আপনি নিজের নাম বা এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করুন। তাহলেই দেখতে পারবেন আপনার নাম রয়েছে কি না। এটাই হল সহজ পদ্ধতি। অ্যাপেও দেখা যাবে নাম আপনি চাইলে নির্বাচন কমিশনের অ্যাপ অর্থাৎ ইসিআই নেট অ্যাপটিও মোবাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এই অ্যাপের মাধ্যমেও একই নিয়মে নাম খুঁজে নিন। তাহলেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এছাড়াও - ১) আপনি নিশ্চয়ই বিএলও-এর কাছেই ফর্মটা জমা দিয়েছেন। সেই বিএলও-এর সঙ্গেই এখন যোগাযোগ করুন। তাদের কাছে খসড়া ভোটার তালিকা দিয়ে রেখেছে কমিশন। তিনিই আপনাকে লিস্ট দেখে বলে দিতে পারবেন। ২) আপনার এলাকার রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বিএলও হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের কাছেও থাকবে খসড়া ভোটার লিস্ট। আপনি তাদের কাছ থেকেও লিস্ট দেখে নিতে পারবেন। ৩) কমিশনের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছেই বুথ লেভেলের লিস্ট পাঠাবে। আপনি সেখান থেকেও নাম খুঁজে নিতে পারেন।

"বিজেপির এমন কেউ জন্ময় নি, যে আমাকে হারাবে" - ফিরহাদ হাকিম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফিরহাদ হাকিম চরম আত্মবিশ্বাসী। তাঁর বিধনসভা এলাকায় প্রায় ৬৪ হাজার জনের নাম বাদ যেতে চলেছে। সেই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতারা যে কিছুটা শঙ্কিত - তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেয়র কিন্তু খুবই আত্মবিশ্বাসী। রবিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সেরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হুঁশিয়ারি দেন, বিজেপিতে কেউ জন্মাননি যে তাঁকে হারাতে পারবেন। ফিরহাদ বলেন, 'নাম বাদ দিয়ে ওরা আমাকে হারাতে পারবে না। কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাকে হারাবে, বিজেপির এমন কেউ জন্মায়নি এখনও।' নাগরিক মহল মনে করছেন, সবটা এতো সহজ নয়। এসআইআর পর্বের শুরুতে এই পোর্ট এালাকা থেকেই বিএলও-দের একাংশের তরফে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল, সেখানে অনেক মৃত ভোটারদের নাম জোর করে তালিকায় তোলানোর চেষ্টা চলছে। সেখানে বিএলও-দের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। তাঁরা নিরাপত্তার দাবি করেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পরই কমিশন সূত্রে দেখা যায়, কলকাতার ২ টি বিধানসভায় প্রতি ৩ জন ভোটারের মধ্যে ১ জনের নাম বাদ যাচ্ছে। এই দুই বিধানসভা হল চৌরঙ্গি ও জোড়াসাঁকো। এছাড়া, শহরের ৯ টি বিধানসভায় প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জনের নাম বাদ যেতে চলেছে। যা পর্যবেক্ষকদের মতে, শাসকদলের কাছে মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়।

তারকেশ্বরে আতঙ্ক ! সিল করা ভিটামিন সিরাপে পোকা, আপাতত বন্ধ বিক্রি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভিটামিন সিরাপের সিল করা শিশির ভিতরে মাকড়সা জাতীয় একটি পোকা ভাসতে দেখা যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল হুগলির তারকেশ্বরে। মাস দুয়েকের শিশুকে খাওয়ানোর আগেই বিষয়টি নজরে আসায় বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে পরিবারটি। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্বাস্থ্য দপ্তর নড়েচড়ে বসে এবং আপাতত ওই ভিটামিন সিরাপটি বিক্রি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তারকেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। তারকেশ্বরের বাসিন্দা অশোক ও পায়েল বসাকের সন্তান ওই খুদে। মাসদুয়েকের সন্তানকে গত শুক্রবার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে খুদেকে নিয়ে যান তার বাবা-মা। চিকিৎসক ভিটামিন ডি থ্রি-র একটি সিরাপ খাওয়াতে বলেন। স্থানীয় ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কেনেন। খুদেকে খাওয়াবেন বলে ওষুধের শিশি হাতে নেন মা। তৎক্ষণাৎ তাঁর চোখে পড়ে সিল করা শিশির ভিতর মাকড়সার মতো কোনও পোকা ভাসছে। তবে খুদেকে খাওয়ানোর আগে পোকাটি নজরে আসার তাঁর শারীরিক কোনও সমস্যা হয়নি। শিশুর বাবা, মা সংশ্লিষ্ট দোকানে গিয়ে বিষয়টি জানান। এরপর তাঁরা তারকেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শেখ হানিফের দ্বারস্থ হন। তিনি বলেন, 'ওই ভিটামিন ওষুধটি আপাতত বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে এই ওষুধটির নমুনা পাঠানো হবে। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে।' পুরো বিষয়টি ডিস্ট্রিবিউটরকে জানানো হয়েছে বলেই দাবি দোকানের কর্ণধার চিরঞ্জিত দাসের। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আবারও ওষুধের গুণমান ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হুগলি, বর্ধমান এবং কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় সন্দেহভাজন ও জাল ওষুধ ধরা পড়ার ঘটনায় ইতিমধ্যেই তৎপর হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি ওষুধকে 'নকল' বা 'জাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে প্রেসারের ওষুধ টেলমা এএম, ডায়াবেটিসের ওষুধ, বিভিন্ন ইনহেলার, ইনজেকশন এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। সাধারণ মানুষ যাতে নকল ওষুধ কিনে প্রতারিত না হন, সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া-এর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ কিউআর কোড রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হয়েছে। কোনও ওষুধ দোকানে এলে বিক্রেতাদের সেই ওষুধের যাবতীয় তথ্য যাচাই করতে হবে। কিউআর কোড স্ক্যান করে দেখতে হবে, সংশ্লিষ্ট ওষুধটি ওই ৩০০টি চিহ্নিত নকল ওষুধের তালিকায় রয়েছে কিনা। যদি কোনও মিল পাওয়া যায়, তবে সেই ওষুধ বিক্রি করা যাবে না। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতার জন্য দোকানে দৃশ্যমান জায়গায় ওই কিউআর কোড ঝুলিয়ে রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্যামেরার পিছনে থাকা শিল্পীদের পুরস্কৃত করলো টলিপাড়া

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এক অর্থে এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক মুহুর্ত। যুগ যুগ ধরে ক্যামেরার সামনে থাকা শিল্পীরা নানা দিক থেকে উৎকর্ষ পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু ক্যামেরার পিছনে যারা কাজ করেন তাঁরা থেকে গেছেন প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতো। রবিবার টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় এক নতুন ইতিহাস রচনা হল। টেকনিশিয়ান স্টুডিও আয়োজিত হল 'ফেডারেশন উৎকর্ষ সম্মান ২০২৪'। ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স এন্ড ওয়ারকার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগেই প্রথমবার এই পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলা বিনোদুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম এমন উদ্যোগ নেওয়া হল। দেশের মধ্যেও এই প্রথম এভাবে কলাকুশলীদের সম্মানিত করলেন ফেডারেশনের সভাপতি। যা ঐতিহাসিক দিন হিসেবে লেখা থাকবে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে। এদিন ফেডারেশনের অন্তর্গত ২৭ টি গিল্ডের বিভিন্ন কলাকুশলীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা। ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'গত বছর যে সব কলাকুশলী জাতীয় সম্মান পেয়েছিলেন তাঁদেরকে সম্মানিত করেছিল ফেডারেশন। সেই সময় থেকেই ভাবনায় ছিল উৎকর্ষ সম্মান প্রবর্তনের। এই প্রয়াস মূলত সেই সব কলাকুশলীদের মর্যাদা দিতে তৈরি, যাঁরা নীরবে দিনের পর দিন কাজ করে যান, অথচ আলোয় আসার সুযোগ পান না। ফেডারেশন গঠিত হয়েছে মোট ২৭টি গিল্ডের সমন্বয়ে। সেই ২৭টি গিল্ডের মধ্যেই রয়েছেন অসংখ্য সিনেকর্মী, যাঁদের অবদান অসামান্য। তাঁদেরই যোগ্য সম্মান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রয়াস-যা পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম।' অনুষ্ঠানের শুরু হয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল , জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক নীলাঞ্জনা শর্মা, চিত্রসম্পাদক অর্ঘ্যকমল মিত্র, ফেডারেশনের পক্ষে সুজিত হাজরা এবং জয়চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ।

রাজ রাজেশ্বরী মন্দিরে চরণ পরিবারের মহাপূজা

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, কোন্নগরঃ জয়পুরের বাসিন্দা ব্যবসায়ী শ্রী ভগবান দানজি দেবালের পুত্র শ্রী যশ দেবলের সাথে তাঁর নাতনী শ্রীমতি দিব্যা চরণের বাগদান উপলক্ষে, রিষড়া নিবাসী এবং গুরুজীর একান্ত শিষ্য শ্রী ইন্দ্রদান চরণ চৌশথের সূর্য ত্রিভগতী রজ্ওয়া রাজাপুরে পূর্বকল্পিত শ্রী যন্ত্র অর্চন ও মহাপূজা করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে লাহরিয়া শাড়ি, সিঙ্গার ও সাজ সজ্জা করা হয় এবং এই উপলক্ষে সকলের মিষ্টি মালপোয়া, প্রসাদ ইত্যাদির পর ভগবতীর ভোগ ভান্ডারের আয়োজন করা হয় যাতে সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে সকলকে কম্বল বিতরণ করা হয় ও গরিব দুঃস্থদের কম্বল সাল বস্ত্র দান পর্ব করা হয় এবং সকলকে বসিয়ে ভোগ প্রসাদ খাওয়ানো হয়।শ্রী ইন্দ্রদান চরণের সমগ্র পরিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাতে নারায়ণ দান, সর্বেশ্বর সিং, কর্নি সিং প্রমুখ তাদের ভক্তিপূর্ণ নিবেদন ডালি মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন শ্রী ভগবান দান দেবাল, শ্রীমতি বরখা দেবাল, জয়পুর থেকে আসা যশ দেবাল এবং সুরাট থেকে আসা শ্রী চন্দ্রবীর দেথা উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসব এবং বাগদান সজ্জা এক স্বমহিমায় উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে কোন্নগরে মাতা রাজেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে।

জোরপূর্বক পোস্টার মেরে জমি বিক্রির নতুন ফতোয়া জারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়াঃ জোর পূর্বক জমি বিক্রির পোষ্টার মারার পর সেই পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলায় বোমাবাজি ও হুমকির অভিযোগ। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে। জানা যায়, শান্তিপুরের তোপখানা পাড়ার বসবাসকারী বৃদ্ধা গায়ত্রী পাল। বর্তমানে তিনি একাই বাড়িতে থাকেন। তার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তার নিজের ভিটে বাড়িতে ১৪ কাটা জমি রয়েছে। পারিবারিক সমস্যার কারণে তিনি কয়েক কাঠা জমি বিক্রি করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু অভিযোগ ওঠে ঠিক তখনই এলাকারই মুক্তি সংঘ রাস কমিটির তরফে এক কাঠা জমি দিতে হবে বলে দাবি জানায়। এমনকি ওই জমির দেওয়ালে একটি পোস্টার মেরে দেওয়া হয় যেখানে লেখা রয়েছে এই জমি কেনার পূর্বে ওই রাস কমিটির সঙ্গে কথা বলতে হবে। পরিবারের দাবি, যখন ওই পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয় সেই রাতে তার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয়। এমনকি দফায় দফায় কয়েকজন এসে হুমকিও দিতে থাকে বৃদ্ধাকে। যেহেতু বৃদ্ধা বাড়িতে একা থাকে সেহেতু চরম আতঙ্কে দিন কাটছে তার। আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েন বৃদ্ধা।শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালেও যেতে হয়েছে তাকে। যদিও বোমাবাজির রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। পরবর্তীকালে অভিযোগ জমা দিলে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনার কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে স্থানীয় রাস কমিটি। রাস কমিটির এক সদস্য বলেন, আমরা যে পোস্টারটি মেরেছিলাম ওই বৃদ্ধার জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলেই তার অনুমতি নিয়ে মেরেছিলাম। তবে জোরপূর্বক জমি নেওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উনি তার ব্যক্তিগত জমি বিক্রি করবেন এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই বরং আমরা আরও সাহায্য করবো। আর বোমাবাজির ঘটনার সম্পর্কে এলাকার কেউ যুক্ত নয় সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ বলেই দাবি কমিটির একাংশের।

পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ডের পাশেই ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার রাতের দিকে পুরুলিয়া শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আগুন লেগে যায়। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত একটি দোকানে হঠাৎই অজ্ঞাত কারণবশত আগুন লেগে যায়। তারপর ক্ষণিকের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে বাড়তে থাকে। পার্শ্ববর্তী দোকানগুলিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। পৌঁছায় বিরাট পুলিশ বাহিনীও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলে আগুন নেভানোর কাজ। দমকলের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই বিষয়ে বাসস্ট্যান্ডের এক দোকানদার আশীষ কুমার সিনহা বলেন, তিনি হঠাৎ করেই খবর পান তার দোকানে আগুন লেগে গিয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে আসেন তিনি। এসে দেখেন তার দোকান ও পার্শ্ববর্তী দোকানগুলিতে আগুন জ্বলছে। ডিসপোজাল সামগ্রীর দোকান ছিল তার। দোকানের অনেকটাই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

যুবভারতী কান্ড -- নিন্দায় সরব আর্জেন্টিনার সংবাদ মাধ্যম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশ্বের কাছে বাংলার মাথা কাটা গেছে। বিশ্বময় নিন্দার ঝড় উঠেছে। রবিবারই এই নিয়ে আমেরিকা, ইংল্যান্ডের পত্রিকায় সমালোচনা করা হয়েছে। এবার আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমেও যুবভারতী কাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, মেসি-মারাদোনা দেশেও মুখ পুড়ল কল্লোলিনী তিলোত্তমার। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের কেলেঙ্কারি জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন' ও 'লা নাসিয়ন'-এ। ক্লারিন তাদের শিরোনামে লিখেছে, 'ভারতে মেসিকে ঘিরে বিশৃঙ্খলা।' তারা প্রতিবেদনে লিখেছে, 'আয়োজকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।' উল্লেখ্য, মেসির 'গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'-শনিবার কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়। কিন্তু সফরের প্রথম দিনই দর্শক ক্ষোভের কারণে অনুষ্ঠান শেষ করা যায়নি। আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসি মাত্র ২২ মিনিট থাকার পরই বিরক্তিতে যুবভারতী থেকে চলে যান। তাঁকে দেখতে না পাওয়ার হতাশায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ফুটবলপ্রেমী জনগণ। আর্জেন্টিনার সংবাদপত্রে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ক্লারিনে লেখা হয়েছে, 'চেয়ার এবং জলের বোতল ছোড়ার জন্য আর্জেন্টিনার তারকার অনুষ্ঠান মাত্র ২২ মিনিটেই শেষ করতে হয়। এর ফলেই তৈরি সংকট। তারা লিখেছে, 'সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেসি প্রবেশ করতেই বিপত্তি শুরু হয়। তৈরি হয় বিতর্ক। হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমী উচ্চমূল্যে টিকিট কেটে মেসিকে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু কর্মকর্তাদের প্রাচীর দর্শকদের 'মেসি দর্শন'-এ বাধা সৃষ্টি করে। মেসির সঙ্গে নেতা-কর্তাদের ছবি তোলার জন্য গোটা অনুষ্ঠানটি বিঘ্নিত হয়েছে।'

শীতের শুরুতেই সুন্দরবনে বাঘের দেখা - উল্লসিত ভ্রমণার্থীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বহু মানুষ শীতকালে সুন্দরবন বেড়াতে যান। প্রত্যেকেরই বাঘ দেখার বাসনা থাকে। কিন্তু দেখা পান সামান্য কয়েকজনই। এবার বেশ কয়েকজন বাঘের দেখা পেলেন। ক্যানিং থেকে ৩০ জনের একটি পর্যটক দল ১৩ তারিখ কৈখালী ঘাট থেকে নৌকায় চেপে সুন্দরবন যায়। ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে পর্যটকদের জন্য অপেক্ষা করছিল সেই বিশেষ মুহূর্ত। আজমল মারি ১১ নম্বর জঙ্গলের কাছে আচমকাই দেখা পায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। নৌকায় বসেই জঙ্গলের ধারে বাঘের দেখা পেয়ে উত্তেজিত পর্যটকরা। নিমেষে মোবাইলবন্দি হয় সেই ছবি। পর্যটকদের মতে, এই অভিজ্ঞতা তাঁদের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে। বন দফতরের নিয়ম মেনে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই বাঘ দর্শন করা হয়। এই ঘটনায় ফের একবার সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, পর্যটন আকর্ষণের গুরুত্ব সামনে এল। বোটের মালিক বলেন, নৌকা নিয়ে কুলতলির কৈখালী থেকে বনি ক্যাম্প এলাকায় আসেন তিনি। সেখান থেকে সোমবার ফেরার পথে মৈপিঠের বনবিবির থান এলাকায় বাঘ দেখা যায়। বাঘটি নদী সাঁতরে জঙ্গলে উঠছিল। বাঘ দেখতে পেয়ে পর্যটকরা খুব খুশি।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে জ্যোতিপ্রিয়ের ছায়াসঙ্গী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২০১১ সালের পরে রাজনীতিতে দল পরিবর্তন অনেকটাই মানুষের পোশাক পরিবর্তনের মতো। নাগরিকমহল মনে করেন আদর্শহীন রাজনীতিতে এটাই হয়। আর '২৬ এর নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততোই বিষয়টা বাড়ছে। এবার উত্তর ২৪ পরগনায়। ভোটের আগেই ব্যারাকপুরে ধাক্কা ঘাসফুল শিবিরে। একসময়ে ছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ছায়া সঙ্গী। সেই মৃণ্ময় কাশ্যপ ও তৃণমূলের উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার কাউন্সিলর শ্রাবনী কাশ্যাপী ছাড়লেন দল। যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে। বিজেপি সূত্রে খবর, খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের রাজ্য অফিসেই যোগদান করানো হবে। এই দলবদল নিয়েই এখন এলাকার রাজনৈতিক মহলে পুরোদমে চর্চা চলছে। কিন্তু কেন আচমকা এই সিদ্ধান্ত? একরাশ ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রাবণী কাশ্যপী। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন থেকেই দলে কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন। জন প্রতিনিধি হিসাবে কোনও কাজই করতে পারছেন না। দলের উপরতলাতেও বারবার জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও ফলই হয়নি। কারণ যাই বলুন না কেন, আসল কথা হলো, যারা মনে করছেন, এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা তারা আগের থেকেই নিজের ঘর গুছিয়ে নিচ্ছেন।প্রকাশ্যে অবশ্য তারা অন্য কথা বলছেন। একরাশ ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রাবণী কাশ্যপী। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন থেকেই দলে কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন। জন প্রতিনিধি হিসাবে কোনও কাজই করতে পারছেন না। দলের উপরতলাতেও বারবার জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও ফলই হয়নি। তিনি বলছেন, তওয়ার্ডে কোনও অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণও করা হয়নি। গুরুত্বই দিত না। যেখানে গুরুত্ব নেই সেই দলে থেকে তো লাভ নেই। সেই জন্যই আমি দল ছাড়ছি।দ একই কথা বলছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর ছায়া সঙ্গী মৃণ্ময় কাশ্যপীও। তিনি আবার দলে বেড়ে চলা দুর্নীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। বলছেন, যেভাবে দল দিনে দিনে দুর্নীতিতে জড়াচ্ছেন তাতে পার্টি করতে গেলেই এলাকার মানুষ চোর বলছেন। সে কারণেই তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে জানান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বিপ্লবী বিনয় বসু

তিনি চেয়েছিলেন ডাক্তার হয়ে রোগীদের সেবা করে নতুন জীবন দেবেন। প্রতিষ্ঠিত,নিরাপদ জীবনের বদলে মাতৃভূমিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে শহীদ হয়েছেন। তিনি বিনয় বসু বাংলার গর্ব, ভারতের গর্ব। অকথ্য অত্যাচারে ঢাকার ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার লোম্যান যেন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছিলেন আরেক কুখ্যাত ইংরেজ পুলিশ আধিকারিক চার্লস টেগার্টের সঙ্গে। অনেকদিন ধরেই বিপ্লবীদের টার্গেট কুখ্যাত লোম্যান। পৃথিবী থেকে তাঁকে চিরকালের মত সরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল প্রবল সাহসী এক ডাক্তারি পড়ুয়া বিপ্লবীর কাঁধে। মেধাবী ছাত্র,ডাক্তারি পড়ুয়া। প্রতিদিন,প্রতিমুহুর্ত ভাবেন পরাধীন ভারতবর্ষ কিভাবে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হবে। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র হওয়ায় প্রতিটি ইঞ্চি নিজের হাতের তালুর থেকে আরও ভাল চিনতেন, জানতেন বিনয় বসু। অব্যর্থ নিশানায় সেদিন গর্জে উঠেছিল বিনয় বসুর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র, অত্যাচারী লোম্যান নিজেকে বাঁচানোর কোনও সুযোগ পেলেন না। বিপ্লবীদের সাজার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। ইংরেজ প্রশাসনের কাছে সহজ সরল বার্তা অন্যায় অত্যাচারের ক্ষমা নেই। ১৯৩০এর ২৯-এর আগস্টের সকাল,ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল চত্বর অন্যদিনের তুলনায় একটু আলাদা,অনেকের চোখে পুলিশের সক্রিয়তা চোখে পড়ছে,তাদের মত উচ্চপদস্থ দুই পুলিশ আধিকারিককে ঘিরে আছে সশস্ত্র রক্ষীরা,গুরুতর অসুস্থ এক পুলিশ অফিসারকে হাসপাতালে দেখতে এসেছেন ঢাকার ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ মিস্টার লোম্যান ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ মিস্টার হডসন। অন্যান্য দিনের তুলনায় নিরাপত্তার বহর একটু বেশি, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা বলে কথা,স্বাভাবিক আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। ভিড়ে বিনয় বসু সবার অলক্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন লোম্যান ও হডসন সাহেবের কাছাকাছি। পরের ঘটনা সত্যিই কল্পনাতীত,রোমহর্ষক,পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ নয়,প্রায় ১৫মিটার দূর থেকে অব্যর্থ নিশানায় বুলেট বিঁধল অত্যাচারী লোম্যানের শরীরে,মুখ থুবড়ে পড়লেন আর উঠলেন না চিরকালের মত,আবার একটা বুলেট সামান্য নিশানাচ্যুত হয়ে গেল,বুকে নয় এবার বুলেট বিঁধে গেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ মিস্টার হডসনের কাঁধেঞ্চক্ষতস্থান চেপে যন্ত্রনায় ছটপট করছেন বসে পড়ে শুধু বলতে পারলেন, There he is a Get him ! আর গেট হিম! একজন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে,বোঝা যাচ্ছে চিরকালের মত পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ফেলেছেন,অন্যজনের কাঁধে মারাত্মক আঘাত। রক্ষীরা কিছুক্ষন কিংকর্তব্যবিমূঢ়,আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে যখন সম্বিত ফিরেছে ততক্ষনে সাদামাটা ধুতি আর ফতুয়া পরা যুবকটি উল্কার বেগে পুলিশের নাগালের বাইরে,আপ্রাণ চেষ্টা হল তাঁকে ধরার, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন, কারণ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতাল চত্বরটা যে নিজের হাতের তালুর তুলনায় একটু বেশি ভাল চিনতেন ডাক্তারির ছাত্র বিনয় বসু। অত্যাচারী দুই পুলিশ আধিকারিককে হত্যা ও গুরুতর আহত করার মত কাণ্ড সাড়া ফেলে দিল সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীদের মধ্যে,কেঁপে গেল ব্রিটিশ প্রশাসন। পুলিশের সাধ্য হল না বিনয় বসুকে ধরার,তিনি ফেরার হলেনঞ্চ পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলেন ১৯০৮এর ১১সেপ্টেম্বর, মুনশিগঞ্জের রোহিতভোগ গ্রামে। মেধাবী ছাত্র ডাক্তারি পড়তে পড়তে জড়িয়ে পড়েছিলেন বিপ্লবী কার্জকলাপে,হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসে গুপ্ত সংগঠন 'মুক্তিসংঘে' যোগদান করলেন, ডাক্তারি পড়াটা আর শেষ করতে পারলেন না বিপ্লবী কার্জকলাপে জড়িয়ে পড়ায়। পুলিশ লোম্যানের হত্যাকারীর পরিচয় জানতে পেরেছিল, পাওয়া গেল তাঁর ছবি।

বুদ্ধদেব জায়া প্রতিভা বসু

প্রতিভা বসু লেখেন, এর আগের বার যখন এসেছিলাম বুদ্ধদেব বসুকে কথা দিয়েছিলাম, পরের বার এসে নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ি যাবো। সেকথা আমি ভুলিনি। না ভোলার এটাই কারণ আমি বুদ্ধদেব বসুর লেখার ভক্ত ছিলাম, তাঁর প্রত্যেকটি লেখা যখন যেখানে বেরুতো আমি পড়তাম। এতোদিন বাদে একটু যে সংকোচ হচ্ছিল না তা নয়। বলা যায় অতি ভীরুহস্তেই টোকা দিয়েছিলাম দরজায়। খুলে গেল তক্ষুনি। স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুই খুলে দিলেন। বৈকালিক স্নানের পরে তিনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, সে অবস্থাতেই খুলে দিয়ে বললেন, 'এসো।' তারপরেই আমাকে দেখে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ও আপনি! কী আশ্চর্য! আসুন আসুন। কবে এলেন? আমি ভাবছিলাম ভৃগু।' পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব জায়া হয়েছেন প্রতিভা বসু। এর আগে রাণু যখন ঢাকায় থাকতেন অধ্যাপক,বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে প্রচণ্ড স্নেহ করতেন । সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে একদিন রাণু গিয়েছিলেন হঠাৎ। বাড়িতে জায়া না থাকলেও সত্যেন বসুর মা ও বোন ছিলেন। রাণুকে খুব আদর করতেন সত্যেন বসুর মা। খাওয়ার বিষয়ে অনীহা দেখে তিনি রাণুকে এটা ওটা খাওয়াতেন। আর রাণুর পিতাকে বলতেন ক্ষ্ম আপনার মেয়ে বড্ড রোগা, খেতে চায় না কদিন আমার কাছে এখানে রেখে দিন, দেখবেন আমি মোটা করে দেব। হঠাৎ একদিন রাণু ও তাঁর পিতা যখন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে ঢুকেছিলেন তখন একটা ছেলের সাথে কথা বলতে বলতে বের হচ্ছিলেন দিলীপ রায়। তিনি তাঁকে বিদায় দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন কি রকম কবি কবি চেহারা করে ফেলেছে দেখেছ? রাণু বললেন কে? বিস্মিত দিলীপ রায় বললেন, ঢাকার মেয়ে আর ঢাকার সবচেয়ে সেরা ছেলেটিকেই চেন না? রাণু যখন বললেন তিনি সত্যি চেনেন না,আলাপ নেই। তখন দিলীপ রায় বললেন বেশ একদিন বুদ্ধদেবের সাথে আলাপ করিয়ে দেব। 'একখানা হাত' কবিতা লিখে তখন বুদ্ধদেব বসু ঢাকার অনেক কন্যার মনে রোমাঞ্চ জুগিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

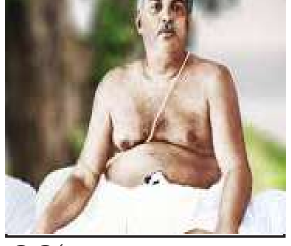

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বললেন, কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকেগ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াও।

ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে দিয়ে সরকারকে তীব্র আক্রমণ করতেন সাংবাদিক গৌর কিশোর ঘোষ

রবীন্দ্রকুমার শীল

আজকের যুগে সাংবাদিক গৌর কিশোর ঘোষের স্মরণ করতে হচ্ছে। পাশাপাশি সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত নাম না করতে হয়। সেই সময়ে এই সব সাংবাদিকদের অবাধ লেখার অধিকার দেন সম্পাদক অশোক কুমার সরকার। এমার .জেন্সির সময়ে এই দুই সাংবাদিক কারাগারে বন্দি হন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সেই

সময়ে এই দুই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। তাঁর কিন্তু জেলে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা গা ঢাকা দেননি। সাহসের সঙ্গে জেলে গিয়ে বসবাস করেন। তারপরে মুক্তি পেলে তাদের কলম আবার গর্জন করতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও নীতিকে একেবারে বেদ বাক্য বলে তাঁরা গ্রহণ করেনি। তার ফলে সরকার এই দুই সাংবাদিককে যথেষ্ট ভয় পেত। তারা কি লিখছে তার ওপরে গোয়েন্দা বিভাগের নজর ছিল। বহু সময়ে তাঁদের লেখার ওপরে কাচি চালানো হতো। তবুও তারা কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেননি। এমারজেন্সির ভয়াবহতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা হনন করার প্রক্রিয়া চালু করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কলম প্রকাশ হতে শুরু করে। সরকার এই সব সাংবাদিকদের চলাফেরার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। এমনকী এদের সঙ্গে কারা দেখা করতে আসছে তার তালিকাও তৈরি করেছিল গোয়েন্দা বিভাগ। জামাই আদর কোনও সময়ে সরকারের কাছ থেকে পাননি। বাংলা টাইপরাইটারে এক আঙ্গুল দিয়ে খটাখট শব্দ তুলে টাইপ করতেন সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ। যতক্ষণ না লেখা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তিনি লিখেই চলতেন। লেখা শেষ হলে তবেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাইরে দাঁড়াতেন। চলছিল সাপ্তাহিক লেখা 'গৌড়ানন্দ কবি ভনে'। খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকার পাঠকদের কাছে। সব সময়ে তিনি ছিলেন একেবারে আপনজন। কারোর কাছে তিনি পর ছিলেন না। সারা জীবন কাজ ছাড়া আর অন্য কোনও দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। প্রয়োজন হলে সারা দিন ধরেই লেখা শুরু করতে দিতেন। থামার কোনও লক্ষণই দেখতে পাওয়া যেত না। ভারী ফ্রেমের চশমা, হাফ পাঞ্জাবি বা ফতুয়া, ধুতি পরে চলাফেরা করতেন। গৌর কিশোর ঘোষ তখন সাংবাদিক জগতে একটি অন্যতম আইকন বলা যেতে পারে। একাই একটি সংবাদপত্রকে পরিচালনা করার দায়িত্ব বহন করতে কোনও দ্বিধা বোধ করতেন না। প্রতিবাদী লেখা লিখতে তাঁর মতো জুরী ছিলেন বরুণ সেনগুপ্ত। এই দুইজনকেই জরুরী অবস্থার সময়ে কারাগারে যেতে হয়েছিল। পরে অল্প কয়েক বছরের জন্য 'আজকাল' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে চলে যান। পরে আবার নিজের পুরানো ঘরে ফিরে এসেন। কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে তখন বসতো সাহিত্য বাসর। সেখানে যোগ দিতেন তরুণ সান্যাল, গৌরকিশোর ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, প্রবোধচন্দ্র সেন, সতীকান্ত গুহ সহ আরও অনেকে। সেখানে চলতো সরস আলোচনা। কখনও আবার গুরু গম্ভীর আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। তবে বেশির ভাগ সময়ে রসসমৃদ্ধ আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করতো। রসে বশে বাঙালি। অভিজ্ঞতার অফুরান জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। জন্ম গ্রহণ করেন আধুনা বাংলাদেশের যশোরে। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন নবদ্বীপের একটি স্কুল থেকে। ইন্টারমিডিয়েটের পর আর শিক্ষা লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। ১৯৫৩ সালে সাংবাদিকতায় আসার আগে বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। জাহাজের খালাসি থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, হোটেলের বেয়ারা, নাচের দলের ম্যানেজার, আবার কখনও করেছেন মাস্টারি। তিনি জুতো সেলাই থেকে চন্ডী পাঠ পর্যন্ত। ভদ্র সমাজের ভাষায় যেসব একাজ কুকাজ হিসাবে চিহ্নিত সেই সব কাজ তিনি করেছেন নির্দ্বিধায়। একজন দক্ষ সাংবাদিক হতে গেলে যা যা গুণ থাকার প্রয়োজন তার সবটাই আমরা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে। তাঁর লেখাই তাঁকে সম্মান এনে দিয়েছে। প্রতি লেখার মধ্যে একটি নিজস্বতার ছাপ থাকতো। একে বারে অন্যদের থেকে আলাদা। মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারি আমলারা তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। দরিদ্র খেত মজুর, কৃষক, শ্রমিকদের প্রতি তাঁর বেশ সহানুভূতি ছিল। সাহিত্য রসিকতাকে সামনে রেখে কীভাবে সংবাদ তৈরি করা যায় সেই কৌশলটা রপ্ত করেন গৌরকিশোর ঘোষ। পরবর্তীকালে বহু সাংবাদিক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাঁর এই রস সাহিত্য এবং ব্যঙ্গ সাংবা দিকতার জন্য বহু সময়ে সম্পাদককে নিন্দা কথা শুনতে হয়েছে। গৌরকিশোরকে সাবধানে লিখতে বলুন বলে টেলিফোনেও বহু বার্তা এসেছিল সম্পাদকের কাছে। আবার সেই গৌরকিশোর সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে রাতের বেলায় বারবার বিরক্ত করেছেন। মজা করাতে তাঁর জুরি মেলা ভার ছিল। তিনি নিজেও যেমন মজা করে সংবাদ লিখতেন আবার কাজে কর্মেও মজা করতেন। ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক সুধাংশু বোসের বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়না জারি হল। তখন গৌরবাবু ছিলেন জুনিয়র সাংবাদিক। মাঝ রাতে সরাসরি সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে ফোন করে বসলেন। শীতকাল। দোতলা থেকে একতলায় নেমে এসে ফোন ধরলেন সম্পাদক। গৌরবাবু জানতে চাইলেন, খবরটা কি লেখা হবে। সম্পাদক বললেন, সুধাংশু কাছ থেকে জেনে নিও। পরে জেনে যদিও নিয়েছিলেন খবরটা লেখা হবে না। কিন্তু গৌরবাবুর মজা থেমে থাকেনি। আবার তিনি সম্পাদকদের ফোন করলেন। জানতে চাইলেন, যদি স্টেটসম্যান খবরটা প্রকাশ করে তাহলে কি খবরটা লেখা হবে না? সম্পাদক বুঝতে পারলেন, গৌর মজা করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি গৌরকে অফিস ছেড়ে বাড়ি যেতে আদেশ করলেন। সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে গৌর কিশোর ঘোষের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। প্রায় সময়ে দুই জনে মিলে বহু খবর সংগ্রহ করেছেন। প্রধান সম্পাদক শিবদাস ভট্টাচার্য গৌর কিশোরের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে 'নন্দাঘুন্টি শৃঙ্গ অভিযানের সংবাদ করতে পাঠিয়ে দিলেন ১৯৬০ সালে। এই রকম পবর্ত অভিযান নিয়ে সংবাদ আর কোনও সংবাদপত্রের প্রকাশ করার কথা চিন্তা করতে পারতো না। পবর্ত অভিযান সংবাদ তো নয় যেন একটি অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনা হয়েছে। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গী ছিলেন চিত্র সাংবাদিক বীরেন সাহা। গৌর কিশোর ঘোষের দুই মেয়ে। বড় জনের নাম হচ্ছে সাহানা এবং ছোট জনের নাম হচ্ছে সোহিনী। ১৯৭৫ সালে ঠিক পুজোর ঠিক আগেই গৌরকিশোর ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। 'কলকাতা' পত্রিকাতে গৌরকিশোর ঘোষের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে জরুরী অবস্থা নিয়ে প্রতিবাদ ছিল। প্রতিবাদ করা হয়েছিল বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার এবং মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে মাথা নাড়া হয়ে অশৌচ তিনি পালন করেছিলেন। আগেই বলেছি তিনি যেমন রঙ্গ করে সাহিত্য রচনা করতেন আবার রঙ্গকে জীবন সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। তখন কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, দাদা কে মারা গিয়েছেন? তাহলে তিনি উত্তর দিতেন, গণতন্ত্র পরলোক গমন করেছে। বাক স্বাধীনতা মারা গিয়েছে। তখন তিনি থাকতেন চুনী বাবুর বাজারের কাছে। সেই ঠিকানায় বহু নেতাদের যাতায়াত ছিল। রাতের বেলায় বেল বাজিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। জেলে সাধারণ কয়েদির মতো ছিলেন। পরে রাজবন্দির মর্যাদা আদায় করেন।

খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন গৌরকিশোর ঘোষ। এক সময়ে তাঁকে সিআইএ'র এজেন্ট বলে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চুনীবাবু বাজারে তাঁর বিলাসবহুল ফ্লাট। পরে দেখতে পাওয়া গেল তিনি একটি ছোট ঘরে তক্তা পোষের ওপরে জীবন যাপন করছেন। বাড়ি গাড়ি ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারে উদাসীন। জীবনের শেষ দিকে উল্টোডাঙ্গার বিধান নিবাসে একটি নিজস্ব ফ্লাট হয়। স্ত্রী শীলা ঘোষ তাঁর ওপরে নজর রাখতেন। ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলন। তখন তাঁকে নকশালদের কোপে পড়তে হয়েছিল। নকশালরা তখন দেওয়ালে লিখতে শুরু করে দিয়েছিল,'গৌরকিশোর ঘোষের মুণ্ডু চাই।' সেই সময়ে তাঁর বহু বন্ধুলোকেরা পরামর্শ দিয়েছিল বরাহনগর ত্যাগ করে চলে যেতে। কিন্তু তিনি পাড়া ছেড়ে চলে যেতে চাননি। নকশালদের প্রতি পুলিশের নির্বিচারে অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর 'রূপদর্শী' কলমে গর্জে ওঠে। ১৯২২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা তিনি সবার কাছে পৌঁছে দিতেন।

সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিনহা ব্রিটিশদের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

কালিকাপুর জমিদার বাড়ির পূজোর আয়োজন দেখে আমরা একটা রেস্টুরেন্ট লাঞ্চ করে নিলাম। রেস্টুরেন্ট এর নাম ছিল 'Hotel Paramita অনেক পদ ছিল, থালির দাম নিয়েছিল ১২০/- প্রতি প্লেট, সুস্বাদু ছিল সেই খাবার। লাঞ্চ করে রওনা দিলাম রায়পুরের সিংহ জমিদার বাড়ির উদ্দেশ্যে যেটা ইলামবাজার ছাড়িয়ে যেতে হয়। অনেকেই হয়তো ভাবে / ভাবেন যে পূজোর সময় কালের অতলে তলিয়ে যাওয়া এইসব জমিদার বাড়ি দেখে কি পাই আমি। বাংলার ইতিহাসের ঐতিহ্যর সাথে বিলীন হয়ে থাকার জন্য। ভাবার জন্য যে কোন এককালে এই রাজা বা জমিদাররা পরিবারের সাথে কেমন করে থাকত, কতই না জাঁকজমক হত, কত দাপটের সাথে তাঁরা তাঁদের জমিদারি সামলাতেন এগুলো অনুভব করতে। আর স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেই সময়ে চলে যাই বা যেতে ইচ্ছে করে বলে। পরের লেখাটা পড়লেই বুঝতে পারা যাবে।

রায়পুর সিংহ জমিদার বাড়ি, বীরভূম ঃ সবথেকে মন খারাপ হয়েছে এই বাড়ি দেখে। একে বারেই জরাজীর্ণ এই বাড়ি একটা পোড়ো বাড়ি হিসাবে কোনো মতে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো সময়ে ভেঙে পড়বে। প্রায় ৩৫০ বছরের পুরোনো, তিনতলা এই ভগ্নপ্রায়, কঙ্কালসার বাড়ি, দরজা জানলা বলতে প্রায় কিছুই নেই। কলকাতার লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা রোডের সাথে কত তফাৎ এই বাড়ির ভাবতেই অবাক লাগে। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ ১৮৫৯ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হয়। তার ঠিক দুবছর পর ১৮৬১ সালের ৭ই মে মাসে জন্ম হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। রবি ঠাকুরের যখন ২ বছর বয়স, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনস্থির করেন কোলাহল মুক্ত স্থানে, এই বীরভূমে, উপাসনার জন্য একটি আশ্রম গড়বেন। জমির জন্য দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর তৎকালীন রায় পুরের ও বোলপুরের জমিদার ভুবন মোহন সিনহার দ্বারস্থ হলেন। দুটি ছাতিম গাছ সমেত ২০ একর জমি বাৎসরিক ৫/- টাকায় (অনেকে ১/- টাকা বলেন) কিনে নিলেন ১৮৬৩ সালে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাঝে মাঝেই এই সিংহ বাড়িতে আসতেন, ব্রাহ্ম সমাজ নিয়ে আলোচনা চলত। ওনার জন্য চারতলায় আলাদা ঘর থাকতো। সেই বছরই সিনহা বাড়িতে জন্ম নিলেন, সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা যার পিতা শ্রী সিতিকণ্ঠ সিনহা। পরে এই শিশুই তাঁর মেধার বলে সারা ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত করে ছিল। সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা, রবি ঠাকুরের থেকে মাত্র দু বছরের ছোট হলেও প্রায় একই রকমের বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান হলেও, দুজনের জীবন ভিন্নভাবে দুই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল।

রবি ঠাকুর ১৭ বছর বয়সে প্রথম পদার্পন করেন এই শান্তিনি কেতনে। কিন্তু রবির বাবা রবিকে পাঠিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডে আইন নিয়ে পড়াশোনার জন্য, যা রবি ঠাকুরের একদমই পছন্দ ছিল না। দেড় বছরের মাথায় সব ছেড়ে দিয়ে রবি ঠাকুর ফিরে এলেন দেশে ও বিয়ে করলেন মৃণালিনী দেবীকে। ১৯০৫ সালে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মারা যাবার আগে ট্রাস্ট গঠন ও সমস্ত জমিদারির দায়িত্ব রবি ঠাকুরের নামে করে দেন। শান্তি নিকেতন ও বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, পাবনা, রাজশাহী, উড়িষ্যা এতো জায়গার জমিদারি রবি ঠাকুরের দায়িত্ব নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাবার পর রবি ঠাকুরের কাজের ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন হয়। কিন্তু এতো কিছু সম্ভব হতনা রায়পুরের সিনহা জমিদার বাড়ির সৌজন্য ছাড়া কোনো মতেই।

এবারে আসি সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিনহা প্রসঙ্গে। কারণ বীরভূম মানেই, শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুর এর প্রসঙ্গ আসবেই। ১৮৭৯ সালে সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিনহা প্রেসিডেন্সি থেকে পাশ করে ১৮৮০ সালে গোবিন্দ মোহিনী দেবীকে বিয়ে করেন ও ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ড রওনা দেন আইন নিয়ে পড়াশোনা করতে। তিনি শুধু পড়াশোনা শেষই করলেন না, সে দেশের সুপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ Lincolnós Inn থেকে প্রথমে বার্ষিক ৫০ পাউন্ড ও পরে ১০০ পাউন্ড বৃত্তি নিয়ে সেরার সেরা হলেন ও ১৮৮৬ সালে ব্যারিস্টার হলেন। তারপর দেশে ফিরে সিটি কলেজে অধ্যাপনা ও সাথে ব্যারিস্টারিও চালিয়ে যেতে লাগলেন ও ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলেন। ১৯০৫ সালে প্রথম ভারতীয় হিসাবে পেলেন Bengal Presidency îû Advocate General এর পদ। ১৯০৯ সালে প্রথম ভারতীয় native ব্যাক্তি হিসাবে পেলেন Viceroi এর Executive Council এর আইনি বিষয়ক সদস্যের পদ। ১৯১৫ তে কংগ্রেস এর সভাপতি ও সেই বছরই Knight Hood পাওয়া। ১৯১৭ তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর Secretary of State Lord Montagui এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত Imperial War Cabinet এর সদস্য হন। ১৯১৮ তে প্রথম ভারতীয় হিসাবে সম্রাটের সভাষদ হওয়া ও ১৮১৯ সালে Under Secretary of India Baro খেতাব অর্জন করা। আরও বহু সুনাম অর্জন করেন।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ শীতকালে আমেজ এসে পড়েছে

রিয়া পোদ্দার

শীত কাল। এখনো ডিসেম্বর আসে শহরে বছরের শেষ তবু শীতের উত্তাপটা আজ হারিয়ে গেছে অনেকটা। মনে হয় এই তো সেদিন দেবেন সাহা লেন এর সেই পাড়ার ছাদ জুড়ে মানুষ, শুধু ছাদ জুড়ে নয় মন জুড়ে। বিশাল বিশাল বাড়ি গুলো দালান উঠোন ছাদ থাকলেও প্রতিবেশীর গা ঘেঁষে থাকা তার চিরকালীন বদ অভ্যাস। পুরানো নবদ্বীপ তো একটু ফাঁক ফোকর নেই দুই বাড়ির ছাদের মধ্যে। এক সময় ছাদ গুলো ডিঙিয়ে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় চলে যাওয়া যেত অনায়াসে, গরমের সন্ধ্যায় কিংবা শীতের দুপুর নির্দিষ্ট কোন জুড়ে নিজেদের দলের সদস্যরা জোট বাঁধতো এক কোনায়, অন্যদিকে বাড়ির কর্তৃরা। একটা ছাদের এ কোনা ও কোনা একে অপরের বিরুদ্ধে নালিশ আর মান অভিমান শব্দের ফুলঝুরি ঝড়ে পড়তো ছাদ জুড়ে। সময় বাঁধা পড়ে না ফাঁক ফোকর দিয়ে পালিয়ে যায়,একসময় যারা কর্তৃক ছিলেন তারা আজ অবসর সময়ে বাকিরা ঘরের সংসারের হাল ধরেছে। অফুরন্ত সময় তাই সকাল সকাল জল খাবার খেয়ে পেপার জলের বোতল কমলালেবু নিয়ে ছাদে উঠতেন এপাড়ার সেই সব সময়ের মানুষগুলো, চোখে ছানি কানে কেউ ঠিক ঠাক না শুনলে ও গল্প গাছা র সঙ্গ দেওয়ার মানুষ এর অভাব ছিল না। কাঁসারি বাড়ির ছাদে বড় দিদা, বাতাসা বাড়িতে বড়দিদা মেজদিদা, কলকাতা আখড়ায় পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মান্না দাদু লক্ষী দিদু, পোদ্দার বাড়ির ছাদে ঠাম্মা, রায় নিকেতন এর ছাদে পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী কনক দিদা আর শোভা দিদা ওরফে মায়া পিসির মা,বসাক বাড়ির ছাদে বসাক দিদা। দুপুরে এরা যখন খেতে গিয়ে শুতে যেতেন তখন মাম ছোটমা,চৈতি কাকীমা, লিলি কাকীমা,রিঙ্কি বৌদি, দিদি ওরফে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত দেবেন সাহার প্রপৌত্র পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বাবলা সাহার স্ত্রী সত্যি জেঠিমা হওয়ার আগে আমাগো বাড়ির মাইয়া তাই দিদি।সূর্য যোবার আগে রাই,বুড়ি, আমি,রিমা,গুপি,ভাই যাদের সন্ধ্যা নেমে গেলেও একসময় কথা শেষ হতো না মশা যত আদর করুক নিচের থেকে ডাক না এলে। একটা সময় করোনা মহামারীর সময়

ছাদ গুলো বেঁচে থাকার রসদ থালা বাজানো থেকে বাটি চালাচালি।কত গল্প শোনা যেত এই সময়গুলোর থেকে কমলালেবু খেতে খেতে, ছুটির দিনে ছাদে রোদে পিঠ দিয়ে একসাথে বসে দুপুরের খাওয়া দাওয়া কখনো কখনো মাম ছোটমা ঠাম্মার রূপটান, এদের হাতে পায়ে শীতের চচ্চার দায়িত্ব আমার ওপরই, বাবাই পকাই থেকে ঠাম্মা,মাসে একদিন বরাদ্দ ছিল। আমার ক্ষেত্রে ধরে বেঁধে হরি ভক্তি, এলার্জি সারা জীবন এর দোসর কোন কিছু ত্বকে সয় না, মুলতানি গোলাপ জল দুধের সর বা মুসুর ডাল ভরসা। সারা জীবন এর আফসোস লোকে কত কিছু রূপটান করে সেই সৌভাগ্য এজন্মে অধরাই রয়ে গেল। শনিবার নিরামিষ গোবিন্দ বাড়ির ভোগ নাহলে খিচুড়ি বা ফ্রাই রাইস বগলদাবা করে সোজা ছাদে। ভাই আবার মাম ছোটমাকে হাত পা শেকতে আগুন জ্বেলে দিত পুরানো উনানে, যেটা ছাদের গোডাউনে রাখা থাকতো বড়মার আমলের,ছাদের পাতা দিয়ে। বিগত কয়েক বছর ধরে একে একে মানুষগুলো ফাঁকি দিয়ে অচিন দেশে তাই ছাদ থাকলেও জনশূন্য হয়ে গেছে পাড়াটা বাড়ি গুলো। আজ ছুটির দিনে কৈ আলু ফুলকপি মটরশুঁটি দিয়া পাতলা ঝোল, পেঁয়াজ পাঁচ ফোড়ন ধনেপাতা ডাল, নতুন আলুভাজা আর পালংশাক রেঁধে সবচেয়ে শীতের দুঃখের কাজটা সারতে হল শ্যাম্পু করা। ছোটমা কাল ফোনে একপ্রস্থর বলেছে শ্যাম্পু করে ছাদে গিয়ে চুলগুলো নেড়ে চেড়ে শুকাবি না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। নবদ্বীপ আসা ইস্তক মামের বকুনি খেয়ে রোজ তেল দেওয়া থেকে শ্যাম্পু ভদ্রমহিলা কম খাটেনি চুলগুলো বাঁচাতে, তখন অবশ্য কোমড় পর্যন্ত এক ঢাল ঘন চুল ছিল। আমার চুল নিয়ে তাই তার মাথা ব্যথা বেশি।

ঠাকুর কে জল ফুল নিবেদন করে দৌড়ালাম ছাদে, শীতে আমার রোদ পোহানোর সঙ্গী বুড়ি ওরফে গৌরি। সে তো ওই বাড়ির পাড়াতে, অগত্যা ফোন করে ই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে এসে হাজির ঋজু। আমার নতুন বন্ধু এ পাড়ায়, সে এখন বিগ বয়, আমাকে বললো এবছর সে কেজি থেকে ওয়ান এ উঠবে। আমার কাছের মানুষগুলো জানে আমার এই রকম বন্ধুর তালিকা বেশ দীর্ঘ, এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তাড়াতাড়ি গল্প ভাব বেশ জমে এক গোত্রের লোক তো। ওবাড়ি যেতে হবে এতদিন দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি নি। মাম সব দেখতো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে থাকা, আগের বছর পর্যন্ত সব বলে বলে করিয়েছেন। তার ওনার একটা সোয়েটার শাল ও বাড়ির শীতের পোষাক এর আলমারিতে রয়েছে তাই রোজ মাথায় পোকা নড়িয়ে দিচ্ছে ভদ্রলোক,নিজে যাবে না। আমার সুটকেস ও ওবাড়িতে। সেই নবদ্বীপের বাড়ি থেকে বর্ধমান এ পা দেওয়া ইস্তক নতুন পল্লী পাড়ার এক ঝাঁক খেলার সাথী, কেউ জেভিয়ার্স কেউ হলিরক কেউ শিশু নিকেতন আমার মতো, ডিসেম্বর আর খ্রীষ্ট মাস ট্রি সাজানোর কি হিরিক। তবে আমার ক্ষেত্রে আমার দুই দোসর মাম বাবাই নিজের হাতে সেদিন পর্যন্ত সাজিয়ে দিত আমার ট্রি। কলকাতা বড়বাজার আর নিউ মার্কেট থেকে আনা হত তখন বর্ধমান শহরে পাওয়া যেত না, কখনো পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী পুতুল পিসি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, সুবিশাল নার্সারি থেকে বড় ঝাউ গাছ নার্সারি দাদু দিয়ে যেত বা পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী সন্ধ্যা মাসী ও পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত রঞ্জিতদা বগলদাবা করে দিয়ে যেত। মামের খুব আগ্রহ ছিল খ্রীষ্ট মাস ট্রি সাজানোর জন্য, মাম মামা সাজাতো বিয়ের আগে, সমুদ্রে ঘুরতে গেলে নিয়ে আসতো ঝিনুক কুড়িয়ে সাজানোর জন্য। সান্তাকে নিজের হাতে কেক তৈরি করে দিতো,গরম কেক এর মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো সারা বাড়িতে মনে হতো সত্যি সত্যি সান্তা এসে মোজায় গিফট দিয়ে যায়। এবছর কেউ তাড়া দেওয়ার নেই মনে করলেও বাবাই কদিন ধরে ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছে এবছর নতুন ট্রি আর সাজানোর সব নতুন কিনতে বলেছিল তোর মাম, আগের বছর সাজানোর সময় কিনলি না। না কিনি নি ভদ্রমহিলা র স্পর্শ মাখা পুরানো অভ্র উঠে যাওয়া ঘন্টাগুলোয় জড়িয়ে আছে।

পাঠকদের দরবার

মা সারদা ভক্ত ডাকাত

বিশেষ প্রতিবেদক

এক উজ্জ্বল আলোকে ভরে যাচ্ছে চতুর্পাশ। এই আলো তীব্র চোখ ধাঁধানো নয়। এক নরম পেলেব আলো, স্নেহের আলোখ যে অদৃশ্য আলো কন্যাকে চুমা দেবার সময় পিতার মনে জ্বলে ওঠে। মা'য়ের পদ সেবা করার সন্তানের মনে প্রজ্জ্বলিত হয়, সেই অদৃশ্য আলো যেন রূপ পেল।

ভীম সর্দারের চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। এ কোথায় অন্য মেয়ে! এত তাঁর নিজের মেয়ে! তার আপন কন্যা! কই গো শুনছো বলে ডেকে আনেন স্ত্রীকেখ স্বামী-স্ত্রী হাত ধরে সেই মেয়েটিকে নিয়ে যান ঘরে। মুড়ি-মুড়কি আর চাল ভাজা খেতে দিয়ে পেতে দেন পাটি বলেন, বোস বাছা, তোমার বাবাই তোমার বাকিটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসবে। সে এক দিন, কামার পুকুর থেকে মা চলেছেন দক্ষি ণেশ্বর। তিনি জোরে হাঁটতে পারেন না। ধীর-মন্থর পায়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেন। ভূষণ মা ও আরো কয়েকজন তার সাথী ছিল কিন্তু তেলো-ভেলোর মাঠের কাছাকাছি আসতেই, ডাকাতের ভয়ে তারা খরখর পা চালালে।

মা দেখলেন এদের আটকে রেখে লাভ নেই। ভয় নিয়ে এরা কেমন করে হাঁটবে। তাই বললেন, জোরেই হাটো বাছা। তারকেশ্বরের পাকা সড়কে উঠে, তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। সাথীরা এগিয়ে চলেন। মাও সে জলা জঙ্গলে ভরা পথ দিয়ে দুর্গানাম নিতে এগিয়ে চলেন। একলা মায়ের আবার কিসের ভয় খানাখন্দভরা জল-জঙ্গলে জোরে আবার হাঁটা যায় নাকি! মস্ত মাঠটার মাঝামাঝি এসেছেন। এমন সময় পিছন থেকে হুংকার জাগে, কে যায়খ সাবধান! ভীমবপু মানুষ, ভীমবিক্রম এক মানুষ লাঠি ঠুকে মায়ের পথ রোধ করে। রক্তাম্বর রক্ততিলক মা দিব্যি বুঝতে পারেন এ ডাকাত সরদার! ভিতরে এক ঝলক চমকে ওঠেন বটে কিন্তু উত্তর যে দিতে হবে। বাবার বয়সী মানুষটা তাঁকে প্রশ্ন করেছেন যে নিজেকে সামলে নিয়ে মা বলেন, আমি সারদা বাবা, তোমার মেয়ে। তোমার জামাইয়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাচ্ছি। ভীম সরদার ধাক্কা খেলেন। সে কুৎসিত, ভীষণ দর্শন, তাকে সবাই পায়। তার কাছে সবাই প্রাণের ভিক্ষা করে আর এই মেয়ে কিনা তাকে বাবা বলে ডাকলে! লোকে বলে সে মানুষের লুট করে, বলি দেয়, পাষাণ হৃদয়। কিন্তু তারও যে একখানা হৃদয় আছে সেই প্রথম বুঝল ভীম সরদার। গদাই ঠাকুর বলেছিলেন, বিপদ আসলে মা ভবতারিণীকে স্মরণ করতে। মা মনে মনে ভবতারিণীকে স্মরণ করেন। আলো আলো হয়ে যায় চতুর্দিক। ডাকাত সরদার মস্ত চোখ মেলে দেখেন, এ মেয়ে তো তার অচেনা নয়! এমন সিঁথি জোড়া সিঁদুর এমন শ্যামপানা মুখ। এ যে তার আপন কন্যা! সর্দার কত দিন দেখেননি তার কন্যাকে।

ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে মেয়ের দু'খানি হাত। দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নামে। মা সারদা বলেন, ত্থবাবা, আমি সারদা গো. তোমার জামাইয়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি চলেছি। আঁধারে এ পথে গতি চমকে গেছে বাবা। ভাগ্যে তোমরা এলে। ততক্ষণে ডাকাতের ডাকে তাঁর স্ত্রী এসেছেন, আহারে এ যেন তাদেরই মেয়ে। উপস্থিত সকল ডাকাতও দেখল, এ যেন তাদের সদ্দারেরই মেয়ে! সারদাকে বাপ- মায়ে নিয়ে গেলেন ঘর। খাইয়ে-দাইয়ে বিশ্রাম দিলেন রাতের মত। পরদিন ডাকাত সর্দার নিজেই মেয়েকে পৌঁছে দেয়, তার সঙ্গীদের কাছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী শিলাবতী নদী খননের কাজ শুরু, দাসপুরে আশার আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ বন্যা নামটা শুনলেই দাসপুরবাসীর মনে ভেসে ওঠে বহু বছরের বন্যা যন্ত্রণা আর আতঙ্কের স্মৃতি। বর্ষা এলেই শিলাবতী নদীর জল বেড়ে প্লাবিত হয় দাসপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘরবাড়ি, চাষের জমি, রাস্তাঘাট সবকিছুই চলে যায় জলের তলায়। তবে এবার সেই চিত্র বদলানোর আশা দেখছেন দাসপুরবাসী। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত শিলাবতী নদী খননের কাজ শুরু হওয়ায় অনেকটাই আশাবাদী স্থানীয় মানুষ। প্রশ্ন উঠছে এই নদী খনন কি সত্যিই দাসপুরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী, দাসপুর ব্লকের একাধিক এলাকায় নদী সংস্কার ও খননের কাজ ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে দাসপুরের সুজানগর এলাকায় শিলাবতী নদী খননের কাজ বর্তমানে চলছে। নদীর তলদেশে জমে থাকা পলি সরিয়ে নদীর গভীরতা বাড়ানো হচ্ছে। যাতে বর্ষার সময় অতিরিক্ত জল সহজে নেমে যেতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, আগে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল উপচে পড়ত। নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকত সর্বক্ষণ। কিন্তু এখন খননের কাজ শুরু হওয়ায় জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে বলেই আশা করছেন তাঁরা। অনেকেই বলছেন, এই কাজ সম্পূর্ণ হলে হয়তো আর বারবার জল যন্ত্রণার শিকার হতে হবে না। যদিও আশার আলো দেখছেন দাসপুরবাসী, তবুও তাঁদের একাংশ চাইছেন, কাজ দ্রুত ও পরিকল্পনামাফিক সম্পূর্ণ হোক। কারণ অতীতে বহুবার কাজ শুরু হলেও তা দীর্ঘদিন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। নদীপাড়ের মানুষের দাবি, শুধু নদী খনন নয়, বাঁধের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণও সমান জরুরি। তবেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রকৃত সুফল মিলবে। তবুও বর্তমানে সুজানগরের শিলাবতী নদী খননের কাজ চলায় আশাবাদী দাসপুরের মানুষজন। তাঁদের বিশ্বাস, এই মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে বন্যা মানেই আর আতঙ্ক নয়, বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবেন দাসপুরবাসী। এখন দেখার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের এই কাজ কত দ্রুত ও কতটা কার্যকরভাবে সম্পূর্ণ হয়, আর তা কতটা বদলাতে পারে দাসপুরের বন্যা-ভবিষ্যত।

ট্রেন ও স্টেশন থেকে হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ, মোবাইল সহ বহু মূল্যবান জিনিস উদ্ধার আরপিএফ-এর

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ আবার কামাল আরপিএফ-এর। 'অপারেশন আমানত'-এর অধীনে হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদা ডিভিশনের আরপিএফ কর্মীরা পূর্ব রেলের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও চত্বর থেকে যাত্রীদের ফেলে যাওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্র উদ্ধার করেন। উদ্ধার করা জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল দুটি জ্যাকেট, একটি ব্লেজার, দুটি মোবাইল ফোন এবং ১৭টি ব্যাগ ও ওয়ালেট, যেগুলিতে একটি ল্যাপটপ, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, ওষুধ, পোশাক, একটি কার্পেট এবং ১,৫০০ টাকা নগদ-সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র ছিল। উদ্ধার করা জিনিসপত্রের মোট মূল্য প্রায় ৩,১৪,২০০ টাকা। এই উদ্ধারকার্য চলে হাওড়া, বর্ধমান, ব্যান্ডেল, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, শিয়ালদহ, বালিগঞ্জ, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, আসানসোল, জামতাড়া, দুমকা, দুর্গাপুর, জসিডিহ এবং মালদা রেলওয়ে স্টেশন ও চত্বরে। পূর্ব রেলের রেল রক্ষী বাহিনীর এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, উদ্ধার করা সমস্ত জিনিসপত্র যত্ন সহকারে যাচাই করা হয় এবং যথাযথ নথিভুক্তিকরণের পর প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। নিজেদের জিনিসপত্র ফেরত পেয়ে যাত্রীরা পূর্ব রেল, বিশেষ করে আরপিএফ কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য হল ট্রেন বা রেল স্টেশনে যাত্রীদের ফেলে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র যেমন মোবাইল ফোন, ব্যাগ, লাগেজ উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া। একটি অনলাইন পোর্টাল এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের হারানো জিনিসপত্র খুঁজে পেতে ও ফেরত পেতে সাহায্য করা হয়।

নেশামুক্তি কেন্দ্রে আবাসিকদের মারধরের অভিযোগ, গ্রেফতার মালিক ও ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ মাদক নিরাময় কেন্দ্রের আড়ালে যুবকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। অভিযোগ পেয়েই দাসপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার দুই। কেন্দ্রে থাকা ১৫ জন যুবক আপাতত পুলিশি নিরাপত্তায়। গ্রেফতার মালিক সহ দু'জন। আদালতের নির্দেশে দু'জনেরই চার দিনের পুলিশ হেফাজত। দাসপুরের গয়লাখালীতে প্রেরণা সেবা কেন্দ্র নামের একটি নেশা মুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নেশামুক্তি কেন্দ্রে অত্যাচারিত হওয়া এক যুবকের বাবা-মা। দাসপুরের রাধাকান্তপুরের বাসিন্দা ওই যুবকের বাবা মা এর কথায়, 'মাসখানেক আগে তাদের ছেলেকে ওই নেশা মুক্তিকেন্দ্রে ভর্তি করিয়েছিলাম। ছেলে মদ্যপানের নেশায় জড়িয়ে পড়েছিল। ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখা করতে দেওয়া হত না। জোরাজুরি করে ছেলের দেখা পেতাম। তিনদিন আগে দেখতে গিয়ে ছেলেকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে জানতে পারি। অসুস্থ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়েছে।' যুবকের বাবা মা বলেন, 'নেশা মুক্তির জন্য ভরসা করে ওখানে রেখেছিলাম। ছেলেকে মেরে দেওয়ার জন্য না। শুধু মারধর না, নানা রকমের মানসিক নির্যাতনও করা হত বলে তাঁদের অভিযোগ। 'নেশা মুক্তি কেন্দ্র থেকে আপাতত ছেলেকে বাড়ি নিয়ে গেছেন তার বাবা মা। জানা গেছে, বর্তমানে ওই কেন্দ্রে ১৬ জন রয়েছে। কেন্দ্রের মালিক সৌভিক পাঁজা ও ম্যানেজার ঋত্বিক মন্ডলকে রবিবার ঘাটাল মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক দু'জনকেই চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুর্লভ সরকার জানান, 'আমার কাছে অভিযোগ আসে ৩০ বছরের এক যুবক গত একমাস ধরে ওই কেন্দ্রে ভর্তি ছিলেন। নেশা করতেন। সেই নেশা ছাড়ানোর জন্য তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। তাকে অত্যাচার করা হয়েছে , এরকম একটি খবর আমরা পেয়ে সেখানে পুলিশ টিম পাঠাই। সবার সঙ্গে কথা বলে তার সত্যতা পাই। পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ নিয়ে মামলা শুরু করা হয়। নেশা মুক্তি কেন্দ্রের মালিক ও আরও একজনকে গ্রেফতার করে কোর্টে পাঠালে চার দিনের পুলিশ হেফাজতে দিয়েছেন বিচারক। হেফাজতে পাওয়া নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক ও ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাগের ছায়ায় রবীন্দ্রসংগীত

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ গত ১৪ ডিসেম্বর '২৫ বেহালা শরৎ সদনে বেহালা যাদুবিন্দু মিউজিক্যাল ট্রুপ 'রাগের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

উপস্থাপিত করল। প্রথমার্ধে যেসব যন্ত্র সঙ্গীতশিল্পী অনুষ্ঠানে বাজাবেন তাঁদের প্রত্যেককে এবং শব্দ প্রক্ষেপক হাসি পাঞ্চালকে সম্মানিত করার প্রয়াস এবং তাঁদের সম্বন্ধে শ্রোতাদের কাছে বলার প্রয়াস এক অভিনব পরিকল্পনা। এর জন্য যাদুবিন্দুকে ধন্যবাদ জানাতেই হবে। দ্বিতীয়ার্ধের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় উপনিষদের মন্ত্র- গান তমীশ্বরনাং দিয়ে। মোট কুড়িটি গান সময়ভিত্তিক (রাত্রি থেকে পরদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত) রাগানুসারে পরিবেশিত হয় । ইমন রাগ (মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ) দিয়ে শুরু করে অষ্ট প্রহরের বিভিন্ন রাগের মালা গেঁথে পূরবী রাগ দিয়ে পরিক্রমা শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানের আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে শ্রোতাদের ভাল লেগেছে, তা' হলো, কুড়িটি গানই ছিল সম্মেলক। মোট পঁচিশজন শিল্পীর সম্মেলক গান এত সুসংবদ্ধভাবে পরিবেশনের জন্য সঙ্গীত পরিচালককে ধন্যবাদ জানাতেই হবে। অনেক গান যেমন, ডুবি অমৃত পাথারে (চৌতাল) , ওঠো ওঠো রে বিমল প্রভাত বহে যায় যে (চৌতাল) , ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার, মনোমোহন গহন যামিনী (ঋষভ আসাবরী) তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি (১৪ মাত্রার যৎ) আজকাল প্রায় শোনাই যায় না। গবেষণালব্ধ ও অজানা তথ্যনির্ভর ভাষ্য রচনা অনবদ্য। ভাষ্যপাঠে আরও একটু যত্নবান ও একাত্ম হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সারেঙ্গী ও এস্রাজে দেবাশিস হালদার ও সেতারে কুমারেশ চন্দ্র অনবদ্য। তবলাবাদক পলাশ নস্করের আরও সংযত হওয়ার দরকার ছিল, কী-বোর্ডে বিশাখা যথাযত সঙ্গত করেছেন । গবেষণা, পরিকল্পনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রী রাম জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় । পুরুষ শিল্পী ও মহিলা শিল্পীদের গান অত্যন্ত ভারসাম্যযুক্ত। শিল্পীদের কঠোর পরিশ্রম তাঁদের পরিবেশনে ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্র সংগীতের অনেক অজানা দিক নিয়ে কাজ করার জন্য বেহালা যাদুবিন্দু মিউজিক্যাল ট্রুপকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

ভোল বদল সিউড়ি স্টেশনের, কোটি কোটি টাকা খরচ রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রেল পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে শুরু হয়েছে অমৃত ভারত প্রকল্প। আর এই অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে মোট ১৩৩৭-টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনকে। যার মধ্যে রয়েছে বীরভূম জেলায় সদর শহর সিউড়ি, বোলপুর, রামপুরহাট-সহ রয়েছে কয়েকটি স্টেশন। রেলের তরফে একটি সাংবাদিক বিবৃতিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে থাকা পশ্চিমবঙ্গের মোট ন'টি স্টেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে সিউড়ি স্টেশন। বাকি স্টেশনগুলিতেও কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী। ২০২৩ সালে বিভিন্ন স্টেশনের পাশপাশি অমৃত ভারত প্রকল্পে সংযুক্ত করা হয় বোলপুর, রামপুরহাট ও সিউড়ি স্টেশনকে। রেল সূত্রে জানা গেছে, বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশন চত্বরকে ঢেলে সাজাতে মোট ২১.১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে স্টেশনের প্রবেশ পথ, স্টেশনের ভবনের উন্নতি, এস্কালেটরের পাশাপশি উন্নতমানের লিফট পরিষেবা, প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ট্রেনের কোচ নির্দেশিকা বোর্ড বসানো, ফুটওভার ব্রিজ, স্টেশন চত্বরেই ফুড কোর্ট, রেলের একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয় রেলের তরফ থেকে। বোলপুর স্টেশনকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে মানান-সই করে তুলতে সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। রেল সূত্রে আরও জানা গেছে, স্টেশনের প্রবেশ পথ, পার্কিং জোন, স্টেশনে ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংস্কার ইতিমধ্যেই করে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে স্টেশন চত্বরে বেশ কিছু জায়গা সংস্কারের কাজ চলছে।

কয়েকশো রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার, চাঞ্চল্য শালবনিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ সোমবার কয়েকশো রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে। জানা যায়, প্যাকেটে জড়ানো অবস্থায় ওই কার্তুজগুলি রাখা ছিল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। কীভাবে এত কার্তুজ সেখানে এল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, শালবনির জামারিয়া মৌজার আসনাশুলি এলাকায় মূলতঃ আদিবাসী মানুষদের বসবাস। অন্যান্য দিনের মতোই এদিন ইঁদুর ধরতে মাটি কাটছিলেন স্থানীয় মানুষজন। সেই সময় প্যাকেট জানো অবস্থায় বেশ কিছু জিনিস দেখতে পান। প্রথমে সেগুলি কার্তুজ বুঝতে না পারলেও, প্যাকেট খুলতেই স্পষ্ট হয় সেগুলি কার্তুজ। খবর পেয়েই আসে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় প্যাকেটে জড়ানো কার্তুজগুলি। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন প্রায় ৬০০ রাউন্ডের বেশি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। আর কোনও কার্তুজ লুকানো অবস্থায় রয়েছে কিনা তাও পুলিশের তরফে খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

এলপিজি সিলিন্ডারের পাইপ লিক, জখম গৃহকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ এলপিজি সিলিন্ডারের পাইপ থেকে গ্যাস লিক হয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল দুর্গাপুরে। সোমবার দুপুরে আচমকাই একটি বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল ও পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এই ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বাড়ির মালিক সুশান্ত দে। তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুরের ধান্ডাবাগ এলাকার রবীন্দ্র পল্লিতে অবস্থিত ওই বাড়িতে সোমবার দুপুরে রান্নার কাজ চলছিল। সেই সময় হঠাৎ করেই এলপিজি সিলিন্ডারের পাইপ থেকে গ্যাস লিক শুরু হয় বলে অনুমান। রান্নাঘরে আগুন জ্বালানো থাকায় মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ধরে যায়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে রান্নাঘরের আশপাশে। হঠাৎ আগুন দেখতে পেয়ে বাড়ির লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চিৎকার-চেঁচামেচিতে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। স্থানীয়রাই প্রথমে জল ও অন্যান্য উপায়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে তাঁদের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে বুঝে সঙ্গে সঙ্গে দমকল ও পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশও আসে পরিস্থিতি সামাল দিতে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল সূত্রে জানা গেছে, আগুন লাগার সময় জ্বলন্ত গ্যাস সিলিন্ডারটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। বড় ধরনের বিস্ফোরণ এড়াতে দমকল কর্মীরা ঝুঁকি নিয়ে সিলিন্ডারটি ঘরের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসেন। এই ঘটনায় বাড়ির মালিক সুশান্ত দে গুরুতরভাবে দগ্ধ হন। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় ডিএসপি মেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে দুর্গাপুরের বিধাননগর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর শরীরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গেছে এবং তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন। দুর্গাপুর দমকল বিভাগের সাব ইন্সপেক্টর রিপন বড়ুয়া জানান, 'গ্যাস সিলিন্ডারটিকে ঘরের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। আগুনও নিভে গিয়েছে এখন। তবে বাড়ির মালির গুরুতর জখম।'

আক্রান্ত বনকর্মীরা, গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৫ ডিসেম্বর ঃ বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় বনাঞ্চলে হাতি তাড়াতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বনকর্মীরা। অভিযোগ, হাতি তাড়ানোর জন্য বন কর্মীরা ওই এলাকায় হাজির হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ হামলা করেন। সাত জন বনকর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁদের বেলিয়াতোড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বন দফতর সূত্রের খবর, হাতি তাড়ানোর জন্য বন কর্মীরা ওই এলাকায় হাজির হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ হামলা করেন। সাত জন বনকর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়।

খুন তৃণমূল কর্মী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার মাঝরাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার কেন্দুয়া ছাই পুকুরে কুপিয়ে খুন করা হল এক তৃণমূল কর্মীকে। মৃত ব্যক্তির নাম আলাম শেখ (৪২)। মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্যা হাসিনার খাতুনের দেওর হন। এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত আলমের বাড়ি ফরাক্কা থানার অন্তর্গত জোড়াপুকুরিয়া এলাকার বাহাদুরপুর গ্রামে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে আলম শেখ ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। তিনি কেন্দুয়া ছাই পুকুরে পাইপ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাইপ দিয়ে ছাই আসছে কিনা তা দেখাশোনার কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতেও কাজের সূত্রেই তিনি বাড়ি থেকে বের হন। তারপর গভীর রাতে ছাই পুকুরের মধ্যেই তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় আসে ফরাক্কা থানার পুলিশ। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পুরনো বিবাদের জেরে কেউ বা কারা নৃশংসভাবে খুন করেছে আলম শেখকে । মৃত ওই ব্যক্তির দাদা কাবিল শেখ বলেন, গতকাল রাতে আমার ভাই পাইপের কাজ করতে গিয়েছিল । সেখানেই দুষ্কৃতীরা গুলি বোমা নিয়ে উপস্থিত ছিল । প্রথমে আমার ভাইকে গুলি করা হয় তারপর কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। যারা আমার ভাইকে এভাবে নৃশংসভাবে খুন করেছে তাদের শাস্তি চাই আমরা। তিনি আরও জানান, বছর পাঁচেক আগে গ্রামে কাজকর্ম নিয়ে আমার ভাইয়ের সঙ্গে কিছু লোকের বিবাদ হয়েছিল। সম্ভবত তারই জেরে আমার ভাইকে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালে ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির তৎকালীন সদস্য ভালু শেখকে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে খুন করা হয়। সেই খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিল আলম শেখ । তৃণমূল পরিচালিত বাহাদুরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সিদ্দিকা খাতুন জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তি এবং তার পরিবার তৃণমূল দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন।

আমমোক্তারনামা

মহঃ মাসুদ আলি, পিতা- মৃত আব্দুল খালেক, সাং- গোফুরপুর বরোজ, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২৯।০৭।২০২৫ তারিখে** Book-I, 13403 **নং আমমোক্তার দলিল মূলে জাফির হোসেন** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১১৩ নং কাঁকুড়িয়া মৌজাস্থিত এল, আর, ৭৩৫ নং দাগের এল. আর. ২০৯৭ নং খতিয়ানের মোট ১৬ শতক সম্পত্তি** হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে **B.L. L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I** অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

NIQ
O/o the Exe. Engineer
Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/ NIQ 28/2025-26

Bid submission last date: **18/12/2025 upto 1:00 PM**

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

E-Tender Notice

Online bids are invited for the year 2025-26 from the bonafied contractors for listed work under APAS Fund in respect of NIT no-435/ SUSU/2025, 436/SUSU/2025, 437/ SUSU/2025, 438/SUSU/2025, 456/ SUSU/2025, 457/SUSU/2025, 458/ SUSU/2025 459/SUSU/2025, 460/ SUSU/2025,572/SUSU/2025, 573/ SUSU/2025, 574/SUSU/2025, 575/ SUSU/2025, 576/SUSU/2025, 577/ SUSU/2025, 578/SUSU/2025, Dated-**04.12.2025.** Last date of paper submission on **09/01/2026** for detail information contact to the undersigned.

Sd/- Prodhan
Susunia Gram Panchayet

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT

Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas

Memo No.-1172(1)/HGP/2025, NIeT NO.-26/HGP/(25-26), (2)1173(1)/HGP/2025, NIeT NO.-27/HGP/(25-26), (3)1174(1)/ HGP/2025, NIeT NO.-28/HGP/(25-26), (4)1175(1)/HGP/2025, NIeT NO.-29/HGP/(25-26), (5)1176(1)/HGP/2025, NIeT NO.-30/HGP/(25-26), (6)1215(1)/HGP/2025, NIeT NO.-31/HGP/(25-26)

Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of Artho- o-parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: APAS(25-26). Work Completion Period: **30 Days.** For details please visit **website https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Haripur Gram Panchayat

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম+ পোষ্টঃ- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর,
জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬

ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ NIT No.- 09/25-26 (Jaugram/1039) Dated 15.12.25. বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং **www.wbtender.com**-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১১০-১১১-২৫ তারিখ ১২.১২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/ আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত **০২ (দুই)টি** ই-টেন্ডার ব্যালাস্ট, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিবিধ কাজের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপঃ (১) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১১০-২৫, তারিখ ১২.১২.২০২৫,** যে কোনো ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে করে বোঝাই সহ ভোজুডি/ বোকারো ডিপোতে ৫০ মিমি গেজ-এর মেশিনে গুঁড়ো করা ব্যালাস্ট পাথর স্তূপ করে রাখার জন্য সরবরাহ এবং ডেলিভারি করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৯১,৬১,৬৮৭.৭৬ টাকা (২) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-১১১-২৫, তারিখ ১২.১২.২০২৫,** এসএসই/ওয়ার্কস/ ওয়াটার সাপ্লাই/আদ্রার অধীনে ৩৬ মাসের মেয়াদের জন্য আদ্রা সেটেলমেন্ট-এ ০২টি ৩০০০০ জিপিএইচ এবং ০১টি ১০০০০ জিপিএইচ র‍্যাপিড স্যান্ড গ্র্যাভিটি ফিল্টার প্ল্যান্ট, ক্লোরিনেশন ব্যবস্থা সহ ক্ল্যারিফ্লোকিউলেটর-এর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৯,৮০,৮৪৮.৯৩ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। **(PR-955)**

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-86/ 2025-26 (SL No -01 to 03, 06 to 10)** Tender Id is 2025_MAD_952357_1, 2025_MAD_952357_2, 2025_MAD_952357_3, 2025_MAD_952357_6, 2025_MAD_952357_7, 2025_MAD_952357_8, 2025_MAD_952357_9 & 2025_MAD_952357_10, Bid Submission closing date (Online)- **12/01/2026** instated of **13/12/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **14/01/2026** instated of **16/12/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE
ANULIA GRAM PANCHAYET

P.O.-Anulia, Amta-1 Dev. Block, Howrah-711401
Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: AMTA-I/AGP/E-NIT/07/25-26, AMTA-I/AGP/E-NIT/08/25-26, AMTA-I/AGP/E-NIT/09/25-26, AMTA-I/AGP/E-NIT/10/25-26, AMTA-I/ AGP/E-NIT/11/25-26, AMTA-I/AGP/E-NIT/12/25-26 BID SUB. CLOSING DT: 24-12-2025 & 27-12-2025 AT 11AM Technical bid opening DT 26-12-2025 & 29-12-2025 AT 11AM. Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Anulia Gram Panchayat, Amta-I Block for implementation of Twenty Three (23) No. work within Anulia Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-Prodhan
Anulia Gram Panchayat

Office of the Paschim Bishnupur Gram Panchayat

Bhasa 14 No, Bishnupur, South 24 Parganas

E TENDER NOTICE

E-Tender No - **PASGP/1115/2025, PASGP/1116/2025, PASGP/1117/2025, PASGP/1118/2025,PASGP/1119/2025**
Date :- 11/12/2025
E Tender invited by Prodhan, Paschim Bishnupur Gram Panchayat Under BDO Bishnupur- for civil work.
For visit **www.wbtenders.gov.in** Bid Start Date - **11/12/2025 at 2.30** and Bid Closing Date - **19/01/2026 at 13.00**

Offline Tender Notice

PASGP/1091/2025, PASGP/1092/2025, PASGP/1093/2025, PASGP/1094/ 2025,, PASGP/1095/2025, PASGP/1096/2025, PASGP/1097/2025, Date :- 05/12/2025
Bid Start Date - **05/12/2025 at 2.30** and Bid Closing Date **18/12/2025 at 16.00**

Sd/-
Prodhan
Paschim Bishnupur Gram Panchayat

Unity Small Finance Bank Limited

কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালাইন, সান্তাক্রুজ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন

যেহেতু, আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখের একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি, যেখানে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল। যেহেতু নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন। এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তিগুলির সাথে যেকোনো লেনদেন নিম্নে উল্লিখিত অর্থ এবং তার উপর প্রযোজ্য সুদের জন্য ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা ৮-এর বিধানগুলি দেখুন।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের নাম এবং ঋণ হিসাব নম্বর	দাবি নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া টাকার পরিমাণ
১. অপূর্ব গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রণব মালাকার, গ্রাম-পিয়ালি, পাড়া-নতুন পল্লী, থানা-জীবনতলা, ডাকঘর-কালাদিয়া, মৌজা-৩৯, দাগ-১২৪০, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৬৩ ২. প্রণব মালাকার (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৩. দীপালি মালাকার (সহ-ঋণগ্রহীতা) গান্টি, বাঁশরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ক্যানিং-১, বিপ্লবী সংঘ ক্লাবের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৬৩ এছাড়াও মৌজা-কালাদিয়া, জে.এল নং-৩৯, তৌজি নং-৭২৫, দাগ নং-১০২০, আর.এস খতিয়ান নং-১৪৩, এল.আর খতিয়ান-১৭১১, থানা-জীবনতলা, ডাকঘর-কালাদিয়া, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ), বাঁশরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৬৩। ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ - USFBKOLLOAN000005016139। প্রতীকী দখলের তারিখ - ১২-১২-২০২৫	১০।০৪।২০২৫ তারিখের দাবি নোটিশ, যার পরিমাণ ৪১,৬৮,৩৭১.৪০ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত একাত্তর টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) ০৯।০৪।২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, সাথে প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ। সাথে প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।

বন্ধক/ নিরাপত্তাকৃত সম্পত্তির বিবরণঃ মোট ২৩২৭ বর্গফুট পরিমাপের একটি অচল সম্পত্তি, যার মধ্যে নিচতলা ১১১৫ বর্গফুট এবং প্রথম তলা ১২১২ বর্গফুট। সম্পত্তিটি মৌজা - কালারিয়া, জে.আই. নং ৩৯, তৌজি নং ৭২৫-এর অন্তর্গত, যা আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৩ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৭১১-এর সাথে সম্পর্কিত এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১০২০-এর অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবন্তলা (পূর্বে ক্যানিং) থানার অন্তর্গত বাঁশরা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং এর সীমানা নিম্নরূপঃ- সীমানা - পূর্বঃ রাম মণ্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমঃ প্রদীপ সর্দারের সম্পত্তি দ্বারা, উত্তরঃ ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণঃ রবিন সর্দারের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখঃ ১৬।১২।২০২৫। স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বাক্ষর /- অনুমোদিত কর্মকর্তা- ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (GRWW), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/27/2025-26/29
Name of the work: **Supply, delivery, fitting-fixing of transparent fibre glass arrangement at Door-Windows Pane consist of new M.S. fabricated frame structure against filter bed no.-2, 4, 13 & 15 with allied civil works under WTP-II, GRWW.** Estimated amount: ₹ **4,99,442.00.** Earnest money: ₹ **9,990.00.** Period of completion: **28 days.**

(2) NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/25/2025-26/30
Name of the work: **Servicing & overhauling of pump-motor rotating assembly and other accessories against backwash pump no.-5 at WTP-II, GRWW.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **7,870.00.** Period of completion: **21 days.**

(3) NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/26/2025-26/28
Name of the work: **Roof treatment of chlorine manifold room with inside and outside repairing, painting of chlorinator room with allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated amount: ₹ **3,45,256.00.** Earnest money: ₹ **6,910.00.** Period of completion: **28 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/25-26/PH-II/39
Name of the work: **Supply, delivery, installation, testing and commissioning one set of new vacuum interrupter with other allied works of HT breaker for motor feeder no.-3 at CWPS-II, GRWW.** Estimated amount: **Quotation.** Earnest money: ₹ **5,920.00.** Period of completion: **07 days.**

(5) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/DEV26/25-26
Name of the work: **Construction of new lavatory system with septic tank along with renovation of staff room at the western side of CESC Distribution Station inside Clear Water Campus, GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,99,200.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **09.01.2026 at 1:30 P.M./13.01.2026 at 1:30 P.M. (For Sl. No. 1 to 3); 10.01.2026 at 2 P.M./13.01.2026 at 2 P.M. (For Sl. No. 4) and 08.01.2026 at 1 P.M./10.01.2026 at 2 P.M. (For Sl. No. 5).** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/West/W68/T-11/2025-26
Name of the work: **Supply and installation of overhead PVC water tanks with necessary piping and allied works within and surrounding 38G, Kankulia Road in Ward No.-68.** Estimated amount: ₹ **3,27,876.00.** Earnest money: ₹ **6,560.00.** Period of completion: **25 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/West/W68/T-12/2025-26
Name of the work: **Fabrication and installation of M.S. structure for supporting overhead water tanks with allied works within and surrounding 1, Kankulia Road in Ward No.-68.** Estimated amount: ₹ **2,18,637.00.** Earnest money: ₹ **4,375.00.** Period of completion: **25 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/West/W68/T-13/2025-26
Name of the work: **Supply and installation of overhead PVC water tanks with necessary piping and allied works within and surrounding 1, Kankulia Road in Ward No.-68.** Estimated amount: ₹ **3,18,116.00.** Earnest money: ₹ **6,400.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **08.01.2026 at 1 P.M./10.01.2026 at 1:30 P.M. (For Sl. No. 1 & 2) and 10.01.2026 at 1 P.M./12.01.2026 at 1:30 P.M. (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Tube-well), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/TW/NS-3/BR-I/03/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Sinking of 03 nos. small dia hand tubewells at Kundu Lane, Belgachia Road, Raja Manindra Road or its surrounding area in Ward No.-3 under Borough-I.** Estimate amount (including GST & LWC): ₹ **1,37,150.05.** Earnest money: ₹ **2,800.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/TW/NS-3/BR-I/02/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Sinking of 03 nos. small dia hand tubewells at different locations under Borough-I.** Estimate amount (including GST & LWC): ₹ **1,37,150.05.** Earnest money: ₹ **2,800.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **10.01.2026 up to 5 P.M. (For Sl. No. 1& 2).** Bid opening date and time for technical proposals: **12.01.2026 at 5:15 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **13.12.2025 (For Sl. No. 1 & 2).** The websites: **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (North), KMC invites e-tender online in two bid system for the following works:

(1) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/03/137
Name of the work: **Development of filter water supply by diverting/shifting 300 mm dia FW main from 28B, Beerpara Lane to 10/3L/1, Umakanta Sen Lane to Facilitate Drainage Work in Ward No.-03.** Estimated cost: ₹ **3,23,049.00.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Time of completion: **15 days.**

(2) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/03/136
Name of the work: **Development of filter water supply by diverting/shifting 150 mm dia FW main from 28B, Beerpara Lane to 10/3L/1, Umakanta Sen Lane to Facilitate Drainage Work in Ward No.-03.** Estimated cost: ₹ **3,05,072.00.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Time of completion: **12 days.** Last date and time of submission of bid: **10.01.2026 up to 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The tender will be opened on: **12.01.2026 at 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on and from **20.12.2025 after 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (Central), KMC invites e-tender online in two bid system for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIe-T No. : KMC/WS/C/SEC-H/61/07/25-26
Name of the work: **Improvement of water by laying and supply of 100 mm dia filter water main at 110 Elliot Road and surrounding area in Ward No.-61.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **3,82,897.17.** Earnest money: ₹ **7,700.00.** Time of completion: **15 days.** Last date and time of online submission of tender: **07.01.2026 - 1 P.M.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

(2) E-NIT No. : KMC/WS/C/SECJ/060/05/2025-2026
Name of the work: **Replacement of old and damaged G.I. pipes for fresh water supply and stop contamination and allied works at Jannagar Road, Gorachand Lane 3/1, 16 & adjacent area, Gorachand Road Pr. 2 to 3 and Crematorium Street Pr. 1 to 7 and adjacent area.** Estimated cost: ₹ **3,92,821.24.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Time of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bidr: **08.01.2026 up to 11 A.M.** The tender will be opened on: **10.01.2026 at 11 A.M.** The website: **https://wbtenders.gov.in** (1711/25-26)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

কলকাতায় বাড়ছে দূষণ, উত্তুরে হাওয়ার অভাবে শীতের খামখেয়ালিতে পরিবেশে ক্ষতি

কলকাতায় শীতের আমেজ তো রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত শীতের অভাব যেন আজকাল আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। শীতকালীন মৌসুমে দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উত্তুরে হাওয়ার অভাবের কারণে শহরের বাতাস আরও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ভোরের দিকে শহরের বাতাস হয়ে যাচ্ছে ক্ষতিকারক, যা স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। চিকিসকরা তাই সতর্ক করছেন, প্রাতঃভ্রমণ এড়িয়ে চলার জন্য। এমনকি, কলকাতার পরিবেশ পরিস্থিতি অন্যান্য শহরের তুলনায় কিছুটা ভাল হলেও, তা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি দূষিত।

শীতে দূষণের কারণ-দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে শীতের তীব্রতা বেড়েছে। কিন্তু কলকাতায় শীতের সাদৃশ্য থাকলেও, সেটা যথেষ্ট নয় বলে বলছেন পরিবেশবিদরা। এই শীতের গা-গরম আবহাওয়ার কারণে দূষণের মাত্রা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে, বাতাসের শুষ্কতা ও উত্তুরে হাওয়ার অভাব শহরের বায়ুতে ধূলিকণার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। কলকাতায় শীতের প্রকৃত অনুভূতি যেমন পাচ্ছি, তেমনি গত কয়েকদিনে শীতে উত্তর-পশ্চিমী হাওয়ার অভাব, শহরের ভোরের বাতাসের মানের অবনতি ঘটিয়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থল, বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া, ময়দান এলাকাগুলিতে দূষণের মাত্রা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশবিদ ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী জানিয়েছেন, শীতকালে যেহেতু শিশির বেশি পড়ছে না এবং শুষ্ক আবহাওয়া বজায় রয়েছে, ফলে ধূলিকণা জমে গিয়ে একটি কুয়াশা সৃষ্টি করছে। কলকাতার বাতাসে ধুলোর উপস্থিতি খুবই লক্ষ্যণীয়, বিশেষত ভোরের দিকে। ভিক্টোরিয়া ও ময়দান এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই দূষণ মাত্রা ১৪৬-এ পৌঁছে যাচ্ছে, যা একটি অস্বাস্থ্যকর মান। তিনি

আরও বলেন, সাধারণত শীতে যখন উত্তুরে হাওয়া প্রবাহিত থাকে, তখন ধূলিকণা ভেসে যায় এবং বাতাস পরিষ্কার হয়, কিন্তু এবার এই হাওয়া না থাকার কারণে ধূলিকণাগুলি এক জায়গায় থমকে রয়েছে, যার ফলে বায়ুতে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

দূষণের স্বাস্থ্যঝুঁকি- দূষণ এমনভাবে বাড়ছে যে, চিকিৎসকেরা বারণ করছেন ভোরে প্রাতঃভ্রমণে যাওয়ার ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শীতকালে খুব ভোরে বাতাস সাধারণত শীতল ও ভারী হয়ে থাকে, ফলে দূষণকণা উপরে উঠতে পারে না। এছাড়া, কুয়াশার মধ্যে ধূলিকণাগুলি আটকে পড়ে থাকে এবং মাটির কাছাকাছি অবস্থান করে। এই কারণে ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরোলেও অনেক সময় স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হতে পারে। এ ব্যাপারে কলকাতার জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন পালমোনারি মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. সুস্মিতা কুণ্ডু জানান, শীতকালে মাটির কাছে ধূলিকণা ও দূষণকণা জমে যায়, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। খুব ভোরে হাঁটতে গেলে এই ধূলিকণাগুলি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন শ্বাসযন্ত্রের রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তার মতে, ভোরে শীতকালে প্রাতঃভ্রমণ না করে, কিছুটা পরে বেরনোই শ্রেয়। এ কারণে চিকিৎসকরা সকলকে মাস্ক পরতে পরামর্শ দিয়েছেন, বিশেষত যারা সকালে বাইরে বের হন।

পরিবেশবিদদের উদ্বেগ-কিছুদিন ধরে কলকাতার কিছু নির্দিষ্ট এলাকা, যেমন রবীঃদ্র সরোবর, ময়দান ও ভিক্টোরিয়া, দূষণমাত্রা খুবই উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। পরিবেশবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ জানিয়েছেন, এইসব এলাকায় দূষণ বাড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, কাঠকয়লা পোড়ানো, বর্জ্য পোড়ানো, এবং মেট্রোর কাজের কারণে ধুলো উড়ছে। বিশেষভাবে, ময়দান ও ভিক্টোরিয়া অঞ্চলে যানবাহনের প্রচুর চাপের কারণে পরিবেশ আরও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। শীতে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে, কিন্তু গত কয়েকদিনে শিশির পড়ছে না, ফলে ধূলিকণাগুলি বাতাসে স্থির হয়ে জমাট বেঁধে ধোঁয়াশা তৈরি করছে। এই ধোঁয়াশা মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। সকালের দিকে অনেক মানুষ এই ধোঁয়াশার মধ্যে হাঁটছেন, যা তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলছে। তাই চিকিৎসকরা ও পরিবেশবিদরা জনসাধারণকে বুদ্ধিমানের মতো ব্যবস্থা নিতে এবং ভোরে বাহিরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন। দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ-দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কলকাতা পুরসভা এবং পরিবেশ দপ্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে যানবাহনের পরিমাণ কমানো, কাঠকয়লা পোড়ানো বন্ধ করা, এবং বর্জ্য পোড়ানো নিয়ন্ত্রণে রাখা। এছাড়া, মেট্রোর কাজের জন্য ধূলিকণা কমানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিবেশবিদরা বলেছেন, এইসব উদ্যোগ কার্যকর হলে দূষণ কিছুটা কমে আসবে, তবে উত্তুরে হাওয়া আরও প্রবাহিত হলে তা আরও ভালো ফল দিতে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ- চিকিৎসকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, শীতের এই সময়ে প্রাতঃভ্রমণে যাওয়ার ক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে। ভোরবেলা চলাফেরা করা না শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগতভাবে বিপজ্জনক, বরং শ্বাসনালীর সমস্যাও বাড়াতে পারে। যদি খুব জরুরি না হয়, তাহলে শীতের ভোরে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। পরিবর্তে, সূর্যের আলো কিছুটা উঠে যাওয়ার পরে হাঁটতে বের হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর বাতাসে হাঁটা এবং প্রয়োজনীয় সময়ে মাস্ক পরা, শ্বাসকষ্ট এবং অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। এছাড়া, যে সব এলাকাগুলোতে বেশি দূষণ, সেগুলি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কলকাতার পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কলকাতায় শীতের আমেজ থাকলেও, দূষণের কারণে শহরের বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, শীতকালে ভোরে প্রাতঃভ্রমণ না করাই শ্রেয়, কারণ বাতাসে ক্ষতিকারক দূষণকণার পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে যায়। সুতরাং, যাদের প্রাতঃভ্রমণ অভ্যাস আছে, তাদের উচিত কিছুটা সময় পরেই বেরোনো, যাতে পরিবেশ কিছুটা পরিষ্কার হয়।

সূর্যকে গিলে নেবে চাঁদ! ২০২৬ সালে আসছে বিরল 'রিং অফ ফায়ার', একাধিক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দৃশ্য

মহাবিশ্বের রহস্য আর অজানা ঘটনা নিয়ে মানুষের কৌতূহল অমিত। আকাশের দিকে তাকালে প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে নানান মহাজাগতিক ঘটনা, যার অনেকটাই

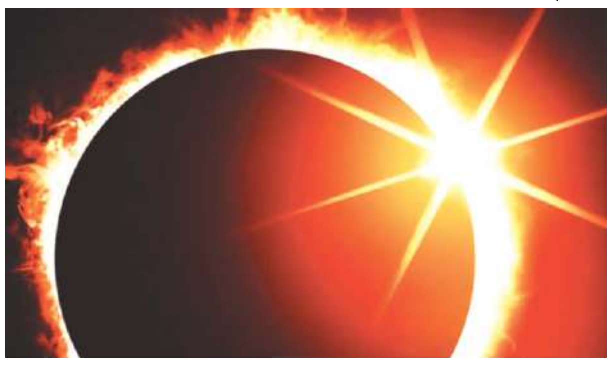

আমাদের চোখের আড়ালে থাকে। তবে এই ঘটনা গুলি অনেক সময় বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাহায্যে আমাদের সামনে আসে। এর মধ্যে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ এমন দুটি ঘটনা, যা পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন সময় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। চাঁদ, সূর্য এবং পৃথিবী তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে নানা অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি করে। কখনও সূর্য চাঁদের অড়ালে চলে যায়, কখনও পৃথিবী সূর্যের আলো ঢেকে দেয়, আবার কখনও চাঁদ সূর্যকে ঢেকে আনে। এই ঘটনা গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল থাকে, আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের গাণিতিক হিসাব-নিকাশ দিয়ে এগুলির দিনক্ষণ আগাম বলে দিতে পারেন। ২০২৬ সালে একাধিক বিরল সূর্যগ্রহণ আমাদের আকাশে উদ্ভাসিত হতে চলেছে, যার মধ্যে অন্যতম হল 'রিং অফ ফায়ার' বা 'হীরের আংটি'। সূর্যগ্রহণের রহস্য কেন ঘটে এই মহাজাগতিক ঘটনা? সূর্যগ্রহণ ও চঃদ্রগ্রহণ এই দুই ঘটনাই মূলত গ্রহ এবং উপগ্রহের গতির কারণে ঘটে থাকে। পৃথিবী, চাঁদ এবং সূর্য একসময় একই কাতারে চলে আসে, তখন সূর্য চাঁদের পেছনে লুকিয়ে যায় এবং পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে। সূর্যগ্রহণে সূর্য পুরোপুরি ঢাকা পড়লে তাকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বলা হয়, এবং যদি কিছু অংশ ঢাকা পড়ে তাহলে তাকে খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ বলা হয়। চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। যখন পৃথিবী সূর্য এবং চাঁদের মাঝে চলে আসে, তখন চাঁদের ছায়া সূর্যের কিছু অংশকে ঢেকে ফেলে, এবং এটি পৃথিবীতে অন্ধকার সৃষ্টি করে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী থেকে পুরো সূর্য দেখা যায় না এবং চাঁদ সূর্যের সামনে এসে তা সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেয়। ২০২৬ সালে আসছে একাধিক বিরল সূর্যগ্রহণ-২০২৬ সালের মধ্যে একাধিক বিরল সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটতে চলেছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'রিং অফ ফায়ার'। এই বিশেষ সূর্যগ্রহণে, চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে না, বরং এর চারপাশে একটি প্রভাস থাকবে, যা দেখতে অনেকটা আগুনের রিং বা হীরের আংটির মতো হবে। এই ঘটনাটি পৃথিবীর বিশেষ কিছু জায়গা থেকে দেখা যাবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ঃবিরল 'রিং অফ ফায়ার' সূর্যগ্রহণ-

২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঘটবে এক বিরল সূর্যগ্রহণ, যা পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে দেখা যাবে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই সূর্যগ্রহণটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের মধ্যে অন্যতম বিরলতম। এই সময়ে চাঁদের ছায়ায় সূর্য সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে যাবে এবং আকাশে উঁকি দেবে ' অফ ফায়ার'। এ সময় চাঁদ সূর্যকে এতটা ঢেকে ফেলবে যে, পৃথিবী থেকে দেখা যাবে সূর্যের চারপাশে আগুনের রিং এর মতো একটি জ্বলন্ত প্রভা। এটি খুবই অসাধারণ দৃশ্য হতে চলেছে, যেখানে ৯৬ শতাংশ সৌরশরীরই চাঁদের ছায়ায় ঢাকা পড়বে। এই দৃশ্যটি কিছুক্ষণের জন্য স্থায়ী হবে, মোট সময় হবে প্রায় ২ মিনিট ২০ সেকেন্ড। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই ধরনের সূর্যগ্রহণ সাধারণত অনেক বিরল ঘটে, তাই এটি মহাজাগতিক দৃষ্টিতে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। এই দৃশ্যটি পৃথিবীর কিছু অংশ থেকেই দেখা যাবে, তবে সব জায়গায় নয়। বিশেষত, যারা এই মুহূর্তে দক্ষিণ গোলার্ধে বা আন্টার্কটিক অঞ্চলের কাছাকাছি থাকবেন, তাদের জন্য এটি একটি অদ্ভুত দৃশ্য হতে চলেছে।

কবে কোথায় দেখা যাবে এই ' অফ ফায়ার'? ২০২৬ সালের এই বিরল সূর্যগ্রহণের সময়, পৃথিবীর একমাত্র মহাদেশ, আঃটার্কটিকা, প্রায় পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে। সেখানকার বরফের উপর সূর্যের যে একটুখানি অংশ দৃশ্যমান হবে, তা একটি চমকার দৃশ্য তৈরির সম্ভাবনা রাখে। এর পাশাপাশি, যারা মেরুদেশে বা গ্রীষ্মকালীন অঞ্চলে অবস্থান করবেন, তাদের জন্যও সূর্যগ্রহণ একটি চমকপ্রদ দৃশ্য হবে। যদিও অনেকের জন্য এই বিরল দৃশ্যটি দেখা সম্ভব হবে না, তবে যারা গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ডের মতো জায়গায় থাকবেন, তারা সৌরগ্রহণের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাবেন।

১২ আগস্ট ২০২৬ দ্বিতীয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ-২০২৬ সালে আরও একটি বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে, যা ঘটবে ১২ আগস্ট। এই সূর্যগ্রহণও পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে দৃশ্যমান হবে। গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, এবং কিছু জায়গায় দিনের আলোচিত্রে অন্ধকার নেমে আসবে। সেই মুহূর্তে সূর্যের চারপাশে 'রিং অফ ফায়ার' তৈরি হবে এবং এটি প্রায় ২ মিনিট ২০ সেকেন্ড স্থায়ী হবে।

এই বিশেষ সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে আকাশে এক ঐতিহাসিক দৃশ্য প্রদর্শিত হবে, যা সূর্য এবং চাঁদের মহাজাগতিক খেলাকে আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি একটি অমূল্য অভিজ্ঞতা হতে চলেছে, যা কয়েক দশক পর বা আরও দূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে না। সূর্যগ্রহণের সময়ে নিরাপত্তা-সূর্যগ্রহণ দেখার সময় চোখের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরাসরি সূর্যগ্রহণ দেখা কখনই নিরাপদ নয়, কারণ এতে চোখের রেটিনার ক্ষতি হতে পারে। তাই যারা সূর্যগ্রহণ দেখতে চান, তাদের জন্য বিশেষ সানগ্লাস বা [illegible] ব্যবহার করা উচিত, যা চোখকে নিরাপদ রাখবে।২০২৬ সালটি হতে চলেছে মহাজাগতিক ঘটনাগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক বিরল সূর্যগ্রহণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ' অফ ফায়ার', যা পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ স্থান থেকে দেখা যাবে। এই বিরল দৃশ্যটি প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি এবং মানুষের জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে। যেহেতু এই ধরনের সূর্যগ্রহণ খুবই বিরল, তাই যারা এটি দেখতে পাবেন, তাদের জন্য এটি একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে। তবে, সূর্যগ্রহণ দেখার সময় স্বাস্থ্যগত সতর্কতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি, যাতে অভূতপূর্ব এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখা সত্ত্বেও কোনো ক্ষতি না হয়।

ভারতের পরিবেশ-বান্ধব সমুদ্র অভিযান,সুস্থায়ী সমুদ্র অর্থনীতির জন্য ভারতের সামুদ্রিক পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বরঃ মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০ হল বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সুযোগের একটি সহায়ক শক্তি, যা ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপি প্রতিযোগিতার দিকে পথ তৈরি করছে। অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭ হরি শিপিং এবং সামুদ্রিক বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৮০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সাগরমালা কর্মসূচি ২০৩৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য ৫.৮ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ৮৪০-টি প্রকল্প রয়েছে।ভারতে সবুজ সামুদ্রিক কার্যকলাপের মূল লক্ষ্য - বন্দরের কাজকে নিরাপদ, পরিষ্কার এবং সুস্থায়ী করা। ভারতের দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে বন্দরগুলির জন্য পরিবেশ সুরক্ষা অপরিহার্য। তাই বঃদরের কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার, বায়ু. ও জলের মান উন্নয়ন, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০ হল ভারতকে একটি হরি ও সুস্থাযী. সামুদ্রিক শক্তিতে পরিণত করার নীলনকশা। ন্যাশনাল গ্রীন হাইড্রোজেন মিশনের মাধ্যমে গ্রীন হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার করে বন্দরগুলি বাণিজ্যের পাশাপাশি, সুস্থাযী. ভবিষ্য নিশ্চিত করছে। জাতীয় গ্রীন হাইড্রোজেন মিশন-ভারত সরকার কার্বন নিঃসরণ কমাতে ও গ্রীন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে নেতা হতে জাতীয় গ্রীন হাইড্রোজেন মিশন চালু করেছে। ২০৩০ সালের লক্ষ্য হল, বার্ষিক ৫০ লক্ষ টন উপাদন, ৮ লক্ষ কোটি বিনিয়োগ, ৬ লক্ষ চাকরি এবং ১ লক্ষ কোটি আমদানি সাশ্রয় করা। এই মিশনের মূল লক্ষ্য হল, উৎপাদন, গবেষণা এবং ইস্পাত, পরিবহন ও সার শিল্পে জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতিস্থাপন। এই লক্ষ্য পূরণে কান্ডালা, পারাদ্বীপ ও তুতিকোরিন - এই তিনটি বন্দরকে গ্রিন হাইড্রোজেন হাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।নতুন আইন, বড় প্রকল্প এবং বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারত মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০-এর আওতায় সবুজ প্রযুক্তি ও ডিজিটাল উদ্ভাবনে জোর দিচ্ছে। এই লক্ষ্যে ৩-৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং জাহাজ নির্মাণে ৬৯,৭২৫ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মেরিটাইম অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭, যেখানে সমুদ্র বিষয়ক অর্থনীতির পুনরুত্থানের জন্য প্রায় ৮০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদী পথনির্দেশিকা রয়েছে। সরকার গ্রিন করিডোর তৈরি এবং গ্রিন হাইড্রোজেন ব্যবহার করে দেশের সমুদ্র ক্ষেত্রকে সুস্থায়ী করছে, যার লক্ষ্য হল, স্বাধীনতার শতবর্ষের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম সেরা সামুদ্রিক ও জাহাজ নির্মাণ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় বন্দরগুলিকে সবুজ এবং আরও সুস্থায়ী করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিচ্ছেঃ সৌরশক্তি ব্যবহারঃ বন্দরগুলিকে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য ছাদ, অব্যবহৃত জমি এবং জলের ব্যবহার মূল্যাযণ করতে হবে। দুটি প্রধান উপায় আছেঃ১.কার্যালয়, গুদাম এবং অন্যান্য অব্যবহৃত জমির ছাদে সৌর প্যানেল ব্যবহার করা। ২.কম গভীরতার জলতলে ভাসমান পিভি সম্পদ তৈরি করা। বায়ুশক্তিঃ ভারতীয় বন্দরগুলি উপকূলের কাছে এবং উপকূল থেকে দূরে উভয় ধরনের বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে বায়ুশক্তি গ্রহণ বৃদ্ধি করবে। বন্দরের জমি, অগভীর জল এবং ব্রেকওয়াটার-এর মতো জায়গায় উপকূলের কাছে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উপযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করা। বেসরকারি বায়ু উৎপাদকদের সঙ্গে যৌথভাবে এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে উইন্ডমিল স্থাপন করা। ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত, ওখা বন্রের চারপাশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং কচ্ছের বিশাল লবণসমৃদ্ধ ক্ষেত্রগুলির কাছাকাছি উপকূল থেকে দূরে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা কাজে লাগানো।

ধ্রুব ৬৪-ভারতের প্রথম ১.০ গিগাহার্টজ, ৬৪-বিট দ্বৈত কোর যুক্ত মাইক্রোপ্রসেসর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর(পিআইবি)ঃ ভারতে নির্মিত প্রথম ১.০ গিগাহার্টজ, ৬৪-বিট দ্বৈত কোর যুক্ত মাইক্রোপ্রসেসর ধ্রুব৬৪ দেশীয় প্রসেসর নির্মাণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।-ডিজিটাল ইন্ডিয়া রিস্ক-৫ কর্মসূচির মতো জাতীয় উদ্যোগগুলি ধ্রুব৬৪-সহ দেশীয় চিপের নকশা, পরীক্ষা এবং প্রোটোটাইপ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে।

CHANGE OF NAME
I, Sanjoy Kumar Khater (Old Name) S/O–Sova Chanda Khater residing at Mahajan Patti , Jiaganj , Murshidabad, West Bengal 742123 do hereby declared that I have changed my name from Sanjoy Kumar Khater to Sanjoy Khater and henceforth I shall be known as Sanjoy Khater (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/12/2025. My name Sanjoy Khater & Sanjoy Kumar Khater both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I,Ratnamala Begam (Old Name) W/O–Sahid Alam Biswas resident of Haitapara, Topla, Karimpur-II, Thanarpara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Ratnamala Begam to Sahela Begam Biswas and henceforth I shall be known as Sahela Begam Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/12/2025. My name Sahela Begam Biswas & Ratnamala Begam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Hadisa Begam Shaikh (Old Name) W/O–Nazrul Islam Shaikh residing at Purba Dompukur , Dakshin Para , Dompukur , Chapra , Nadia , West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Hadisa Begam Shaikh to Hadisa Khatun Begum and henceforth I shall be known as Hadisa Khatun Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/12/2025. My name Hadisa Khatun Begum & Hadisa Begam Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Nazrul Islam (Old Name) S/O–Gopal Shaikh residing Purba Dompukur , Dakshin Para , Dompukur , Chapra , Nadia , West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Nazrul Islam to Nazrul Islam Shaikh and henceforth I shall be known as Nazrul Islam Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/12/2025. My name Nazrul Islam Shaikh & Nazrul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Rahena Bibi (Old Name) W/O–Halim Biswas residing at Vill-Sankoa , PO-Amtala , PS-Nowda , Murshidabad, West Bengal 742121 do hereby declared that I have changed my name from Rahena Bibi to Rehena Bibi and henceforth I shall be known as Rehena Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/12/2025. My name Rehena Bibi & Rahena Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Janbar Sk (Old Name) S/O–Jhadu Sekh resident of Vill- Jot Paramanandapur , Po-Sadhikhan Diar , Ps- Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Janbar Sk to Janbar Sekh and henceforth I shall be known as Janbar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/12/2025. My name Janbar Sekh & Janbar Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Khodadil Sk (Old Name) S/O– Janbar Sekh resident of Vill- Jot Paramanandapur , Po-Sadhikhan Diar , Ps- Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Khodadil Sk to Khodadil Sekh and henceforth I shall be known as Khodadil Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/12/2025. My name Khodadil Sekh & Khodadil Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Mohammad Al Mamunur Rashid (Old Name) S/O– Md Mazed Ali residing at Vill-Kansat , Shibganj Kanshat, 6341 ChapaiNawabganj , Bangladesh do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Al Mamunur Rashid to Md Al Mamunur Rashid (which has been recorded in my Bangladeshi Passport No-A11791537) and henceforth I shall be known as Md Al Mamunur Rashid (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/12/2025. My name Md Al Mamunur Rashid & Mohammad Al Mamunur Rashid both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mohammad Muztaba Ali (old name) residing at Enayetnagar, Momrejpur, Farakka, Dist-Murshidabad, Pin-742202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD MUZTABA ALI to MD MUZTABA ALI and henceforth I shall be known as MD MUZTABA ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 15/12/2025. MOHAMMAD MUZTABA ALI and MD MUZTABA ALI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mazumder Shekhar (old name) residing at Chiniligram, Chowgachha, Chakdah, Dist-Nadia, Pin-741222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAZUMDER SHEKHAR to SHEKHAR MAJUMDAR and henceforth I shall be known as SHEKHAR MAJUMDAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 15/12/2025. MAZUMDER SHEKHAR and SHEKHAR MAJUMDAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I , Manisha Shaw W/O- Sunil Shaw resident of 46 B.B. Ghosh Road, P.O.-Burdwan, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, shall henceforth be known as 'MONISHA SHAW' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 15/12/2025. That Manisha Shaw and Monisha Shaw both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mohammad Atif Ali (old name) residing at Enayetnagar, Momrejpur, Farakka, Dist-Murshidabad, Pin-742202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD ATIF ALI to MD ATIF ALI and henceforth I shall be known as MD ATIF ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 15/12/2025. MOHAMMAD ATIF ALI and MD ATIF ALI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, SUKDEB MONDAL S/O LT SUNIL KUMAR MONDAL MY FATHER MAME IN MY EDUCATINAL ADMIT AS SUNIL MONDAL (NOW DECEASSED) AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 12/12/25 MY FATHER SUNIL KUMAR MONDAL AND SUNIL MONDAL BOTH ARE SAME PERSON . R/O VILL + P.O DURGAPUR DIST NADIA.

CHANGE OF NAME
I, Abisek Sardar, Abishek Sardar (old name) Son of Madan Sardar, residing at Kachu Khali, Kachu Khali, Ps-Gosaba, South 24 Parganas Pin-743370, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abhishek Sardar (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 15/12/2025. Abisek Sardar, Abishek Sardar (old name) and Abhishek Sardar (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Naima Reja Newaz (old name) Wife of Khaled Ahmed, residing at C1/36, Dakshinee Housing Estate, Phase-2, Ps-Rabindranagar, Kolkata-700018, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Naima Ahmed (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 15/12/2025. Naima Reja Newaz (old name) and Naima Ahmed (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I SANOAR SK and SANOAR ALI SK S/O RABBANI SEKH residing at Vill-Sujagalpur, P.O.-Kalsa, P.S.-Falta, Dist-South 24 Parganas-743504, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SANWAR ALI SEKH as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 15/12/2025. SANOAR SK and SANOAR ALI SK and SANWAR ALI SEKH all are same and identical person

নাম পরিবর্তন
আমি অমিত চক্রবর্তী নিবাস শ্রীরামপুর,পাটুলি, স্টেশন বাজার, পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান, প: ব: এই মর্মে ঘোষনা করছি যে আমার পিতা ভোলানাথ চক্রবর্তীর ছয় সন্তান যথাক্রমে শ্যামলী চক্রবর্তী, অসীম চক্রবর্ত্তী, বিজলী চক্রবর্তী, অজয় চক্রবর্তী, অসিত চক্রবর্তী ও অমিত চক্রবর্তী আলিপুর জাজেস কোর্টের এফিডেভিট নং ৩০৬০৩, অং, ১০.১২.২০২৫-এর অনুসারে উক্ত ব্যক্তিগন আইনত উত্তরাধিকারি রূপে স্বীকৃত।

নাম পরিবর্তন
আমি Minakshi Nayak pratiher (পুরাতন নাম) স্বামী জগবন্ধু প্রতিহার গ্রাম-তারাহাট, থানা - গোঘাট, জেলা-হুগলী, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Minakshi pratiher (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত ১২.১২.২০২৫ তারিখে (SL.NO-15966) এফিডেভিট বলে Minakshi Nayak pratiher (পুরাতন নাম) এবং Minakshi pratiher (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হল।

নাম পরিবর্তন
আমি Atanu Sau So Bikash Chandra Sau গ্রাম কেঁউটা, থানা মাধবডিহি ,জেলা পূর্ব বর্ধমান, প: ব: পিন ৭১৩৪২৩, কিছু নথিতে ভুলবশত Atanu Shaw So Bikash Shaw হয়েছে । গত ১১১২২৫ তারিখে (ক্ষ্মা. গণ১৫৮২০) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আরমবাগ, হুগলী কোর্টের বলে Atanu Sau So Bikash Chandra Sau এবং Atanu Shaw So Bikash Shaw উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

CHANGE OF NAME
I, AFROZA BIBI (old name) W/O -MOBARAK HOSSAIN KHAN residing at VILL-NARYANPUR PO-AMIYA NARAYANPUR PS- THANARPARA DIST-NADIA PIN-741165. West Bengal, do here by declare that I have changed My name from AFROZA BIBI (old name) to AFRUZA BIBI KHAN (new name) and henceforth, I shall be Known as AFRUZA BIBI KHAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 15/12/2025. AFRUZA BIBI KHAN (new name) & AFROZA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, MUNJILA BIBI (old name) W/O - SAJEM SHAIKH residing at VILL & PO-BEUCHITALA PS- DAULA TABAD DIST-MURSHIDABAD PIN-742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MUNJILA BIBI (old name) to MUNJILA KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as MUNJILA KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court dated on 15/12/2025 . MUNJILA KHATUN (new name) & MUNJILA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, PRASANTA KR. BHAKAT (old name) S/O -RRADHAKISHAN BHAKAT residing at VILL-CHOWKIGRAM PO-BENIAGRAM PS-FARAKKA DIST-MURSHIDABAD PIN-742212. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from PRASANTA KR. BHAKAT (old name) to PRASANTA BHAKAT (new name) and henceforth, I shall be Known as PRASANTA BHAKAT (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S D E M at Berhampore court dated on 17/08/2025 . PRASANTA BHAKAT (new name) & PRASANTA KR. BHAKAT (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Surojit Kishor Das (old name) son of Niranjan Das, residing at 76/1, Gopal Jew Mandir Road, P.O – Birati, P.S – Nimta, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700051, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Surajit Kishor Das (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/12/2025. Surojit Kishor Das (old name) and Surajit Kishor Das (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I PHAJILA BIBI W/o SHAHAD ALI SARDAR of R B Lane, Telinipara, Hooghly 712125 declared and affirmed that my name wrongly recorded as MOLINA DAS D/o ASHOK DAS in PAN & MOLINA DAS W/o Sudhir Das in Aadhaar. PHAJILA BIBI W/o SHAHAD ALI SARDAR & MOLINA DAS W/o Sudhir Das, D/o Ashok Das is same one identical person vide affd. 1st Class Magistrate, Hooghly Sardar dt. 27-11-2025.

CHANGE OF NAME
I, Mosharof Hossen (Old Name) S/o Isarat Ali Mondal Residing at Vill - Kendua, P.o - Chaita, P.s - Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743445, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Mosaraf Hossain Mandal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 15-12-2025. Mosharof Hossen (Old Name) and Mosaraf Hossain Mandal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Tarang Agarwalla Gouri Prasad Agarwalla (Old Name) S/o Late Gouri Prasad Agarwalla Residing at Asheerbad Apartment, 176, Bangur Avenue, Block - A, 4th Floor, Flat - E1, P.o - Bangur Avenue, P.s - Lake Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700055, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Tarang Agarwalla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-12-2025. Tarang Agarwalla Gouri Prasad Agarwalla(Old Name) and Tarang Agarwalla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Hedayet Saha (Old Name) S/o Oyarish Saha Residing at Vill - Kabra, P.o - Hirapur, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721441, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Hedat Saha (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 15-12-2025. Hedayet Saha(Old Name) and Hedat Saha Mandal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Idrish Ali Molla (Old Name) S/o Abu Bakkar Molla Residing at Vill+P.o - Chandi, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Idrish Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-12-2025. Idrish Ali Molla (Old Name) and Idrish Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Md Anwar Hussain, Anwar Hussain (Old Name) S/o Md. Hossain Residing at 2P, Satish Ch. Mukhopadhya Sarani, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Anwar Hossain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-12-2025. Md Anwar Hussain, Anwar Hussain (Old Name) and Anwar Hossain (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Saban Ali Molla (Old Name) S/o Kader Box Molla Residing at Vill - Shankarpur, P.O+P.S - Haroa, District - North 24 Parganas, Pin - 743425, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Shaban Ali Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 17/2025 Dated 15-12-2025. Saban Ali Molla (Old Name) and Shaban Ali Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ravindra Kumar son of Jagannath Ray, residing at 23, Southend Park, Kolkata – 700029, West Bengal, declare that me and my father's actual name is Ravindra Kumar son of Jagannath Ray but our name wrongly recorded in my Driving Licence No. WB01 2007 045431 as Ravindra Kr Yadav son of J Yadav instead of Ravindra Kumar son of Jagannath Ray. Ravindra Kumar son of Jagannath Ray and Ravindra Kr Yadav son of J Yadav both are same and one identical person as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 11/12/2025.

CHANGE OF NAME
I, SARTAJ ALI LASKAR son of NUR MOHAMMAD LASKAR (Old Name) residing at Laskar Para Nibra PO- Nibra PS-Domjur Dist-Howrah Pin-711409 West Bengal has changed my father's name will be henceforth be known as NUR MAHAMMAD LASKR (new name)at Notary Public Howrah court West Bengal affidavit date 15/12/2025. NUR MOHAMMAD LASKAR (old name) and NUR MAHAMMAD LASKAR (new name) are same and identical person.

দানবীর রায় বাহাদুর মন্মথ পালের স্মরণে অমরপুরে সাতদিনের সৃজনী কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি মেলার শুভ সূচনা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ ডিসেম্বর ঃ দানবীর রায় বাহাদুর মন্মথ পালের স্মরণে অমরপুর নজরুল সংঘের পরিচালনায় সোমবার থেকে শুরু হলো সাত দিনব্যাপী সৃজনী কৃষি,

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্প, সংস্কৃতি ও হস্তশিল্প মেলা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই বর্ণাঢ্য মেলার শুভ উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃপাসিন্ধু ঘোষ, ব্লকের কৃষি আধিকারিক বিপাশা দাস, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে ও কল্পনা সাঁতরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী তাবারক আলী মণ্ডল, তপন দে-সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা। মেলার মূল উদ্যোক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন শেখ মিন্টু। এই কৃষি মেলাকে কেন্দ্র করে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী দিনেই আয়োজিত হয় এক মেগা রক্তদান শিবির। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ২০০ জন রক্তদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন- যার মধ্যে ১০০ জন মহিলা রক্তদাতা ছিলেন। রক্তদান শিবিরটি কার্যত এক উৎসবে পরিণত হয়। সংগৃহীত রক্ত টেরেসা ওম ব্লাড সেন্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সাত দিনব্যাপী এই মেলায় থাকছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, কৃতি ছাত্রছাত্রী সম্বর্ধনা সহ একাধিক আকর্ষণীয় আয়োজন। পাশাপাশি প্রদর্শিত হচ্ছে এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ ফসল ও নানা প্রজাতির পুষ্প। রয়েছে হস্তশিল্পের বিশেষ প্রদর্শনীও। সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষিমেলাকে কেন্দ্র করে এত বড় একটি রক্তদান শিবির, যেখানে ১০০ জন মহিলা রক্তদান করেছেন-এটি সত্যিই এক বিরাট ও দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। তিনি এই মহতী উদ্যোগের জন্য নজরুল সংঘকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, কৃষিতে জেলার মধ্যে জামালপুর ব্লক অন্যতম এবং এখানকার কৃষকদের উপাদিত ফসলের প্রদর্শনী অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কৃষক যে অচ্ছুত নন-কৃষিমেলায় তাঁদের যে সম্মান দেওয়া হয়, তা এই উদ্যোগের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁনও এত বড় রক্তদান শিবির আয়োজনের জন্য নজরুল সংঘকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই মহতী উদ্যোগে বহু মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচবে। পাশাপাশি গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় এই ধরনের কৃষি, পুষ্প ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা যেমন উৎসাহিত হবেন, তেমনই অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবেন। কৃষি মেলাকে কেন্দ্র করে বসেছে বিশাল মেলা। গোটা এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ, মানুষের ঢল ও প্রাণচাঞ্চল্যে অমরপুর এখন যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

মেট্রো কর্মীদের জন্য স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্প

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেল তার লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সমস্ত

সুরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এর জন্য মেট্রো কর্মীদের সঠিক ও হালনাগাদ প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত মক ড্রিল, টিউটোরিয়াল এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। কর্মীদের সুস্থতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি অনন্য উদ্যোগ হিসেবে মেট্রো রেল ১৫ থেকে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত মেট্রো রেল ভবনে একটি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পটভূমির মেট্রো কর্মীরা মেট্রো রেল ভবনে অনুষ্ঠিত এই ক্যাম্পে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করছেন। এই ক্যাম্পের উদ্দেশ্য হলো মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, মানসিক চাপ কমানো এবং সামগ্রিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কোর্সের মডিউলটি হলো আর্ট অফ লিভিং। এই সেশনগুলোর উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারীদের কার্যকরভাবে মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে এবং পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করা।

হজ সুবিধা মোবাইল অ্যাপ ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যসভায় জানিয়েছেন কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ হজ যাত্রীদের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই সংক্রান্ত পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। হজ সুবিধা মোবাইল অ্যাপ এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে এখন নাম নিবন্ধীকরণ, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য আপলোড সহ নানা সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। হজ যাত্রীদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ২৪ ঘন্টা ক্লিনিক, মোবাইল মেডিকেল টিম, দন্ত চিকিৎসক সহ জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সৌদি আরবে। মক্কা এবং মদিনায় হজ যাত্রীদের যাতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়, তার জন্য যে বাড়িগুলিতে তাঁরা থাকবেন, সেগুলিতে গিয়ে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন করা ছাড়াও এয়ারপোর্টে যাওয়া-আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা এবং মীনাআরাফতে বাতানুকুল সুবিধাযুক্ত তাবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুম্বইয়ের হজ হাউজে হজ যাত্রীদের সঙ্গে যাঁরা যাবেন, তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রেও পরবর্তীতে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যস্তরের হজ কমিটি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে যাতে নিবিড় সমন্বয় বজায় রাখা যায়, সরকার সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২৬ সালের হজ যাত্রার প্রস্তুতি সম্পর্কে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক, ভারতের হজ কমিটি এবং রাজ্যস্তরের হজ কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক ডাকা হচ্ছে। এই বৈঠকে হজ যাত্রার ক্ষেত্রে সমস্ত পরিচালনগত ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন করা হয়। হজ যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, তাঁদের পরিবহণ এবং অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিক এবং যেসব হজ যাত্রী এই প্রথম যাত্রা করছেন, তাঁদের দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। রাজ্যস্তরের হজ ইনস্পেক্টর পিছু হজ যাত্রীর সংখ্যা ৩০০ থেকে কমিয়ে ১৫০ জন করা হয়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষার এবং ইন্টারভিউয়ের পর ইনস্পেক্টরদের নিয়োগ করা হচ্ছে। হজ সুবিধা স্মার্ট ওয়াচের মাধ্যমে ২০২৬ সালের হজ যাত্রায় যাত্রীদের চলাচলের ক্ষেত্রে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা হবে। রাজ্যসভায় সোমবার এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

অবশেষে পুলিশের জালে ব্যান্ডেলের মহিলা গ্যাং

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ ভিড়ের মধ্যেই মহিলাদের টার্গেট করে চলত সোনার চেন ও কানের দুল লুট, দীর্ঘদিন ধরেই এমন অভিযোগ আসছিল পুলিশের কাছে। অবশেষে বনগাঁর একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে চার মহিলা সদস্যের গ্যাংকে গ্রেফতার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের বাসিন্দা এই মহিলা গ্যাং বিভিন্ন এলাকার মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেত। হাতসাফাইয়ের কৌশলে মহিলাদের গলা থেকে সোনার চেন ও কানের দুল খুলে নিয়ে চম্পট দিত তারা। এদিন বনগাঁ থানার কালিতলা পার্কিং এলাকায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে সোনার চেন লুটের চেষ্টা করছিল তারা। তবে আগে থেকেই সতর্ক ছিল পুলিশ। পালানোর আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় চার মহিলা। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি সোনার চেন। ধৃতদের নাম মালাম্মা মদলিয়ার, লীলা মদলিয়ার, পদ্মনি মদলিয়ার ও কালিআম্মা মদলিয়ার। সকলেই ব্যান্ডেলের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ আরও জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের চুরি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ জমা পড়ছিল জেলা পুলিশের কাছে। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত চালিয়ে এই গ্যাংয়ের ওপর নজরদারি চলছিল। অবশেষে হাতেনাতে ধরা পড়ায় তদন্তে বড় সাফল্য এল বলে মনে করছে পুলিশ। ধৃত চার মহিলাকে সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশের দাবি, এই চক্র ধরা পড়ায় এলাকাবাসী ও বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে।

কুয়াশায় ব্যাহত বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ দিল্লিতে ঘন কুয়াশার কারণে বিমান পরিষেবা বার বার ব্যাহত হচ্ছে। তাই সোমবার বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা দিল্লি বিমানবন্দরের অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার পরিদর্শন করেন। ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডারের তথ্য অনুযায়ী, ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কম করে ১০০টি উড়ান বাতিল হয়েছে এবং ৩০০টির বেশি বিমান দেরিতে চলছে। আধিকারিকেরা পরিস্থিতির খোঁজ নেন এবং রিয়েল টাইম অপারেশন পর্যালোচনা করেন। অত্যন্ত কম দৃশ্যমানতার কারণে বিমান অবতরণের জন্য ব্যবহৃত উন্নত মানের যন্ত্রনির্ভর ব্যবস্থা কাজ করছে না-এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ওই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ ঠিকঠাক রয়েছে।

নারীর মর্যাদা রক্ষায় 'অঙ্গীকার যাত্রা' কর্মসূচি হাওড়াতেও, সম্বর্ধনা ও সভার আয়োজন অভ্যর্থনা কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৫ ডিসেম্বর ঃ নারীর মর্যাদা রক্ষায় 'অঙ্গীকার যাত্রা' কর্মসূচি হাওড়াতেও, সোমবার হাওড়া সদরে শরৎ সদনের সামনে সম্বর্ধনা ও সভার আয়োজন করেন অভ্যর্থনা কমিটি। মহিলাদের মর্যাদা রক্ষা তথা সুরক্ষার দাবিতে ৯-১৬ ডিসেম্বর সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের যোগদানের মধ্য দিয়ে ওই 'অঙ্গীকার যাত্রা' কর্মসূচি চলছে। তারই অঙ্গ হিসেবে সোমবার ১৫ ডিসেম্বর হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেলের সামনে অঙ্গীকার যাত্রীদের সংবর্ধনা ও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' সংস্থার আহ্বানে রাজ্যব্যাপী কয়েক হাজার মহিলার অংশগ্রহণে এই অঙ্গীকার যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে হাওড়া ময়দানে শরৎ সদনের সামনে এদিন এক সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হাওড়া সদরের অভ্যর্থনা কমিটি। এদিন টিকিয়াপাড়া থেকে ও হাওড়া স্টেশন থেকে দুটি পদযাত্রা শুরু হয়ে মূল মঞ্চে এসে মিলিত হয়। এদিন দুপুরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে মহিলাদের জমায়েত হয় হাওড়া স্টেশনে। এরপর তাঁরা মিছিল করে হাওড়া ময়দানে শরৎ সদনের কাছে আসেন। এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আরও একটি মিছিল টিকিয়াপাড়া স্টেশন থেকে হাওড়া ময়দানে মূল মঞ্চে জমায়েত হন। এই দুই মিছিলের উদ্যোক্তা ছিল মহিলা সংগঠন 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'। সংগঠনের সদস্যা পুতুল চৌধুরী বলেন, রাজ্যে জুড়ে বাড়ছে নারী নির্যাতন। মহিলারা বিভিন্ন জায়গায় সমাজবিরোধীদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন। মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এর পাশাপাশি অভয়ার পরিবার এখনও বিচার পাননি। এরই

প্রতিবাদে ৯ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ চলছে। মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর কলকাতায় বড় প্রতিবাদ সভার আগে এদিন হাওড়ায় মিছিল এবং সভা হয়। এই সভা থেকে দাবি তোলা হয় নারীদের মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার সুযোগ দিতে হবে। উল্লেখ্য, বিগত বছরে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের উপর ঘটে যাওয়া নৃশংসতার ন্যায়বিচার এবং তার পরবর্তী অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি ও এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে বৃহত্তর নাগরিক সমাজকে সামিল হওয়ার আহ্বানে আয়োজিত হচ্ছে এই 'অঙ্গীকার যাত্রা'। উদ্যোক্তাদের দাবি, মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে অঙ্গীকার যাত্রার সমাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

সাইরাং রেল স্টেশনে রেলযোগে অটোমোবাইল পরিবহণ মিজোরামের সাথে আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

মালিগাঁও, ১৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল মিজোরামের সাইরাং রেল স্টেশনে প্রথমবারের জন্য ডাইরেক্ট অভ্যন্তরীণ

অটোমোবাইল রেক সফলভাবে পরিবহণ করে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। গুয়াহাটির সমীপবর্তী চাংসারি থেকে পরিবহন করা মোট ১১৯টি মারুতি গাড়ি রেলযোগে পরিবহণ করা হয়েছে, যা রাজ্যের সাথে লজিস্টিক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপটি মিজোরামে পণ্য সামগ্রী ও যানবাহন পরিবহনের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করবে, দীর্ঘ দূরত্বের রাস্তার উপর নির্ভরতা হ্রাস হবে এবং অটোমোবাইল ডিলার, পরিষেবা প্রদানকারী ও উপভোক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধা প্রদান করবে, যার ফলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। অটোমোবাইলের সফল চলাচল ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরবি-সাইরাং নতুন রেললাইনের কৌশলগত গুরুত্বকে তুলে ধরেছে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল-এর আওতাধীন দুর্গম ভূখণ্ড এবং ৪৫টি টানেলের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত একটি চ্যালেঞ্জিং কৌশলগত কৃতিত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে উদ্বোধন করা এই লাইনটি মিজোরামকে সম্পূর্ণরূপে ন্যাশনাল রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এরপর থেকে শক্তিশালী যাত্রী পরিষেবা নিশ্চিত করেছে, এবং রাজধানী এক্সপ্রেস, মিজোরাম এক্সপ্রেস ও সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেসে যাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত বেশি, যা এই রেলওয়ে জোনের দ্বারা প্রদত্ত রেল সংযোগের প্রতি জনসাধারণের আস্থা প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ভৈরবি-সাইরাং সেকশনে মালবাহী ও পার্সেল পরিবহন কার্যক্রমও দ্রুত সম্প্রসারণ করেছে এবং সিমেন্ট, নির্মাণ সামগ্রী, অটোমোবাইল, বালি, স্টোন চিপস ইত্যাদির মতো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী পরিবহন করছে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রথম মালবাহী পরিবহনে আসাম থেকে আইজল পর্যন্ত ২১টি সিমেন্টের ওয়াগন পরিবহন করা হয়েছিল। এছাড়াও, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দিল্লিতে অ্যান্থুরিয়াম ফুল পরিবহন সহ প্রথম পার্সেল পরিষেবাগুলো স্থানীয় উৎপাদকদের জন্য নতুন বাজারের সুযোগ খুলে দিয়েছে। ২০২৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৭ টি রেক পরিবহনের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল মিজোরামকে একটি নির্ভরযোগ্য লজিস্টিকস এবং মোবিলিটি হাবে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও আঞ্চলিক সংহতির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে।

অবৈধ বালিঘাটে অভিযানে গিয়ে বালি মাফিয়াদের হামলা, আহত ৩ পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৫ ডিসেম্বর ঃ দামোদর নদে অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়ে বালি মাফিয়াদের হামলার মুখে পড়ল পুলিশ। গভীর রাতে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত রনডিহা বালিঘাটে এই ঘটনায় তিন পুলিশকর্মী আহত হন। ঘটনার প্রেক্ষিতে ৩৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে সোনামুখী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে উত্তরবেশিয়া পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল রনডিহা ঘাটে অভিযান চালায়। সেই সময় ৬-৭ টি ট্রাক্টরে বালি পাচার চলছিল। পুলিশ একটি ট্রাক্টর আটক করে সিজার তালিকা প্রস্তুতের সময় আচমকা ৩৫-৪০ জন দুষ্কৃতী হামলা চালায়। অভিযোগ, পুলিশকর্মীদের মারধর করে আটক ট্রাক্টর ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। খবর পেয়ে সোনামুখী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত তিন পুলিশকর্মীকে উদ্ধার করে সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ছিনিয়ে নেওয়া ট্রাক্টরটি পুনরায় উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে ১৩ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তারা বুদবুদ থানার চাকতেঁতুল, শাঁকুড়ি ও শালডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। পাশাপাশি আরও ২৫ জন অজ্ঞাতপরিচয় অভিযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১১ মার্চেও একই এলাকায় অবৈধ বালিঘাটে অভিযানের সময় পুলিশের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় এলাকায় অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচার ঘিরে প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে দামোদরের রনডিহা ও শালডাঙা এলাকায় দিনরাত অবাধে বালি তোলা হচ্ছে, ফলে নদীভাঙন ও চাষের জমি ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে। এদিন সোনামুখী থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।

নো এন্ট্রি থাকলেও, বয়স্ক মানুষের জন্য থাকছে প্রশাসনিক টোটো পরিষেবা

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ পৌষ মেলা সুষ্ঠুভাবে চালাতে এবং যানজট বন্ধ করতে প্রশাসনিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাণা মুখোপাধ্যায়, বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল, বোলপুর পৌরসভার পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ, বোলপুর পৌরসভার উপ প্রধান অমর সেখ, বোলপুর থানার আইসি, শান্তিনিকেতন থানার ওসি, বোলপুর মহকুমা শাসকের প্রতিনিধি, দমকল বিভাগ, বোলপুর পৌরসভার কাউন্সিল সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এইবার পৌষমেলায় প্রায় আট লক্ষ লোকের সমাগম হতে পারে সেই ক্ষেত্রে বেপরোয়া ও অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হতে পারে। তাই এবার নো এন্ট্রি থাকছে বেশ কয়েকটি জায়গায় বলে জানান বোলপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, সঙ্গীত ভবনের কাছে রয়েল বেঙ্গল হোটেলের কাছে, জনতা ফার্মেসি, জীবন ফার্মেসির কাছে 'নো এন্ট্রি' থাকছে। তবে বেশ কয়েকটি জায়গায় টোটো স্ট্যান্ড থাকবে যেমন দূরদর্শন ভবনের মাঠে টোটো স্ট্যান্ড থাকবে। এর ফলে মেলায় আগত ব্যক্তিদের তিনশো চারশো মিটার হাঁটতে হতে পারে। তবে বয়স্ক লোকেদের জন্য প্রশাসন টোটোর ব্যবস্থা রাখবে। এছাড়াও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টোটো রেট চার্ট। সর্বস্তরে কথা বলে প্রতি কিমি মাথাপিছু কোন টাকা করে টোটো ভাড়া ধার্য করা হয়েছে। এই রেট চার্ট শহরের দশটি জায়গায় টাঙানো থাকে সঙ্গে থাকবে হেল্পলাইন নাম্বার। এর ফলে কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। টোটোর এই রেট মেলার আগে থেকে মেলা পর্যন্ত নির্ধারিত। এরপর সারা বছর যে রেট থাকে, সেই রেটেই চলবে। দু-একদিনের মধ্যেই ফিল্ড ভেরিফিকেশন করে ড্রপ গেট নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গঙ্গাসাগর মেলা নির্বিঘ্নে করার জন্য একাধিক মন্ত্রীকে দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ গঙ্গাসাগর মেলা নির্বিঘ্নে করার জন্য একাধিক মন্ত্রীদের দায়িত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর মেলা নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য দায়িত্ব পেয়েছেন, বেচারাম মান্না, পুলক রায়, সুজিত বসু, ববি হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, মানস ভুঁইয়ারা। মেলা চলাকালীন গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন জায়গায় থেকে মেলার দায়িত্ব পরিচালনা করবেন এই দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা। অন্যদিকে, কলকাতায় থেকে গোটা বিষয়টি পরিচালনা করবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসুরা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে এই দায়িত্বই ভাগ করে দেন বলে সূত্রের খবর। এই বৈঠকেই আরও একটি বিষয়ে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বেশ কিছুদিন ধরেই মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশ চলে যাচ্ছেন। মৎস্যজীবীরা কেন বারবার বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন? এই বিষয়টি পুলিশকে নজর দিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে রাজ্য পুলিশকে এই বিষয়টি দেখার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। এখানকার লোকেরাই ওখানে যাবেন কেন বা ওখানকার লোকেরাই বা কেন আসবে এখানে? পুলিশকে দেখার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

জলসীমানায় ডুবে গেল ট্রলার সহ ১৬ জন মৎস্যজীবি, উদ্ধার ১১ জন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ১৫ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজের ধাক্কায় ডুবে গেল ১৬ জন মস্যজীবী সহ একটি ট্রলার, উদ্ধার ১১ জন মৎস্যজীবী, এখনো নিখোঁজ ৫ মৎস্যজীবী। গভীর সমুদ্রে ডুবে গেল ১৬ জন মৎস্যজীবী সহ একটি মাছ ধরার ট্রলার। এই ঘটনায় ১১ জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে উদ্ধার করা গেলেও নিখোঁজ ৫ মৎস্যজীবী। এই ঘটনা সামনে আসায় উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে নিখোঁজ পাঁচ মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যরা। নিখোঁজ পাঁচ মৎস্যজীবীদের বাড়ি কাকদ্বীপ থানা এলাকায়। নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের খোঁজে কাকদ্বীপ বন্দর থেকে রওনা দিয়েছে মৎস্যজীবীর ট্রলার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৩ ডিসেম্বর নামখানা মৎস্য বন্দর থেকে এফবি পারমিতা নামে একটি ট্রলার ১৬ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ভারতীয় এই ট্রলার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জল সীমানার কাছে পৌঁছে যায়। সেই সময় বাংলাদেশের নৌবাহিনী ভারতীয় এই মৎস্যজীবী ট্রলারকে ধাওয়া করে। বাংলাদেশের নৌবাহিনীর তাড়া খেয়ে তড়িঘড়ি ভারতীয় জল সীমানার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল এই ট্রলার। সেই সময় এফবি পারমিতা ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে চড়ে ধাক্কা মেরে ডুবে যায়। এরপর ভারতীয় অন্যান্য মৎস্যজীবী ট্রলার সম্পূর্ণ ঘটনা দেখতে পেয়ে উদ্ধার কাজের জন্য এগিয়ে আসে। এফবি

পারমিতা ১৬ জন মৎস্যজীবীদের মধ্যে ১১ জন মৎস্যজীবীদের অন্যান্য মৎস্যজীবী ট্রলার উদ্ধার করলেও পাঁচ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের খোঁজে ইতিমধ্যে তল্লাশি চলছে। অন্যান্য ভারতীয় মৎস্যজীবী ট্রলাররা দাবি করেছে বাংলাদেশের উপকূল রক্ষী বাহিনী জাহাজ এফবি পারমিতাকে ধাক্কা মেরেছে। এই বিষয়ে সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জল সীমানার কাছে ভারতীয় বেশ কিছু মৎস্যজীবী ট্রলার মাছ ধরছিল। সেই সময় একটি বাংলাদেশের উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ আলো নিভিয়ে সজরে এসে এফবি পারমিতাকে ধাক্কা মারে। এরপর ১৬ জন মৎস্যজীবী বঙ্গোপসাগরে পড়ে যায় বাংলাদেশের সেই উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ ভারতীয় মৎস্যজীবীদেরকে উদ্ধার না করে ফিরে যায় বাংলাদেশের জল সীমানার মধ্যে। সেই সময় ভারতীয় অন্যান্য মস্যজীবীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১৬ জন মৎস্যজীবীদের মধ্যে ১১ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করতে পারে। তবে এখনো পর্যন্ত পাঁচজন মৎস্যজীবীর নিখোঁজ রয়েছে। নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। নিখোঁজ পাঁচ মৎস্যজীবীদের মধ্যে রয়েছে রাখাল দাস। আর এই ঘটনা সামনে আশায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাখাল দাসের পরিবারের মধ্যে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে রাখাল দাসের পরিবার। এ বিষয়ে রাখাল দাসের মেয়ে রোতি পোদ্দার সোমবার বলেন, বাবার সঙ্গে শনিবার কথা হয়েছিল তারপর আর কথা হয়নি তারপরে শুনলাম ১৬ জন মৎস্যজীবী সহ বাবা যে ট্রলারে গিয়েছিল সেই ট্রলার ডুবে গিয়েছে। ১১ জনকে উদ্ধার করা গেলেও এখনো পর্যন্ত আমার বাবা সহ পাঁচ জন মৎস্যজীবীর নিখোঁজ আমরা খুবই চিন্তায় রয়েছি। তবে তল্লাশি জারি রয়েছে।

রাফাল যুদ্ধ বিমানের মহড়া উত্তরের আকাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তরের ঝকঝকে নীল আকাশে চলল রাফাল যুদ্ধ বিমানের মহড়া। সোমবার অনেক উঁচুতে বেশ কিছুক্ষণ ওই মহড়া চলে। জানা গেছে, এটি সম্পূর্ণ ছিল ভারতীয় বায়ুসেনার রুটিন সামরিক মহড়া। যাতে অংশ নেয় দুটি রাফাল যুদ্ধবিমান। বায়ুসেনার রাফাল যুদ্ধবিমানের দুটি স্কোয়াড্রন রয়েছে। একটি পাঞ্জাবের আম্বালায়, অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারায়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই যুদ্ধবিমানগুলির মাধ্যমে জটিল অভিযান যেমন স্থলভাগে আক্রমণ এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ড্রিল সম্ভব। সমতল ও পাহাড় উভয় এলাকায় আক্রমণের মিশন মাথা রেখে বায়ুসেনা এই মহড়ার ব্যবস্থা করেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, এমনিতেই কড়া নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে 'চিনেকস নেক' অর্থাৎ শিলিগুড়ি করিডর। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম-তিনদিন থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওই স্পর্শকাতর এলাকা। গড়ে তোলা হয়েছে সামরিক ঘাঁটি। সামরিক বাহিনীর তিনটি ছাউনিতে প্যারা স্পেশাল ফোর্স, গোয়েন্দা ইউনিট ও আরডিএফ বাহিনী মোতায়েন করছে সেনা। রাখা হয়েছে রাফাল যুদ্ধবিমান, ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র এবং উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। প্রায় ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডর জুড়েছে উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যেকে দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়েছে। এই করিডরেই নজর চিনের।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/৪/হাওড়া]। ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২২৩_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/৪/হাওড়া-র অধীনে এইএন/রামপুরহাট-এর অধিক্ষেত্রে এসইই/পি.ওয়ে/রামপুরহাট-এর অধীনে রামপুরহাটে মার্শালিং ইয়ার্ডের মানোন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৪৯,০৬,৭৯০.৮২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২৪,৫০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার নংঃ ২২৪_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন/৪/হাওড়া-র অধীনে এইএন/রামপুরহাট-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/পি.ওয়ে/পাকুড়-এর অধীনে পাকুড়ে মার্শালিং ইয়ার্ডের মানোন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১৯,৩১,০৬৫.৪৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,০৯,৭০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। ই-টেন্ডার নংঃ ২২৫_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া, বর্দ্ধমান, রামপুরহাট ও আজিমগঞ্জে সিসিটিভিসহ হাট-গুলিতে রোলিং এবং বোলপুর ও রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন সিকিউরিটি প্ল্যান। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৭২,৯৯,৮৭৯.৯৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৪৬,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-459/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডিইএন-৩/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৫। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৬০-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রাণাঘাট-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/রাণাঘাট-এ সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,১১,৮৭,৪০৩.৪১ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,০৫,৯০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১৬১-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্ট-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/বেলডাঙ্গা-তে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,১২,৯৯,৯১৯.০৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,০৬,৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০১.২০২৬ দুপুর ৩টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **০৯.০১.২০২৬-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। (SDAH-300/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নম্বর ঃ এসএএনডিটি-সিওএন-এসডিএএইচ-০৪-২০২৫, তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৫। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৪র্থতল, ১৭, এন.এস. রোড, ফেয়ারলি প্লেস, পূর্ব রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টু প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে এলএইচবি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ডিপোর কাজ ও গোড্ডা-পীরপৈঁতী নতুন লাইনের কাজ সম্পর্কিত গোড্ডা স্টেশনে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং-এর কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ১২,৭২,৯৭,৫৬৮.৯৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৭,৮৬,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০১.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টায়। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ২২.১২.২০২৫। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখে বেলা ৩.৩৪ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। টেন্ডার পত্রের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য হবে। (CON-57/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

NOTICE — DSP MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given for a forthcoming Investor Awareness Program ('IAP') to be conducted by DSP Mutual Fund. The details of the program are as follows:

Date	Address	Time
Tuesday, 16th December 2025	Hotel Imperial Inn,jalpaimore,siliguri	07:00 PM

For details on upcoming IAPs and updates to the schedule, visit dspim.com/IAP. For more information, visit dspim.com/IEID. This is an Investor Education and Awareness Initiative by DSP Mutual Fund. **Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

এবার মেয়েদের বিএসএল করতে চায় শ্রাচি স্পোর্টস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ বাংলার ফুটবলে নতুন লিগের জন্ম হল রবিবার। মালদার দর্শকপূর্ণ ডিএসএ স্টেডিয়ামে দুটো জেলাভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে নিয়ে যে উসাহ চিত্রের ছবি ধরা পড়ল, তাতে উদ্যোক্তারা খুশি। তাঁরা মনে করছেন যত দিন গা।বে, যত প্রচার বাড়বে ততই বিএসএলের প্রসার আরও বাড়বে। তবে বিএসএলকে নিয়ে আরও একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে এই লিগের উদ্যোক্তা শ্রাচি স্পোর্টসের। এই লিগ শুধুমাত্র পুরুষদের লিগে আটকে রাখতে চাইছে না এই সংস্থা। তিন থেকে চার বছরের মধ্যে বিএসএলের মহিলা সংস্করণ উইম্যান্স বেঙ্গল সুপার লিগ আনতে চাইছেন তাঁরা। ডবলুবিএসএলের দল গঠন কীভাবে হবে? কারা খেলবে এই নিয়ে খসড়া পরিকল্পনাও তৈরি হয়ে গিয়েছে শ্রাচি স্পোর্টসের অন্দরে। এদিন উদ্বোধনী ম্যাচ দেখার ফাঁকেই সেই পরিকল্পনার কথা জানালে শ্রাচি স্পোর্টসের চেয়ারম্যান তমাল ঘোষাল বলেন, ''আমরা বিএসএলকে পুরুষ ফুটবলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। এই লিগটা বছর দুয়েকের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে আমরা মেয়েদের বিএসএল বা উইম্যান্স বেঙ্গল সুপার লিগ আনতে চলেছি। কারণ ফুটবল উন্নতি বলতে গেলে শুধু পুরুষ ফুটবলকে আঁকড়ে ধরলে চলবে না। মেয়েদের জন্যও ভাবতে হবে। বিশেষ করে ক্লাব স্তরে ইস্টবেঙ্গল কিংবা ভারতীয় দলের মেয়েদের পারফরম্যান্স দেখুন। প্রশংসাযোগ্য।'' তবে এই পরিকল্পনা আজকের নয়। যখন থেকে বিএসএল পরিকল্পনা হয়েছে তখন থেকে এই বিষয়টিও মাথায় রেখেছেন তাঁরা। তমাল ঘোষাল জানাচ্ছেন যে আটটি ফ্রাঞ্চাইজি দল এখনকার বিএসএলে খেলছে, তাদের চুক্তিপত্রেই রয়েছে এই বিষয়টি। ডব্লুবিএসএল হলে বর্তমান বিএসএলে অংশগ্রহণকারী ফ্রাঞ্চাইজি মালিকদেরই দল গঠন করতে হবে এমনটা নয়। তবে প্রথম প্রস্তাব যাবে তাদের কাছেই। তারা চাইলে ডব্লুবিএসএলে নাও অংশ নিতে পারেন। তাঁরা যদি দল গঠন না করতে চায় তাহলে অন্য জেলাগুলো থেকে দলের খোঁজ হবে। তমাল আরও বলেন, ''শ্রাচি স্পোর্টস সবসময় মেয়েদের স্পোর্টসকে গুরুত্ব দেয়। আমাদের পুরুষদের হকি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের দলও গড়েছি। এই ভাবনা নিয়েই কথাবার্তা বলেছি বর্তমান বিএসএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের সঙ্গে। অনেকেই আগ্রহী দেখিয়েছেন। তবে বিএসএলে দল থাকলেই তাঁকে মেয়েদের বিএসএলে দল গড়তে হবে তেমন নয়। চাইলে তাঁরা নাও মহিলাদের দল গড়তে পারে। তবে আমরা যখন কথা বলেছি ওদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। বিএসএলের পর যদি ডব্লুবিএসএল হয় তাহলে বাংলার মেয়েরাও কন্যাশ্রী কাপের পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি ফুটবল খেলার সুযোগ পাবে।''

লিওকে 'মেসি ১০' লেখা
টিম ইন্ডিয়ার জার্সি উপহার শাহের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বরঃ মুম্বইয়ের উন্মাদনা দিল্লিতে এসে আরও একধাপ বেড়ে গেল। সোমবার বিকেলে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে পা রাখতেই লিওনেল মেসির ভারত সফরের 'শেষ লেগ'-কে কেন্দ্র করে ধরা পড়ল উত্তেজনা, প্রতীক আর সৌজন্যের মিলন। গায়ে পিঙ্ক রঙের টি-শার্ট, চিরচেনা হাসি-দিল্লিতে 'গোট' যেন পরিচিত মেজাজে। দিল্লি সফরের অন্যতম আলোচিত মুহূর্ত-আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের সঙ্গে মেসির মোলাকাত। সঙ্গে ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও ডিডিসিএ সভাপতি রোহন জেটলি। সৌজন্য সাক্ষাৎ হলেও প্রতীকী গুরুত্ব স্পষ্ট। শাহ লিও-র হাতে তুলে দেন 'মেসি ১০' লেখা টিম ইন্ডিয়ার জার্সি-ফুটবল আর ক্রিকেটের দুই আইকনিক মিলন। এ ছাড়া হাতে এল বিশেষ স্বাক্ষরিত ক্রিকেট ব্যাট-ও। শুধু তাই নয়, আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আমন্ত্রণপত্রও উপহার দেন জয় শাহ। যার সুবাদে ভারতের ক্রীড়া প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের সংযোগ আরও দৃঢ় হল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ। মাঠে ঢুকেই মেসি সময় কাটান মিনার্ভা অ্যাকাডেমির তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে। একের পর এক ফটো-সেশন, ছোট্ট 'রোন্ডো', হাসি-ঠাট্টা। লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো দে পল যোগ দিতেই উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ। গ্যালারির দিকে কিক মেরে বল উপহার-ভাগ্যবান কয়েকজন স্মারক নিয়ে ফিরবেন! এরই ফাঁকে প্রদর্শনী ম্যাচে মিনার্ভা মেসি অল স্টার্স বনাম সেলিব্রিটি মেসি অল স্টার্স-স্কোরলাইনের চেয়েও বড় পাওনা টানেলে অপেক্ষারত মেসি। তিনি পৌঁছনোর পরই আবহ বদলায়-চিয়ার, ক্যামেরার ঝলকানি, স্মৃতির সঞ্চয়! দিল্লি-পর্বে ছিল নির্দিষ্ট সূচি-লীলা প্যালেসে আসা, বাছাই অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্টেডিয়াম ইভেন্ট, 'পুরানা কেল্লা'য় ফটোশুট। সব মিলিয়ে পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত আয়োজন। কলকাতার বিশৃঙ্খলার স্মৃতি মাথায় রেখে দিল্লিতে প্রশাসনিক প্রস্তুতি ছিল চোখে পড়ার মতো-ক্ষমতার কেন্দ্র, ক্রীড়া প্রশাসন আর তারুণ্যের মাঠ এক ফ্রেমে। চার শহরের সফর আজ শেষ। অন্তিম দিনে দিল্লি দেখাল, কীভাবে আইকনকে সম্মান জানাতে হয় প্রতীকের মাধ্যমে। পিঙ্ক টি-শার্ট গায়ে, হাতে 'মেসি ১০' লেখা টিম ইন্ডিয়ার জার্সি-এই ছবিটাই হয়তো গোটা ট্যুরের অন্যতম ইঙ্গিতময় ফ্রেম হয়ে থেকে যাবে।

বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়িকা! এবার আইসিসি-র মাসের সেরা খেলোয়াড় শেফালি

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৫ ডিসেম্বরঃ বিশ্বকাপ ফাইনালের রাতে যিনি ভারতের গল্পটা বদলে দিয়েছিলেন, মাস শেষে স্বীকৃতিও এল তাঁরই হাতে। নভেম্বর ২০২৫-এর আইসিসির সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন শেফালি বর্মা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সই তাঁকে এনে দিল এই সম্মান। নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে শেফালির ইনিংস ছিল সময়ের দাবি অনুযায়ী নিখুঁত। ওপেনিংয়ে নেমে ৮৭ রানের ঝলমলে ইনিংস-ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ স্কোর। দীর্ঘ তিন বছরের বেশি সময় পর এল পঞ্চাশও। স্মৃতি মন্ধানার সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে ১০৪ রান-ভারতের ইনিংসের ভিত গড়ে দেয় এই জুটি। ব্যাটে কাজ সারা হয়নি। বল হাতেও ম্যাচের মোড় ঘোরান শেফালি। ৭ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ২ উইকেট। সুনে লুস ও মারিজানে ক্যাপ-দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারকে ফিরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার চাপ বাড়ান। অধিনায়ক হারমনপ্রীত কৌরের সাহসী সিদ্ধান্তে বল হাতে নিয়েই বাজিমাত। শেষ পর্যন্ত প্রোটিয়াদের ২৪৬ রানে গুটিয়ে দিয়ে ভারত তুলে নেয় বহুল প্রতীক্ষিত আইসিসি শিরোপা। পুরস্কার জয়ের পর শেফালি বলেন, ''আমার প্রথম আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ অভিজ্ঞতা যেমনটা ভেবেছিলাম, তেমন ছিল না। কিন্তু শেষটা কল্পনারও বাইরে! ফাইনালে দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে কৃতজ্ঞ। ঘরের মাঠে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতার ইতিহাসের অংশ হতে পারা আমার জন্য গর্বের!'' যোগ করেন, ''নভেম্বরের প্লেয়ার অব দ্য মান্থ হিসেবে নির্বাচিত হওয়াটা সম্মানের। এই পুরস্কার

আমি আমার সতীর্থ, কোচ, পরিবার এবং যাঁরা এতদিন আমার পাশে ছিলেন, তাঁদের উৎসর্গ করছি। আমরা দল হিসেবেই জিতি-হারি-এই পুরস্কারও তার ব্যতিক্রম নয়।'' এবারের বিশ্বকাপ শেফালির জন্য মোটেও মসৃণ ছিল না। প্রথম স্কোয়াডে জায়গা হয়নি। জ্যোতিষ্ক ভাটিয়ার বদলি হিসেবে উমা ছেত্রী সুযোগ পাওয়ার সময়ও উপেক্ষিত। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ম্যাচে প্রতীকা রাওয়ালের চোটে দলে ফেরার সুযোগ আসে। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ১০ রান-কিন্তু ফাইনালের মঞ্চে নিজের সেরাটা তুলে ধরেন। প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচও তাঁরই ঝুলিতে। এবার শেফালির সামনে ব্যস্ত সূচি। ২১ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে শুরু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। পাশাপাশি উইমেনস প্রিমিয়ার লিগে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন-ফ্র্যাঞ্চাইজির রিটেনশনও নিশ্চিত। বিশ্বকাপ ফাইনালের রাত থেকে মাসের সেরা-শেফালি বর্মার এই যাত্রা শুধু পুরস্কারের নয়, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার গল্পও বটে।

টানা ব্যর্থতার পরে সূর্যকে ধমক গাভাসকরের

ধর্মশালা, ১৫ ডিসেম্বরঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন ফর্মে ভাঁটা পড়ছে সূর্যকুমার যাদবের। শেষ ২১টা ইনিংসে একটাও হাফ সেঞ্চুরি আসেনি সূর্যর ব্যাটে। প্রতিটা ম্যাচেই তাড়াহুড়োয় উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসছেন বড় শট খেলতে গিয়ে। কখনও আবার নাজেহাল হচ্ছেন পেসারদের বিরুদ্ধে। তাই ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে চিন্তা বাড়ছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের। সূর্য মুখে যতই বলুন নেটে ভালো ছন্দে থাকার কথা, সেটার প্রভাব পড়ছে না ম্যাচে। এ বার হঠকারী শট খেলার জন্য সূর্যকে ধমক দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে এখনও পর্যন্ত খেলা হয়েছে তিনটি ম্যাচ। এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় ম্যাচে জয় পেয়েছে ভারত। কিন্তু তাতে কোনও অবদান রাখেননি ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব। তিন ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ মোট ২৯ রান। এর মধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচে ফেরেন পাঁচ রান করে। রবিবার তৃতীয় ম্যাচেও সময় নিয়ে ভালো খেলতে পারেননি। ১১ বলে ১২ করেন। লুঙ্গি এনগিডির বলে ফাইন লেগের উপর দিয়ে পিক-আপ শট খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন ওটনেইল বার্টম্যানের হাতে। আর এটাই প্রথম নয়, আগেও এমন শট খেলতে গিয়ে অহেতুক উইকেট ছুড়ে দিয়ে এসেছেন সূর্য। তাই এতে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন সুনীল গাভাসকর। তিনি বলেন, ''আগেও এই শটে অনেক সাফল্য পেয়েছেন সূর্যকুমার। কিন্তু এখন তুমি ফর্মে নেই। তাই এই শটে বল বেশি দূর যাওয়ার থেকে হাওয়ায় বেশিক্ষণ থেকেছে। আর সেটাও বাউন্ডারির মধ্যে। তাই যতক্ষণ না চেনা ছন্দে ফিরছ, ওই শটকে কোল্ড স্টোরেজে ঢুকিয়ে রাখো। আর এতে আউট হওয়া ছাড়া কোনও কাজ হচ্ছে না। ভারতীয় দল কখনওই চাইবে না যে সূর্যকুমার যাদব ১২ রান করে আউট হোক।'

'ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাই বিপত্তির মূল', মেসির শো নিয়ে বিস্ফোরক মেহতাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ কলকাতায় মেসির শোতে ভীড় ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা যেন একটি বড় শিক্ষা হয়ে রয়ে গেল। শহরের অন্যতম প্রধান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়া এই অনুষ্ঠান মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই বাধ্য হয়ে শেষ করতে হয়, কারণ ভিড় এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যে নিরাপত্তার জন্য প্রধান অতিথি লিওনেল মেসিকে দ্রুত মাঠ থেকে সরাতে হয়। পুরো পরিস্থিতি যে কতটা ভয়ঙ্কর ছিল, তা প্রকাশ্যে আনলেন প্রাক্তন ফুটবল তারকা মেহতাব হোসেন। মেহতাব বলেন, ''যেটা আমি মারাদোনার সময়ে দেখেছিলাম, সানরুফ ছিল গাড়িতে। সেই গাড়ি করে মাঠ প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল। কিন্তু একইভাবে মেসিকেও যদি গাড়ি থেকে না নামিয়ে গাড়ি করে মাঠের চারপাশে প্রদক্ষিণ করানো হতো, তাহলে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হতো না।'' তিনি আরও বলেন, ''যদি পরিকল্পনা আরও ভালো হত তাহলে বিশৃঙ্খলা হত না। এই একই অনুষ্ঠান কিন্তু হায়দরাবাদ ও মুম্বইতেও সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।'' মেহতাবের এই মন্তব্য সরাসরি আয়োজক সংস্থা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করছে। মেসির মতো আন্তর্জাতিক সুপারস্টারকে মাঠে আনতে গেলে শুধুমাত্র দর্শকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং গাড়ি, সানরুফ, ভিআইপি প্রবেশপথ, নিরাপত্তা জোন সবকিছুর সুপরিকল্পিত সমন্বয়

থাকতে হয়। কলকাতার স্টেডিয়ামে মেসি শোতে যে বিশৃঙ্খলা দেখা গেল, তা শুধু নিরাপত্তার সমস্যা নয় এটি দর্শক ব্যবস্থাপনা ও পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার অভাবকেও নির্দেশ করে। অনেক দর্শক প্রথমেই স্টেডিয়ামে ঢুকতে চেয়েছিলেন, কিছু ভক্ত মেসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা করার জন্য সীমারেখা অমান্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত, কলকাতার মেসি শো একদিকে যেমন আনন্দের মুহূর্ত এনে দিয়েছে, অন্যদিকে এটি সতর্কবার্তা হয়ে রয়ে গেছে। প্রাক্তন ফুটবল তারকা মেহতাব হোসেনের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, এই ধরনের আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হলে পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। দর্শক, সেলিব্রিটি এবং নিরাপত্তা-এই তিনটি উপাদান সঠিকভাবে সমন্বয় করা না গেলে বিশৃঙ্খলা এড়ানো সম্ভব নয়।

পরের ম্যাচেও 'খেলবেন না' লেভানডফস্কি

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ১৫ ডিসেম্বরঃ স্পেনের দ্বিতীয় সেরা টুর্নামেন্টের শেষ বত্রিশে মঙ্গলবার গুয়াদালাহারার বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। ভারতয় সময় রাত দেড়টায় শুরু হবে ম্যাচটি। এই ম্যাচের আগের দিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি রবের্ত লেভানডফস্কি। গত শনিবার লা লিগায় ওসাসুনার বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে পুরোটা সময় বেঞ্চে ছিলেন পোলিশ তারকা। এএসের খবর, এবারের লা লিগায় ১২ ম্যাচে আট গোল করা এই স্ট্রাইকার পিঠের চোটে ভুগছেন এবং সোমবার সকাল জিমে কাটান। পরিস্থিতি বিবেচনায় ধারণা করা যাচ্ছে, আসছে ম্যাচের স্কোয়াডে থাকবেন না লেভানডফস্কি। এই ম্যাচে বিশ্রাম পেতে পারেন এরিক গার্সিয়া, পেদ্রি, রাফিনিয়া, লামিনে ইয়ামাল।

টেবিলের তলানির দলের বিপক্ষে কোনোমতে হার এড়াল বায়ার্ন

মিউনিখ, ১৫ ডিসেম্বরঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রবিবার লিগ ম্যাচটি ২-২ ড্র করেছে বায়ার্ন। চলতি আসরে এখন পর্যন্ত হারেনি বায়ার্ন। ঘরের মাঠে এদিনও শুরু থেকে দাপুটে ফুটবল খেলে তারা। আক্রমণের ঝড় তুলে ২৯তম মিনিটে এগিয়েও যায়। কাছ থেকে গোলটি করেন লেনার্ট কার্ল। এবারের লিগে এটা তাদের ৫০তম গোল। ১৪ ম্যাচেই গোলেই হাফ-সেঞ্চুরি ছুঁয়ে ফেলল বায়ার্ন, বুন্দেসলিগার ইতিহাসে যা দ্রুততম। গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্পোর্তিংয়ের বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচেও একটি গোল করেছিলেন ১৭ বছর বয়সী জার্মান মিডফিল্ডার কার্ল। বিরতির আগে পোতুল্সকির গোলে সমতায় ফেলে মাইন্স। ৬৭তম মিনিটে লি জে-সাংয়ের গোলে এগিয়ে যায় আসরে এখন পর্যন্ত মাত্র

একটি জয় পাওয়া দলটি। ব্যবধান ধরে রেখে স্মরণীয় এক জয়ের সম্ভাবনায় এগিয়ে যাচ্ছিল মাইন্স। কিন্তু ৮৭তম মিনিটে স্পট কিকে গোল করে দলকে স্বস্তি এনে দেন কেইন। ডি-বক্সে তিনিই ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল প্রতিযোগিতার সফলতম দলটি। লিগে আগের ম্যাচে স্টুটগার্টের জালে হ্যাটট্রিক করেছিলেন কেইন। এবারের লিগে ১৪ ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৮ গোল করেছেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। এখানে হোঁচট খেলেও শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে ঠিকই ছুটে চলেছে বায়ার্ন। ১৪ ম্যাচে ১২ জয় ও দুই ড্রয়ে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। তাদের চেয়ে ৯ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে লাইপজিগ।

আলাভেসে জিতে দুঃসময়ে রিয়াল মাদ্রিদ ও আলোন্সোর একটু স্বস্তি

ম্যাচের শুরুতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে হাঁটুতে আঘাত পেয়ে কিছুক্ষণ খোঁড়াতে দেখা গেল কিলিয়ান এমবাপেকে। চোট কাটিয়ে ফেরা এই ফরাসি তারকাই পরে দুর্দান্ত গোলে পথ দেখালেন দলকে। তারপরও জেগেছিল শঙ্কা, তা উড়িয়ে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে স্বস্তি ফেরালেন রদ্রিগো।

সংবাদ সংস্থা, ভিক্টোরিয়া-গ্যাসটেজ, ১৫ ডিসেম্বরঃ আলাভেসের মাঠে রবিবার লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকায় বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়েছে শাবি আলোন্সোর দল। ১৭ ম্যাচে ১২ জয় ও তিন ড্রয়ে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আগের আট ম্যাচের মাত্র দুটিতে জয়, সবশেষ দুই ম্যাচেই হার ঘরের মাঠে-আলোন্সোর ওপর চাপ তাই ক্রমেই বাড়ছিল। কোচের পদে নড়বড়ে হয়ে পড়ছিল তার অবস্থান। ভীষণ কঠিন সময়ে এই জয় বড় স্বস্তি হয়ে এলো তার জন্যও। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-১ গোলে হারা ম্যাচ থেকে তিনটি পরিবর্তন এনে আলাভেস ম্যাচের একাদশ সাজান আলোন্সো। চোট ও নিষেধাজ্ঞায় বেশিরভাগ ডিফেন্ডারের অনুপস্থিতিতে অভিষেক হয় একাডেমির ১৯ বছর বয়সী ফুল-ব্যাক ভাল্দেপেনাসের। মূল দলের ফুল-ব্যাকদের সবাই আছেন বাইরে। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে শুরুতে জমে ওঠে লড়াই। বেশ কয়েকটি লক্ষ্যভ্রষ্ট শটের পর, ২৪তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শটে গোলের দেখা পায় রিয়াল। মাঝমাঠ থেকে জুড বেলিংহ্যামের বাড়ানো বল ধরে, প্রতিপক্ষের একজনের বাধা এড়িয়ে বক্সে ঢুকে গোলটি করেন এমবাপে। এবারের লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল হলো ১৭টি, ১৭ ম্যাচে।

এই মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২২ ম্যাচে তার গোল হলো ২৬টি। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে সব মিলিয়ে ৭০ গোলে পৌঁছে গেলেন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে থিবো কোর্তোয়ার দৃঢ়তায় জাল অক্ষত রাখে রিয়াল। কাছ থেকে পাবলো ইবানেসের প্রচেষ্টা বেলজিয়ান গোলরক্ষকের মুখে লেগে ব্যর্থ হয়। প্রথমার্ধে গোলের জন্য পাঁচটি শট নিয়ে শুধু একটিই লক্ষ্যে রাখতে পারে রিয়াল। এই সময়ে আলাভেসের দুই শটের একটি লক্ষ্যে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে এমবাপে ও ভিনিসিউস জুনিয়রের শট ঠেকিয়ে রেয়ালের ব্যবধান বাড়তে দেননি আলাভেস গোলরক্ষক আন্তোনিও সিভেরা। ৬৭তম মিনিটে বদলি নামার পরের মিনিটেই দারুণ ফিনিশিংয়ে রিয়ালের জালে বল পাঠিয়ে আলাভেসকে সমতায় ফেরান কার্লোস ভিনসেন্তে। লাইন্সম্যান প্রথমে অফসাইডের পতাকা তুললেও, ভিএআরে পাল্টায় সিদ্ধান্ত। তবে ৭৬তম মিনিটে ভিনিসিউসের পাসে ছুটে গিয়ে কাছ থেকে স্লাইডে বল জালে পাঠিয়ে আবার রিয়ালকে এগিয়ে নেন রদ্রিগো। লা লিগায় ১১ মাসের মধ্যে প্রথম গোলের দেখা পেলেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। রিয়ালের হয়ে তারও গোল হলো ৭০টি। সিটির বিপক্ষে দলের একমাত্র গোলটি করেছিলেন তিনিই। গোলের পর ডাগআউটে আলোন্সোর বাঁধভাঙা উল্লাসই বলে দিচ্ছিল, তার জন্য কতটা স্বস্তির এই গোল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে রবিবার খবর ছড়িয়ে পড়ে, এই ম্যাচে জিততে ব্যর্থ হলে বরখাস্ত করা হবে কোচকে। আলোন্সোর কোচিংয়ে এই প্রথম কোনো ম্যাচে এমবাপে, ভিনিসিউস, রদ্রিগো ও বেলিংহ্যাম একসঙ্গে শুরুর একাদশে নামলেন এবং প্রত্যেকেই গোল অথবা অ্যাসিস্ট করলেন। নিজেদের পরের ম্যাচে আগামী বুধবার কোপা দেল রের শেষ বত্রিশে, তৃতীয় স্তরের দল আর সিএফ তালাভেরার মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।

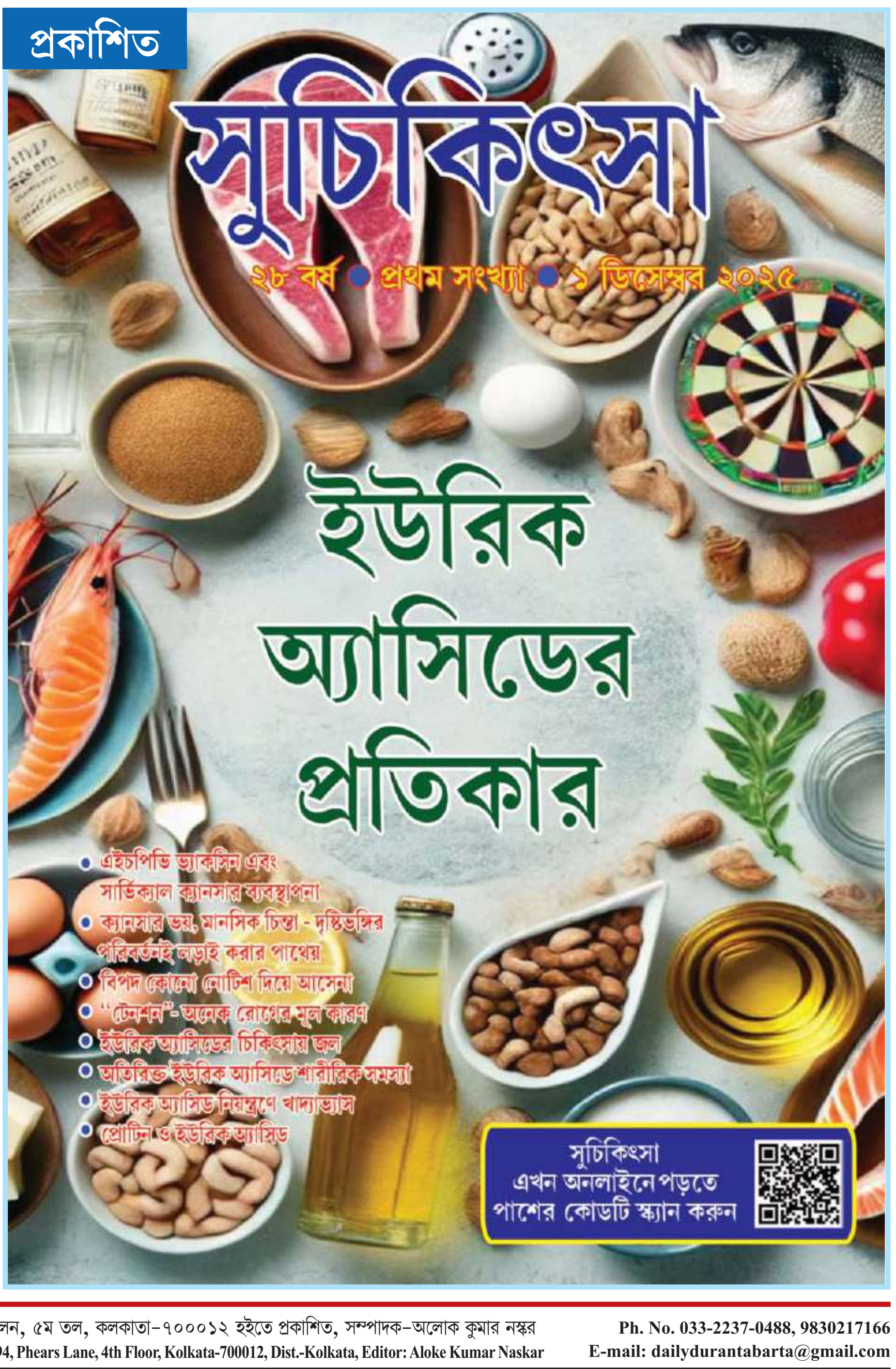

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com